অবতার

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

শ্রাবণ--১৩২৯ সাল।

মূল্য—১৲

প্রকাশক—

শ্রীলালবিহারী বড়াল (বিমলানন্দ)

শান্তিধাম, হুগলী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
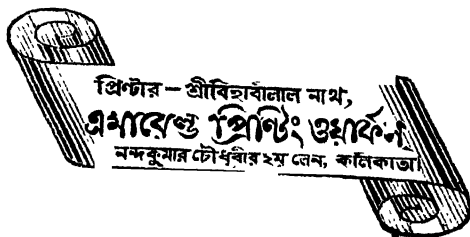
ভূমিকা

এই গল্পের লেখক Theophile Gautier (১৮১১—৭২) একজন কবি এবং উনবিংশতি শতকের মধ্যভাগে ফ্রান্সে যে সকল গদ্য-লেখক আবির্ভূত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী। সাহিত্যিক-মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার যেরূপ ছন্দের "কাণ" ও জ্বলন্ত স্বপ্নময়ী কল্পনা ছিল, তাহা অতুলনীয়। অলঙ্কার-শাস্ত্র-সম্মত ভব্য সাহিত্য এবং অবাধ কল্পনাপ্রসূত নব্য সাহিত্য এই উভয়ের যুদ্ধে তিনি নব্য সাহিত্যেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য গ্রন্থ Mademoiselle de Maupin আমাদের দেশেও অনেকে পড়িয়াছেন, কেননা ইহার ইংরাজী তর্জ্জমা আছে। তাঁহার লিখিত কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্প-রচনা আছে, তন্মধ্যে Avatar (অবতার) একটি। ইংরাজীতে বোধ হয় ইহার অনুবাদ হয় নাই।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলীর তালিকা।

নাটক।

১। পুরুবিক্রম
২। সরোজিনী
৩। অশ্রুমতী
৪। স্বপ্নময়ী।

প্রহসন।

৫। অলীক বাবু
৬। দায়েপ'ড়ে দারগ্রহ
৭। হঠাৎ নবাব
৮। হিতে বিপরীত।

গীতিনাট্য।

৯। পুনর্ব্বসন্ত
১০। ধ্যানভঙ্গ
১১। বসন্তলীলা
১২। রজতগিরি—ব্রহ্মদেশীয় নাটিকা
১৩। ফরাসী প্রসূন—গল্প ও কবিতা
১৪। শোণিতসোপান—ফরাসী গল্প
১৫। প্রবন্ধ-মঞ্জরী।

সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

১৬। মৃচ্ছকটিক
১৭। শকুন্তলা
১৮। মালবিকাগ্নিমিত্র
১৯। বিক্রমোর্ব্বশী
২০। উত্তরচরিত

সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ।

২১। মহাবীরচরিত
২২। মালতীমাধব
২৩। রত্নাবলী
২৪। মুদ্রারাক্ষস
২৫। বেণী-সংহার
২৬। চণ্ডকৌশিক
২৭। নাগানন্দ
২৮। প্রবোধচন্দ্রোদয়
২৯। কর্পূরমঞ্জরী
৩০। ধনঞ্জয়-বিজয়
৩১। বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা
৩২। প্রিয়দর্শিকা।

ইংরাজি হইতে অনুবাদ।

৩৩। জুলিয়াস্ সীজার
৩৪। এপিক্‌টেটুসের উপদেশ
৩৫। মার্কস্ অরিলিয়সের আত্মচিন্তা।

মারাঠী ভাষা হইতে সঙ্কলিত।

৩৬। ঝাঁসীর রাণী।

ফরাসী হইতে অনুবাদ।

৩৭। সত্যসুন্দরমঙ্গল
৩৮। ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ
৩৯। ভারতবর্ষ
৪০। স্বরলিপি গীতিমালা
৪১। অবতার ও মিলিতোনা।

অবতার

(Theophile Gautier-এর ফরাসী হইতে)

অক্টেভের দেহ কোন্ রোগে ভিতরে ভিতরে ক্ষয় হইতেছে, তাহা কেহই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। অক্টেভ শয্যাশায়ী হয় নাই; সে দৈনিক জীবনের কাজ সমান ভাবে করিয়া যাইতেছিল; কখন একটি হা-হুতাশ তার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই; তথাপি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তার শরীর ক্রমশই ধ্বংসের দিকে যাইতেছে। তার আত্মীয়-স্বজন উৎকণ্ঠিত হইয়া ডাক্তার ডাকাইলেন; ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কোন রোগ কিংবা ভয় পাইবার মত কোন রোগের লক্ষণ তাহার শরীরে কিছুই প্রকাশ পায় না; বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, ভাল আওয়াজই হইতেছে; হৃৎপিণ্ডের উপর কাণ রাখিয়া শুনিলেন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন খুব দ্রুতও হইতেছে না, খুব আস্তেও হইতেছে না। কাসি নাই, জ্বর নাই; কিন্তু তবু তার জীবনী-শক্তি যেন কোন অদৃশ্য ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ধন্বন্তরি বলেন, মানুষের জীবন এইরূপ গুপ্ত ছিদ্রে পূর্ণ।

কখন কখন তার মূর্চ্ছা হইত; তাহাতে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ পাথরের মত শক্ত হইয়া উঠিত। দুই এক মিনিট কাল মনে হইত যেন প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু একটু পরেই যে হৃৎ-স্পন্দন বন্ধ

হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন কোন রহস্যময় অদৃশ্য হস্তের দ্বারা আবার চালিত হইত। অক্টেভের মনে হইত যেন সে কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে।

ব্যাধিনাশক উৎস-জল-সেবনের জন্য উৎস-দেশে তা'কে পাঠান হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। সমুদ্র পথে নেপল্‌স্ নগরে পাঠান হইল, তাহাতেও কোন ফল হইল না। যে সুন্দর সূর্য্যের এত খ্যাতি ও গৌরব, তাহার নিকট সেই সূর্য্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাধি-স্থান বলিয়া মনে হইল। যে বাদুড়ের কালো পাখার উপর "বিষণ্ণতা" যেন স্পষ্ট লেখা থাকে, সেই বাদুড়ের ধূলিময় পাখা এই উজ্জ্বল-নীল আকাশের উপর যেন চাবুক হানিতেছে এবং বাদুড়েরাও মাথার উপর ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। যেখানে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিরা নগ্নগাত্রে সূর্য্যকর সেবন করিয়া তাম্রবর্ণ হইয়া গিয়াছে সেই মের্গেলিনের জাহাজ-ঘাটে আসিয়া তাহার রক্ত যেন জমিয়া গেল।

কাজেই অক্টেভ আবার তাহার বাসাবাড়ীতে ফিরিয়া আসিল; আবার সাবেক অভ্যাস অনুসারে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ছেলে-ছোকরার ঘর যতটা সজ্জিত হইতে পারে, সেই হিসাবে ঘরগুলা আসবাব-পত্রে মন্দ সজ্জিত নহে। কিন্তু ঘরে যে বাস করে, তার চেহারা ও চিন্তা-প্রবাহ ক্রমশঃ যেন সেই ঘরেতেও সংক্রামিত হয়। অক্টেভের বাসা-বাড়ী অক্টেভেরই মত একটু বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পর্দ্দার বুটিদার গোলাপী রঙের কাপড়ের রং জ্বলিয়া গিয়া ফ্যাকাসে হইয়া পড়িয়াছে; তাহার মধ্য দিয়া এখন একটু সাদাটে রঙের আলো আসে মাত্র। বড় বড় ফুলের তোড়া শুকাইয়া গিয়াছে। ওস্তাদের হাতের ভাল ভাল ছবি ফ্রেমে আবদ্ধ—সেই ফ্রেমের সোনালি ধার ধূলায় ক্রমশঃ লাল হইয়া গিয়াছে; অগ্নি-কুণ্ডের আগুন অবহেলাবশতঃ নিভিয়া গিয়াছে,

ছাইয়ের গাদা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে। ঝিনুকখচিত ও তাম্রমণ্ডিত দেয়াল-ঘড়ীর শোভা সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে; আছে মাত্র সেই টিক্ টিক্ শব্দ, যে শব্দ রোগীর কামরায় রোগীর দুর্যাপ্য সময় মৃদুস্বরে জানাইয়া দেয়। দরজাগুলার কপাটগুলা নিঃশব্দে বন্ধ হয়; দরজার পা-পোষের উপর ক্বচিৎ কখন কোন আগন্তুক অতিধীরে পাদক্ষেপ করে। এই ঠাণ্ডা ও অন্ধকার ঘরগুলায় ঢুকিবামাত্র আনন্দের হাসি যেন আপনা-আপনি আটকিয়া যায়; ঠাণ্ডা ও অন্ধকার হইলেও ঘরগুলায় আধুনিক ধরণের আসবাবের অপ্রতুল নাই। অক্তেভের ভৃত্য, একটা পালকের ঝাড়ু বগলে করিয়া হাতে একটা বারুকোষ লইয়া ঘরের মধ্যে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়ায়; স্থানটির স্বাভাবিক বিষণ্ণতা-প্রযুক্ত পরিশেষে সেই ভৃত্যও অজ্ঞাতসারে তাহার বাচালতা হারাইয়াছে। দেয়ালে মুষ্টি-যুদ্ধের সরঞ্জাম সকল টাঙ্গানো রহিয়াছে, কিন্তু দেখিলেই বুঝা যায়, বহুদিন যাবৎ তাহাতে হস্ত স্পর্শ হয় নাই। বইগুলা হস্তে লইয়া আবার ইতস্ততঃ ছড়াইয়া ফেলা হইয়াছে—এই সকল নিক্ষিপ্ত কেতাব আসবাবের উপরেই গড়াগড়ি যাইতেছে। একটা পত্রলেখা আরম্ভ হইয়াছে, কত মাসে যে তার শেষ হইবে, বলা যায় না; চিঠির কাগজখানায় হলদে রং ধরিয়াছে —উহা আফিস্-ডেক্সের উপর নীরব ভৎর্সনার মত বিরাজ করিতেছে। ঘরে লোক থাকিলেও ঘরগুলা মরুভূমির মত মনে হইতেছে। উহার মধ্যে যেন জীবন নাই। কবরের মুখ খুলিয়া দিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ কেহ ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার মুখের উপর একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা আসিয়া লাগে।

এই বিষাদময় আবাসগৃহে কোন রমণী এ পর্য্যন্ত পদনিক্ষেপ করে নাই। অক্তেভ এইখানেই বেশ আরামে বাস করিতেছে; এমন আরাম সে আর কোথাও পায় না; এই নিস্তব্ধতা, এই বিষণ্ণতা, এই এলো-মেলো

ভাব—ইহাই তাহার ভাল লাগে। জীবনের তুমুল আমোদ-কোলাহলে যোগ দিতে অক্টেভ ভয় করে;—যদিও কখন কখন এইরূপ আমোদ-আহ্লাদের মজলিসে মিশিতে সে চেষ্টা করিয়াছে। তার বন্ধুরা কখন কখন নিমন্ত্রণ-সভায় আমোদ-প্রমোদের সভায় তাকে জোর করিয়া লইয়া যাইত—কিন্তু সে সেই সব স্থান হইতে আরও বিষণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিত। তাই সে এই রহস্যময় বিষাদের সহিত আর এখন বুঝাবুঝি করে না। কাল কি হইবে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া ঔদাসীন্যের সহিত দিনগুলা কাটাইয়া দেয়। সে কোনপ্রকার মৎলব আঁটিত না,—ভবিষ্যতের প্রতি তাহার বিশ্বাস ছিল না। সে মৌনভাবে ভগবানের নিকট তার জীবনের ইস্তফা পাঠাইয়াছিল, আশা করিয়াছিল, এই ইস্তফা গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু তুমি যদি কল্পনা কর,—তার মুখ শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, চোখ কোটরে ঢুকিয়া গিয়াছে, রং মলিন হইয়া গিয়াছে, হাত-পা সরু হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বড়ই ভুল করিবে। চোখের পাতার নীচে অল্প-বিস্তর যেন পেত্‌লিয়া গিয়াছে, চোখের চারিধার একটু হলদে হইয়াছে; কপালের রগে নীল শিরা বাহির হইয়াছে,—লক্ষ্য করিলে এইমাত্রই পাইবে। কেবলমাত্র, চোখে আত্মার জ্যোতিঃ নাই, ইচ্ছা, আশা, বাসনা সমস্তই অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ তরুণ মুখে এরূপ মৃতবৎ দৃষ্টি বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; জ্বর-প্রভৃতি সাধারণ রোগের লক্ষণ দেখিয়া যত-না কষ্ট হয় উহার মুখ দেখিলে তাহা অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়।

এইরূপ বিষাদ-অবসাদে আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বে যাকে বলে "দিব্য সুশ্রী ছেলে," অক্টেভ তাহাই ছিল। বরং আরো কিছু বেশী। কোঁক্‌ড়া কোঁকড়া ঘন কালো চুল,—রেশমের মত নরম ও চিক্‌চিকে—কপালের দুই পাশে আসিয়া জমিয়াছে। টানা-টানা চোখ, মখমল-পেলব নেত্রপল্লব,

নীলাভ পক্ষ্মরাজি ঈষৎ বক্র; নেত্রদ্বয় কখন কখন একপ্রকার আর্দ্র জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত; বিশ্রামের সময় এবং কোন আবেগে উত্তেজিত না হইলে মনে হইত যেন উহা প্রাচ্যদেশীয় লোকের নেত্র। তার হস্ত অতি সুকুমার ও পদতল পাতলা ধনুবৎ বক্র ছিল। সে বেশ ভাল বেশ বিন্যাস করিত;—তাহার স্বাভাবিক রূপ-লাবণ্যের যাহাতে খোল্‌তাই হয় সেইরূপ পরিচ্ছদ সে পরিত; কিন্তু "ফিট্‌বাবু" হইবার দিকে তার কোন ঝোঁক্ ছিল না।

এমন তরুণবয়স্ক, এমন সুশ্রী, এমন ধনবান,—তার সুখী হইবার সব কারণই ছিল—তবে কেন সে এমন করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিতেছে? তুমি হয়ত বলিতে, আমোদ-প্রমোদের আতিশয্যে তাহার আমোদে অরুচি হইয়াছে কিংবা অস্বাভাবিক উপন্যাস পড়িয়া পড়িয়া তাহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সে কিছুই বিশ্বাস করে না; কিংবা নানাপ্রকার বদ্‌খেয়ালি করিয়া সে তাহার সমস্ত সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছে;—কিন্তু ইহার একটাও সত্য নহে। আমোদ-প্রমোদে সে বড় একটা যোগ দিত না, সুতরাং তাহাতে অরুচি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে নীরস-প্রকৃতিও ছিল না, কল্পনাপ্রবণও ছিল না, নাস্তিকও ছিল না, লম্পটও ছিল না, উড়ন-চণ্ডীও ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত অন্য যুবকদিগেরই মত সে পড়াশুনা ও ক্রীড়া-আমোদ লইয়াই থাকিত। তবে কেন যে তার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইল, তার কারণ কেহই বলিতে পারে না—চিকিৎসা-বিজ্ঞানও এই বিষয়ে হার মানিয়াছে। ইহার কারণ কি, স্বয়ং আমাদের নায়কই বলিতে পারে।

সাধারণ ডাক্তাররা এরূপ রোগের কথা কখন শুনে নাই। কেননা, এখনও পর্য্যন্ত চিকিৎসার কালেজে আত্মার 'শবচ্ছেদ' বা ব্যবচ্ছেদ ত কেহ করে নাই। সুতরাং আর কোন উপায় না দেখিয়া একজন

ডাক্তারের শরণাপন্ন হইতে হইল। অনেক দিন ভারতবর্ষে বাস করিয়া, তিনি সম্প্রতি সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি নাকি নানা উৎকট রোগ আশ্চর্য্যরকমে আরাম করেন।

অক্টেভ ভাবিল, অসাধারণ সূক্ষ্মবুদ্ধি প্রভাবে হয়ত এই ডাক্তার তাহার মনের গোপনীয় কথাটা ধরিয়া ফেলিবে, তাই এই ডাক্তারকে ডাকিতে সে ভয় করিতেছিল; অবশেষে তাহার জননীর কাতর অনুনয়ে ও নির্ব্বন্ধাতিশয্যে ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোকে সে ডাকিতে সম্মত হইল।

যখন ডাক্তার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন অক্টেভ একটা পালঙ্কের উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় ছিল। মাথার নীচে একটা বালিস, একটা বালিসের উপর কুনুইয়ের ভর, আর একটা বালিসে তার পা ঢাকা; সে একটা বই পড়িতেছিল কিংবা তার হাতে একটা বই ছিল মাত্র; কেননা, তার চোখের দৃষ্টি বইয়ের একটা পাতার উপর বদ্ধ থাকিলেও সে তাহা দেখিতেছিল না। তার মুখ ফ্যাকাসে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি —কোন বিশেষ অসুখের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শুধু উপর-উপর নজর করিলে যুবকটির কোন গুরুতর পীড়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না—কেননা গোল টেবিলের উপর ঔষধের শিশি, বড়ি, আরক, ঔষধের মাপগেলাস ইত্যাদি ঔষধালয়ের সরঞ্জামের বদলে এক বাক্স সিগারেট্ মাত্র রহিয়াছে। মুখে একটু ক্লান্তির ভাব থাকিলেও, নির্দ্দোষ মুখশ্রীর পুষ্প-সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে - কেবল গভীর দুর্ব্বলতা এবং চোখের হতাশ-ভাব ছাড়া স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের আর সব লক্ষণই রহিয়াছে।

অক্টেভ আর সর্ব্ব বিষয়ে যতই উদাসীন হো'ক্ না কেন, ডাক্তারের অদ্ভুত চেহারা তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ডাক্তারের রং 'রোদে-পোড়া' কপিল-বর্ণ। তাঁহার মাথার প্রকাণ্ড খুলিটা মুখকে যেন গ্রাস

করিয়া রহিয়াছে—মাথায় চুল নাই, তাহাতে মাথাটা আরও প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। এই নগ্ন করোটী হস্তিদন্তের মত মসৃণ,—উহার সাদা রংটা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কিন্তু উপরকার চর্ম্মাবরণ সৌরকরস্পর্শে রৌদ্রদগ্ধ হইয়া গিয়াছে। করোটী-অস্থির উঁচু-নীচু অংশগুলি খুব স্পষ্ট ও পরিস্ফুট। কেশ-বিরল মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে দুই তিন গুচ্ছ কেশ এখনো রহিয়াছে। কাণের উপর দুই গুচ্ছ এবং ঘাড়ের উপর এক গুচ্ছ। কিন্তু সব-চেয়ে ডাক্তারের চোখ দুটিই বেশী দৃষ্টি আকর্ষক।

মুখমণ্ডল বয়ঃপ্রভাবে একটু তাম্রবর্ণ, সৌরকরস্পর্শে রৌদ্রদগ্ধ, এবং বিজ্ঞানানুশীলনে উহার উপর গভীর রেখাপাত হইয়াছে; কেতাবের পাতার মত ভাঁজ পড়িয়া গিয়াছে; এই মুখের মধ্যে, চোখের দুটি নীলাভ স্বচ্ছ তারা জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে; তাহাতে কেমন একটা তাজাভাব ও তারুণ্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। মনে হয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শিক্ষিত কোন যাদু-মন্ত্রে, যেন শবের মুখের উপর তরুণ বালকের চোখ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই ডাক্তারের পোষাক সেকেলে ডাক্তারি পোষাকের মত। কালো কাপড়ের কোর্ত্তা ও পাজামা, কালো রঙের ফতুই, কামিজের উপর একখণ্ড বড় হিরা;—এই হিরক-খণ্ডটি বোধ হয় পুরস্কারস্বরূপ কোন রাজা বা নবাবের নিকট পাইয়া থাকিবেন। পরিচ্ছদ গায়ে 'ফিট্' হইয়া বসে নাই—কাপড়-ঝুলাইবার কাষ্ঠদণ্ডের উপর যেন ঝুলিতেছে। দেহের এই অসাধারণ শীর্ণতা যে শুধু ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে ঘটিয়াছে তাহা নহে। গুপ্ত বিদ্যায় দীক্ষিত হইবার উদ্দেশে বালখাজার শেরবোনো সন্ন্যাসীদের ন্যায় দীর্ঘকালব্যাপী উপবাস করিতেন, যোগী-দিগের নিকট চারিটা প্রজ্জ্বলিত অনলশিখার মধ্যে মৃগচর্ম্মের উপর বসিয়া থাকিতেন।

কিন্তু এইরূপ মেদমাংসক্ষয়ে তাঁর শরীর দুর্ব্বল হয় নাই। তাঁর হাতের পেশীবন্ধনগুলি বেহালার তারের মত বেশ দৃঢ়বদ্ধ ও সটান ভাবে প্রসারিত।

অক্টেভের অঙ্গুলীনির্দ্দেশে ডাক্তার পালঙ্কের একপাশে একটা নির্দ্দিষ্ট কেদারায় হাঁটু দুমড়াইয়া বসিলেন—মনে হয়, এই ভাবে মাদুরের উপর বসাই তাঁর চির-কেলে অভ্যাস। এইরূপ উপবিষ্ট হইয়া ডাক্তার শেরবোনো আলোর দিকে পিঠ ফিরাইলেন; এই আলো পূরাপুরী রোগীর মুখের উপর পড়িয়াছে। এই সংস্থানটি পরীক্ষার অনুকূল। বিশেষতঃ যে ব্যক্তির অপরকে দেখিবার কৌতূহল আছে, অথচ নিজেকে দেখা দিতে চাহে না তার পক্ষে এইভাবে বসাই সুবিধা। যদিও ডাক্তারের মুখ ছায়াচ্ছন্ন ছিল এবং তাঁর সাম্‌রোথের ডিমের মত গোলাকার চক্‌চকে মাথার খুলির উপর একটিমাত্র সূর্য্যরশ্মি পড়িয়াছিল, তথাপি অক্টেভ দেখিতে পাইল তাঁর নীল চোখের দুটি তারা হইতে যেন ফস্‌ফরস্‌ময় পদার্থের মত স্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হইতেছে।

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন; তারপর বলিলেন;—"দেখুন মহাশয়, আমি দেখ্‌ছি আপনার এ রোগ আমাদের চলিত নিদান-শাস্ত্রের রোগ নয়; যে সব রোগের স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আছে,—যা দেখে চিকিৎসকেরা রোগ আরাম করে কিংবা আরও খারাপ করে, সেই তালিকাভুক্ত রোগ এ নয়। আমি আপনার নিকট একটুকরা কাগজ চেয়ে তাতে সাঙ্কেতিক হিজিবিজি অক্ষর লিখে আপনাকে দেব, আর আপনার চাকর ঝাঁ-করে পাশের দাওয়াইখানা থেকে কতকগুলি মার্কামারা শিশি নিয়ে আস্‌বে—এস্থলে সে-সব চল্‌বে না।" অনাবশ্যক ঔষধপত্র হইতে রেহাই পাওয়ায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনচ্ছলে অক্টেভ মৃদু মৃদু হাসিল।

আবার ডাক্তার বলিতে আরম্ভ করিলেন ;—"আপনি অত শীঘ্র খুসি হবেন না ; কেন না, আপনার যে রোগ তা হৃৎপিণ্ডের অতিবৃদ্ধিও নয়, ফুস্‌ফুসের দুষ্ট স্ফোটকও নয়, পৃষ্ঠদণ্ডস্থ মজ্জার কোমলতাও নয়। হাতটা দেখি।" ডাক্তার ঘড়ী ধরিয়া নাড়ী দেখিবেন মনে করিয়া অক্টেভ স্বকীয় আলখাল্লার আস্তিনটা সরাইয়া হাত বাড়াইয়া দিল। হাতের কব্জিতে কিরূপ স্পন্দন হইতেছে তাহা না দেখিয়া ডাক্তার কাঁক্‌ড়ার দাঁড়ার মত অঙ্গুলীবিশিষ্ট তাঁর থাবার মধ্যে, অক্টেভের সরু নীলশিরা-বিশিষ্ট আর্দ্র হস্তটি জাপটিয়া ধরিয়া, উহা টিপিতে লাগিলেন, দলিতে লাগিলেন, মলিতে লাগিলেন, পরীক্ষা-পাত্রের সহিত চুম্বক-আকর্ষণের যোগ স্থাপনের জন্য যেন ঐ-সব প্রক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ঔষধপত্রে বিশ্বাস না করিলেও, এই-সব প্রক্রিয়ায় অক্টেভের একপ্রকার উৎকট অনুভূতি হইতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল যেন ডাক্তার এইরূপে তার আত্মাকে নিংড়াইয়া বাহির করিতেছেন, তার গণ্ডস্থল হইতে রক্ত একেবারে অন্তর্হিত হইল।

যুবকের হাত ছাড়িয়া দিয়া ডাক্তার বলিলেন :—"আপনি ততটা মনে করচেন না, কিন্তু আসলে আপনার অবস্থা খুবই গুরুতর ; বিজ্ঞান, —অন্ততঃ এখনকার প্রচলিত চিকিৎসা-শাস্ত্র এর কোনই প্রতিকার করতে পারবে না ; আপনার আর বাঁচ্‌বার ইচ্ছা নাই ; আপনার আত্মা অলক্ষিতে আপনার শরীর থেকে বিমুক্ত হচ্ছে। এ আপনার 'হিপকণ্ড্রিয়া'ও নয়, 'লিপমেনিয়া'ও নয়, আত্মহত্যা-প্রবণতাও নয়—না, এ-সব কিছুই না। এ রকম রোগ অতি বিরল ও বড়ই কৌতুকাবহ। আমি যদি এর প্রতিবিধান না করি, তা'হলে আপনি বেমালুম মারা যাবেন—অভ্যন্তরে কি বাহিরে, কোন বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাবে না। আমাকে ডাকবার এই ঠিক সময় ; কেননা এখন আপনার আত্মা

আপনার শরীরের মধ্যে একটি সূত্র অবলম্বন করে রয়েছে ; আমরা এখন এই সূত্রে একটি দৃঢ় গ্রন্থি বেঁধে দেব।" এই কথা বলিয়া ডাক্তার আনন্দে হাতে হাত ঘসিতে লাগিলেন, মৃদু হাসির মুখভঙ্গি করিতে লাগিলেন— এইরূপ চেষ্টায় তাঁর মুখের বলি-রেখাগুলা অসংখ্য ভাঁজের আবর্ত্ত রচনা করিয়া তুলিল।

অক্টেভ বলিল :—"ডাক্তার-মশায়, আমি জানিনে আপনি আমাকে সারাতে পারবেন কি না, সেরে উঠতে আমার ইচ্ছাও নাই—কিন্তু এ কথা আমি কবুল করচি যে, আপনি এক আঁচড়েই রহস্যটা ভেদ করে-ছেন। আমার শরীরটা যেন ঝাঁঝরি হয়ে পড়েছে ; ঝাঁঝরির ছিদ্র দিয়ে যেমন জল বেরিয়ে যায়, সেইরকম আমার আমিটা আমার শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে - আমি যেন একটা অসীম বিরাটের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছি,... কোন্ রসাতলের গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছি, তা বুঝ্‌তে পারচি নে। মূক-অভিনয়ের মত যতটা পারি দৈনিক জীবনের কাজ সবই করে যাচ্ছি, পাছে আমার পিতামাতার মনে কষ্ট হয়। কিন্তু এই জীবনটা যেন আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছে—কোন কোন মুহূর্ত্তে মনে হয় যেন আমি মনুষ্যলোক থেকে বেরিয়ে গিয়েছি। আগেকার মতই আমি যাওয়া-আসা করচি, যে মনের আবেগে পূর্ব্বে যাওয়া-আসা করতাম, সেই যন্ত্রবৎ আবেগটা এখনো রয়ে গেছে, কিন্তু যাই করি না কেন, আমার কোন কাজেই আমি নিজে যেন যোগ দিই না। আমি সময়মত খেতে বসি, লোকে দেখ্‌লে মনে করবে আমি সচরাচর লোকের মতই পান-আহার করচি ; কিন্তু যতই কেন মুখরোচক খাদ্য আমাকে দেওয়া হোক্ না— আমার তাতে আদপে রুচি হয় না, সূর্য্যের আলো আমার কাছে চাঁদের আলোর মত ফ্যাকাসে বলে মনে হয় ; আর বাতির আলোর শিখা আমার চোখে কালো দেখায়। গ্রীষ্মকালের খুব গরম দিনে আমার

শীত করে, কখন কখন আমার ভিতরে যেন একটা মহা নিস্তব্ধতা আসে, মনে হয় যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা আর স্পন্দন করচে না; এবং যেন কোন অজ্ঞাত কারণে আমার শরীরের ভিতরকার যন্ত্রগুলা রুদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থাটা মরণ থেকে যে বিশেষ তফাৎ তা আমার মনে হয় না—যদি কিছু তফাৎ থাকে, তা সে মৃতেরাই হয়ত বল্‌তে পারে।"

ডাক্তার আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"আপনার এই রোগ সম্পূর্ণ নৈতিক, এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়। চিন্তা এমন একটা শক্তি যা প্রুসিক অ্যাসিডের মত, -লাইড্‌-বোতল-নিঃসৃত স্ফুলিঙ্গের মতই মারাত্মক;—যদিও চিন্তাজনিত ক্ষতিগুলা সচরাচর বিজ্ঞান-ব্যবহৃত বিশ্লেষণের দ্বারা ধরা যায় না। আমাকে বলুন দিকি, কোন্ দুঃখের শেলে আপনার যকৃৎ বিদ্ধ হয়েছে? কোন্ গুপ্ত উচ্চাভিলাষের কোন্ উচ্চ শিখর হতে আপনার এই দারুণ পতন হয়েছে? কোন্ নৈরাশ্যের তিক্ত তৃণ আপনি অবিরাম রোমন্থন করচেন? প্রভুত্বের তৃষায় আপনি কি কষ্ট পাচ্চেন? মানুষের যা সাধ্যাতীত এরূপ কোন সংকল্প আপনি কি স্বেচ্ছাক্রমে ত্যাগ করেছেন?—কিন্তু ত্যাগের বয়স আপনার এখনো ত আসে নি। কোনও রমণী কি আপনাকে প্রবঞ্চনা করেছে?"

অক্টেভ উত্তর করিলেন:—"না, ডাক্তার, সে সৌভাগ্যও আমার ঘটে নাই।"

ডাক্তার বলিলেন:—"যাই বলুন না কেন, আপনার ঐ নিষ্প্রভ চোখের মধ্যে, আপনার শরীরের নিরুৎসাহ গতিভঙ্গির মধ্যে, আপনার কণ্ঠস্বরের চাপা আওয়াজের মধ্যে,—সেক্‌স্‌পিয়ারের একটা নাটকের নাম এমন স্পষ্টরূপে পড়তে পারচি, যেন ঐ নামটি মরক্কো-চর্ম্মে বাঁধানো নাট্য-গ্রন্থের পৃষ্ঠে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে।"

—"নাটকটির নাম কি? সেক্‌স্‌পিয়ারের কোন্ নাটকটি নাজানি

আমি অজ্ঞাতসারে অনুবাদ করেছি ?”—এইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও অক্টেভের কৌতূহল জাগিয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—“সেই নাটকের নাম Love's Labour's Lost”—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণের সহিত এই ইংরাজি নামটি বলিলেন যে, মনে হয় যেন উনি বহুকাল ইংরেজ-অধিকৃত ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন।

অক্টেভ বলিল :—“উহার ভাবার্থ বুঝি ‘নিরাশ প্রেমের যন্ত্রণা’ ?”

ডাক্তার :—“ঠিক্ ঐ অর্থ।”

অক্টেভ আর কোন উত্তর করিল না ; তার কপাল ঈষৎ রক্তিম হইয়া উঠিল—মুখের সহজভাব রক্ষা করিবার চেষ্টায় তার আলখাল্লা-লম্বমান বন্ধন রজ্জু লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। ডাক্তার আসন-পিঁড়ী হইয়া, হাতে পা ধরিয়া, প্রাচ্যদেশীয় প্রথা অনুসারে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নীলবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টি অক্টেভের চক্ষুর উপর নিবদ্ধ হইল। তার পর, সগর্ব্ব অথচ মধুর দৃষ্টিতে তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন :—“এসো, এইবার আমার কাছে তোমার মনোদ্বার খুলে দেও—আমি তোমার ডাক্তার, তুমি আমার চিকিৎসাধীন। আর যেমন ক্যাথলিক পাদ্রি, অনুতাপী ব্যক্তিকে বলে, তেমনি আমি তোমাকে বল্‌চি—সব কথা আমার কাছে খুলে বল। কিছুই লুকিও না। তবে, আমার কাছে তোমাকে নতজানু হয়ে বস্‌তে হবে না।”

—“ওতে কি লাভ ? ধরে নেওয়া যাক্, আপনি আমার অবস্থাটা ঠিক্ বুঝেছেন, কিন্তু আমার কষ্টের কথা সমস্ত আপনার কাছে খুলে বল্লে আমার ত কোন সান্ত্বনা হবে না। আমার যে কষ্ট তা বাক্যের অতীত—কোনও মানব-শক্তিই—এমন কি আপনিও তার প্রতিকার করতে পারবেন না।” আরও খানিকক্ষণ ধরিয়া গোপনীয় কথাগুলা শুনিতে

হইবে মনে করিয়া ডাক্তার আপনার আসনে আরো গট্ হইয়া বসিলেন এবং উত্তরে এইমাত্র বলিলেন—“সম্ভব”।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—“আমি চাই না, আপনি আমাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ ও একগুঁয়ে মনে করেন। আমি মৌন থাক্‌লে এই কথা বল্‌বার আপনি অবসর পাবেন যে, “সব কথা খুলে বল্লে আমি লোকটাকে বাঁচাতে পারতাম”, সে অবসর আমি আপনাকে দিতে চাই নে। আপনার এই বিশ্বাস যে, আপনি আমাকে সারাতে পারবেন, আচ্ছা তা'হলে আমার আত্মকাহিনী আপনাকে বল্‌চি, শুনুন। আপনি যখন মোদ্দা কথাটা ঠিক্ অনুমান করেছেন, তখন খুঁটিনাটি নিয়ে আপনার সঙ্গে আর ঝগড়া করব না। আমার এই বিবরণে কোন অদ্ভুত ব্যাপার কিংবা রোম্যান্টিক ব্যাপার প্রত্যাশা করবেন না। আমার জীবনের যে ঘটনা তা খুব সাদাসিধা, খুব সাধারণ খুব সচরাচর। কিন্তু, কবি হেন্‌রি-হৈনের একটা গানে আছে যে,

যার তা' ঘটে, তার কাছে তা নিতুই নূতন,
সেই আঘাতে চুর হয় তার হৃদি তনু মন।

আসল কথা, যে ব্যক্তি গল্পের দেশে, কল্পনার দেশে এতদিন কাটিয়েছেন, তাঁর কাছে একটা নিতান্ত গ্রাম্য ধরণের কাহিনী বল্‌তে আমার লজ্জা বোধ হয়।

ডাক্তার একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন :—“ওহে, যা খুব সাধারণ তাই আমার কাছে অসাধারণ”—

—“সত্যি ডাক্তার, আমি প্রেমের যন্ত্রণাতেই মারা যাচ্চি।”

২

১৮৪—সালে, গ্রীষ্মের শেষভাগে, ফ্লরেন্স-নগরে আসিয়া পড়িলাম। আমার হাতে কিছু সময় ছিল, কিছু অর্থ ছিল, আর কতকগুলি সুপারিস-পত্র ছিল। আমি তখন খোষ-মেজাজী যুবাপুরুষ; আমোদ ভিন্ন আর কিছুই চাইতাম না। আমি এক পান্থশালায় আড্ডা করিলাম, একটা ফিটেন গাড়ী ভাড়া করিলাম। বিদেশীর কাছে যার একটা মোহ আছে, আকর্ষণ আছে—এখানকার সেই নাগরিক জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে দেখিতে যাইতাম কোন এক গির্জ্জা, কোন রাজপ্রাসাদ, কোন চিত্রশালা বেশ ধীরে-সুস্থে,—কিছু মাত্র ত্বরা না করিয়া। আর্টের অতিভোজনে, আমার ভিতরে আর্টের অগ্নিমান্দ্য আনিতে দিই নাই। যে-সব ভ্রমণকারীরা ওস্তাদের হাতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ রচনা তাড়াতাড়ি দেখিতে চায়, তাদের প্রায়ই শেষে আর্টে অরুচি ও বিতৃষ্ণা জন্মে। আমি কখন এটা, কখন ওটা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু একদিনে একটার বেশী দেখিতাম না। তারপর কোন হোটেলে আসিয়া, প্রাতর্ভোজনস্বরূপ এক পেয়ালা বরফে-জমানো কাফি খাইতাম, চুরোট্ ফুঁকিতাম, খবরের কাগজগুলায় চোখ বুলাইয়া যাইতাম, এবং পাশের দোকানে সুন্দরী ফুল-ওয়ালীর হাতের রচিত একটি ছোট পুষ্পগুচ্ছ ক্রয় করিয়া কোর্ত্তার বোদামের ছিদ্রে তাহা গুঁজিয়া, দিবানিদ্রা সেবনের জন্য বাড়ী ফিরিতাম। "ক্যাসিনে"তে আমাকে লইয়া যাইবার জন্য বেলা ৩টার সময় আমার গাড়ী আসিয়া হাজির হইত। আমি "ক্যাসিনে"তে যাইতাম। প্যারিস্-নগরে যেরূপ সৌখীন বেড়াইবার স্থান "বোয়া-দে-

বুলং", ফ্লরেন্স নগরে সেইরূপ "ক্যাসিনে"। শুধু তফাৎ এই, এখানে সকলেই পরস্পরকে চেনে। সেইখানে একটা গোলাকার পরিসরের মধ্যে অনাবৃত আকাশ-তলে, একটা যেন বড় রকমের বৈঠকখানা গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং আরাম-কেদারার বদলে কেবল বহুতর গাড়ী রহিয়াছে। গাড়ীগুলা সেখানে দাঁড়াইয়া থাকে অর্দ্ধ-চক্রাকারে। জাঁকালো বেশ-ভূষায় ভূষিতা মহিলাগণ গাড়ীর গদির উপর অর্দ্ধশায়িত থাকিয়া স্বকীয় প্রণয়ীদিগকে, প্রণয়-প্রার্থীদিগকে, কুল-বাবুদিগকে, বিদেশী রাজদূতদিগকে আদর অভ্যর্থনা করেন। এবং ঐ সকল লোক গাড়ীর পায়-দানীতে টুপি রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। আপনিও ত একথা জানেন যে,—সায়াহ্নে যেরূপ আমোদ-প্রমোদ হইবে, তাহার মৎলব ঐখানেই আঁটা হয়, ঐখানেই সঙ্কেত স্থানের নির্ণয় হয়, ঐখানেই পরস্পরের মধ্যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলে, পরস্পরের মধ্যে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ হয়। এ একরকম প্রমোদ-বাজার বলিলেও হয়। সুন্দর বৃক্ষচ্ছায়ায়, অতীব রমণীয় আকাশ-তলে, বেলা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত এই বাজার বসে। যার একটু অবস্থা ভাল, তার এখানে প্রতিদিন একবার না আসিলেই নয়—আসিতে যেন সে বাধ্য। আমিও এই নিয়মের অন্যথা করিতাম না। তারপর সায়াহ্নে, ভোজনের পর, কোন বিদুষী নারীর বৈঠকখানায়, কিংবা কোন ভাল গায়িকার গান শুনিবার জন্য "পের্গোলা" নাট্যশালায় যাইতাম।

এইরূপে আমার জীবনের কয়েক মাস অতি সুখে কাটিয়াছিল; কিন্তু এই সুখের দিন স্থায়ী হইল না। একদিন একটা খুব জাঁকালো খোলা গাড়ী "ক্যাসিনে"তে আসিয়া দাঁড়াইল; গাড়ীটা বার্ণিসে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, উহার গায়ে কুলমর্য্যাদাসূচক চিহ্ন অঙ্কিত; গাড়ীতে দুই তেজী ঘোড়া যোতা। অশ্বযুগলের তাঁবার সাজ। সহিস্-কোচম্যানের জাঁকালো উর্দ্দিপোষাক; গাড়ী-দরজার হাতল হইতে যেন বিজলি

ছুটিতেছে। সকলেরই দৃষ্টি ঐ জাঁকালো গাড়ীটার উপর নিবদ্ধ। বালু-ভূমির উপর একটা সুবক্র রেখা কাটিয়া গাড়ীটা অন্য গাড়ীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বুঝিতেই পারিতেছেন, গাড়ীটা খালি ছিল না; কিন্তু গতির দ্রুততা বশতঃ আর কিছুই ঠিক লক্ষ্য হইতেছিল না—কেবল, সাম্‌নের গদির উপর একযোড়া ক্ষুদ্র বুট্-জুতা প্রসারিত,—শালের একটা বৃহৎ ভাঁজ, এবং মাথার উপর সাদা রেশমের ঝালোর-ওয়ালা একটা ছাতা—ইহাই কেবল দেখা যাইতেছিল। ছাতাটা এইবার বন্ধ হইল, আর অমনি, একটি অনুপমা রূপবতী নারী চারিদিকে সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া লোকের নয়নপথে পতিত হইল। আমি অশ্বারূঢ় ছিলাম। তাই বিধাতার এই শ্রেষ্ঠ নারী-রচনার কোন খুঁটিনাটিই আমার চোখ এড়ায় নাই। রূপালি সবুজশাড়ী, সবুজ হইলেও ধব্‌ধবে মুখের রং এর পাশে কালো বলিয়া মনে হইতেছিল। জরির ফুল-কাটা সাদা রেশমের একটা বড় ওড়নার ছোট ছোট ভাঁজে ভিতরের পরিচ্ছদ আবৃত রহিয়াছে। অলঙ্কারের মধ্যে হাতে একটি সোনার বালা; এবং সেই হাতে রমণী ছাতার হস্তিদন্তের হাতলটি ধরিয়া আছে।

"কাপুড়ে-দোকানদারের মত আমি যে বেশভূষার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিতেছি, ডাক্তার-মশায়, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবেন; কেননা প্রেমিকের চোখে এই সব ছোটখাটো স্মৃতির গুরুত্ব খুবই বেশী। তার ললাটদেশ তুষার-শুভ্র; তার নেত্রপল্লবের দীর্ঘ পক্ষ্মরাজিতে তার নীলাভ চক্ষু অর্দ্ধ আচ্ছন্ন।—যে গোলাপ কোকিলের প্রেমালাপে বা প্রজাপতির চুম্বনে লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠে, সেই সঙ্কোচ-নম্র সুকুমার সাদা গোলা-পের ন্যায় তার পেলব গালদুটি। কোন মানব চিত্রকরের পক্ষে তার মুখবর্ণের নকল করা অসম্ভব; তার মাধুর্য্য, তার অপার্থিব স্বচ্ছতা—তার সুকোমল আভা আমাদের স্থূল শরীরের রক্ত হইতে কখনই উৎপন্ন

হইতে পারে না, এবং যা কিছু আভাস পাওয়া যায় সে কেবল তরুণ অরুণ-রাগের মধ্যে, কিংবা কোন স্বচ্ছ গোলাপী বস্ত্রাবৃত অমল-ধবল পাষাণ-প্রতিমা হইতে বিচ্ছুরিত রমণীয় বর্ণের আভায়।

"রোমিও যেমন জুলিয়েটকে দেখিয়া রোজালিণ্ডকে ভুলিয়াছিল, সেইরূপ আমি, সৌন্দর্য্যের চরম-উৎকর্ষ এই নারীমূর্ত্তি দেখিয়া আমার পূর্ব্বকার সমস্ত প্রেম-ভালবাসা বিস্মৃত হইলাম। আমার হৃদয় গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলিতে পূর্ব্বমুদ্রিত সমস্ত অক্ষর বিলুপ্ত হইয়া যেন একেবারে সাদা হইয়া গেল। সচরাচর লঘুহৃদয় যুবাদিগের ন্যায় কেমন করিয়া আমি পূর্ব্বে ইতর নারীদিগের রূপে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, এখন তাহা বুঝিতেই পারিতেছি না। আমার মনে হইতে লাগিল, আমার অন্তর্দেবতার যেন আমি অবমাননা করিয়াছি। এই প্রাণঘাতী সাক্ষাৎকার হইতে আমার জীবনে নূতন দিনের আরম্ভ হইল।

"দীপ্তিময়ী নারী-মূর্ত্তিকে লইয়া গাড়ীখানা "ক্যাসিনে" ছাড়িয়া, আবার সহরের রাস্তা ধরিল। আমার ঘোড়া লইয়া আমি এক তরুণ বয়স্ক রুস্ ভদ্রলোকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ইনি একজন সৌখীন ভ্রমণকারী, য়ুরোপের সমস্ত নগরের সৌখীন মজলিসে ইঁহার খুব গতিবিধি আছে—বড় ঘরের লোকদের ইতিহাস ইনি সমস্তই অবগত আছেন। ইঁহার নিকটে আমি এই বিদেশিনীর কথা পাড়িলাম। কথায় কথায় জানিলাম ইনি কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্স্কা; ইনি লুথানিয়া-বাসিনী, মহদ্‌বংশোদ্ভবা ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইঁহার স্বামী কাকেশিয়া প্রদেশে দুই বৎসর হইতে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

আপনাকে বলা বাহুল্য, কৌণ্টেসের দর্শন লাভের জন্য আমার অনেক কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল; কেননা স্বামী প্রবাসে থাকায় তিনি কাহারও সহিত বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ করিতেন না।

যাহা হউক আমি অবশেষে সাক্ষাৎকারের অনুমতি পাইলাম। রাজ-পরিবারের দুই চারজন বৃদ্ধা বিধবা ও চারজন বৃদ্ধা ব্যারন্-পত্নী আমার হইয়া জবাবদিহী গ্রহণ করিলেন।

"কৌণ্টেস্ লাবিনস্কা একটা জমকালো বাগান-বাড়ী ভাড়া করিয়া-ছিলেন—প্রাচীন প্রাসাদ,—ফ্লরেন্স হইতে তিন মাইল দূরে। প্রাচীন প্রাসাদের কঠোর গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কৌণ্টেস্ আরাম-প্রদ সমস্ত আধুনিক সাজসজ্জা ও আসবাবে বাড়ীটিকে সজ্জিত করিয়া-ছিলেন। সেকালের লোহার পতর-মারা বড় বড় দরজা একালের সূচাগ্র খিলানের সহিত বেশ মানানসইভাবে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে; আরাম-কেদারা ও সেকেলে ধরণের আসবাব সকল, কাঠের কারুকার্য্যে কিংবা ম্লানাভ 'ফ্রেস্‌কো'-চিত্রে আচ্ছন্ন দেওয়ালের সহিত বেশ সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া স্থাপিত হইয়াছে। কোন নূতন-টাটকা বা উজ্জ্বল রঙে চক্ষু পীড়িত হয় না; এক কথায় বর্ত্তমান, অতীতের সহিত মিলিত হইয়া একটুও বেসুরো বাজিতেছে না।

"যেমন আমি কৌণ্টেসের দীপ্তিময়ী সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, তেমনি আবার কয়েকবার দর্শনলাভের পর তাঁহার বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আরও বিস্ময়স্তম্ভিত হইলাম। ওরূপ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বতঃ-প্রসারিণী বুদ্ধি সচরাচর দেখা যায় না। যখন তিনি কোন চিত্তাকর্ষক বিষয় সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকেন, তখন যেন তাঁর সমস্ত আত্মা ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখা দেয়। অন্তঃপ্রভ কোন দীপের আলোকে আলোকিত অমল-ধবল মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায় তাঁর বর্ণের শুভ্রতা। কবি দান্তে স্বর্গের শোভাসৌন্দর্য্য বর্ণনা করিবার সময় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁর বর্ণের আভায় 'ফস্‌ফরিক' স্ফুলিঙ্গচ্ছটা ও আলোক-কম্পন যেন পরিলক্ষিত হয়। মনে হয় যেন কোন দেবী স্বর্গলোক হইতে মর্ত্ত্যে

নামিয়া আসিয়াছেন। আমার চোখ ঝলসাইয়া গেল; আমি আত্মহারা ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সৌন্দর্য্য-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া, তাঁর মুখনিঃসৃত বাক্যের মধুর সঙ্গীতে বিমুগ্ধ হইয়া, উত্তর দেওয়া যখন নিতান্ত আবশ্যক হইত, তখন আমি থতমত খাইয়া আম্‌তা-আম্‌তা করিতে করিতে কতকগুলি অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলিতাম, তাহাতে আমার বুদ্ধি-সম্বন্ধে তাঁর খুব হীন ধারণাই হইত সন্দেহ নাই। কখন কখন আমার থতমত ভাব ও নির্ব্বুদ্ধিতার কথা শুনিয়া একটি গোলাপ-রক্তিম আলোকরশ্মির ন্যায় তাঁর সুন্দর ওষ্ঠাধরের উপর সুহৃৎ-সুলভ সদয় উপহাসরঞ্জিত মৃদুমধুর একটু হাসির রেখা অলক্ষিতে দেখা দিত।

"আমার প্রেমের কথা এখনও পর্য্যন্ত আমি বলি নাই; তাঁহার সম্মুখে আমি চিন্তাহীন, বলহীন, সাহসহীন হইয়া পড়িতাম; আমার বুক ধড়াস ধড়াস করিত, যেন হৃৎপিণ্ডটা আমার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া আমার হৃদয়রাণীর পদতলে গিয়া লুটাইয়া পড়িবে। কতবার উঁহার নিকট আমার মনোভাব প্রকাশ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম, কিন্তু একটা অনিবার্য্য ভীরুতা আসিয়া আমাকে আটকাইয়া রাখিল। তাঁহার মুখে আমার প্রতি একটু ঔদাস্য বা অপ্রসন্নভাব কিংবা একটু ঢাকাঢাকির ভাব লক্ষ্য করিলে আমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া যাইত, অথবা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যাইত। কিছুই না বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িতাম; বাহির হইবার সময় দরজা যেন হাতড়াইয়া পাইতাম না, মাতালের মত টলিতে টলিতে সিঁড়ি দিয়া নামিতাম।

"বাহির হইয়া আসিবার পর আমার বুদ্ধি-বৃত্তি যেন আবার ফিরিয়া আসিত এবং তখন প্রজ্জ্বলন্ত প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিয়া আকাশ ফাটাইয়া দিতাম, খুব আবেগের সহিত আমার অনুপস্থিত হৃদয়-পুত্তলীর নিকট আমার শত শত প্রেমের নিবেদন জানাইতাম। এই সব হৃদয়-

উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার পর মনে হইত, এইবার বুঝি আমার রাণী স্বর্গ হইতে আমার নিকটে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন ; তখন দুই বাহু দিয়া কতবার তাঁকে আমার বক্ষের উপর আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"কৌণ্টেস্ আমার মনকে এতটা অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন যে, 'প্রাস্কোভি লাবিন্স্কা' এই নামটি আমি মন্ত্রের মত দিবারাত্র জপ করিতাম। এই নামে যে কি অপূর্ব্ব সুধা আছে, তাহা বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। জপ করিবার সময় 'প্রাস্কোভি লাবিন্স্কা' এই নামটি কখন বা মুক্তা দিয়া, কখনও বা ধীরে ধীরে পুষ্পমালার আকারে গাঁথিতাম, কখন বা ভক্তসুলভ বাক্য-প্রচুর অসংযত ভাষায় ঐ নাম তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিতাম। আবার কখন কখন উৎকৃষ্ট কাগজের উপর, নানাপ্রকার ছাঁদের বর্ণের রেখা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তাঁহার নাম সুন্দর করিয়া লিখিতাম, তারপর ঐ লিখিত নামের উপর বার বার আমার লেখনী বুলাইতাম। কৌণ্টেসের সহিত আবার যতক্ষণ না সাক্ষাৎ হইত, ততক্ষণ এই সুদীর্ঘ বিরহ-কাল এইরূপেই কাটাইতাম। আমি পুস্তকপাঠে কিংবা কোন কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। প্রাস্কোভি ছাড়া আর আমার কোন বিষয়েই ঔৎসুক্য ছিল না, এমন কি দেশ হইতে যে চিঠি পত্র আসিত, তাহা না খুলিয়াই ফেলিয়া রাখিতাম। অনেকবার এই অবস্থা হইতে বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, ভালবাসিয়াই তুষ্ট ছিলাম, ভালবাসার কোন প্রতিদান চাহি নাই, শুধু তাঁর গোলাপ-রক্তিম অঙ্গুলি-প্রান্ত, আমার ওষ্ঠযুগল আল্‌গোচে যদি একটিবার চুম্বন করিতে পারে, ইহাই আমার চূড়ান্ত বাসনা ও স্বপ্নের জিনিস ছিল, ইহার অধিক আশা করিতে আমি সাহসী হই নাই। মধ্যযুগে ভক্তের 'ম্যাডোনার' নিকট

নতজানু হইয়া যেরূপ একান্তমনে ভক্তিভরে পূজা করিত, তাহা অপেক্ষা আমার এই পূজা-অর্চ্চনা কোন অংশেই কম ছিল না।"

ডাক্তার শের্‌বোনো, অক্টেভের কথা খুব মনোযোগের সহিত শুনিতে-ছিলেন। কেন না, তাঁর নিকট অক্টেভের এই আত্ম-কাহিনী শুধু একটা রোম্যান্টিক গল্প নহে। অক্টেভের কথার বিরাম হইলে, ডাক্তার মনে মনে এইরূপ ভাবিতে ছিলেন, "যা দেখ্‌ছি, এ-তো স্পষ্ট প্রেম-বিকারের লক্ষণ; এ এক অদ্ভুত রোগ, কেবল একবার মাত্র এই রকম রোগ আমার হাতে এসেছিল; চন্দননগরে এক ডোম-রমণী কোন ব্রাহ্মণের প্রেমে পড়ে, বেচারী সেই প্রেম-রোগেই মারা যায়; কিন্তু সে ছিল অসভ্য বুনো, আর ইনি হচ্চেন সভ্যজাতীয় লোক, আমি নিশ্চয়ই একে ভাল করতে পারব।" এই অবান্তর চিন্তাটা থামিয়া গেলে, ডাক্তার হাতের ইসারায় অক্টেভকে আবার আত্ম-কাহিনী আরম্ভ করিতে আদেশ করিলেন। তার পর পা ও হাঁটু দুম্‌ড়াইয়া, হাঁটুর উপর চিবুক রাখিয়া, ফড়িং-এর মত পা মেলিয়া ডাক্তার অবহিত হইয়া শুনিতে লাগিলেন। যদিও এই ভাবে বসা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কিন্তু মনে হয়, বসিবার এই ভঙ্গীই ডাক্তারের বেশ অভ্যস্ত।

অক্টেভ আবার বলিতে আরম্ভ করিল :—"আমার এই গুপ্ত মনো-বেদনার খুঁটিনাটি বর্ণনা করিয়া আর আপনাকে বিরক্ত করিব না। একদিন, কৌণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অদম্য বাসনা দমন করিতে না পারিয়া, আমি যে সময়ে সচরাচর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইতাম, তাহার কিছু আগেই গেলাম; সে সময়ে দিনটা ঝোড়ো ও বাষ্পভারাক্রান্ত ছিল। আমি রাণীকে তাঁর বৈঠকখানায় দেখিতে পাইলাম না। পাতলা পাতলা থামে পরিবৃত দ্বার-প্রকোষ্ঠে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন, উহার সম্মুখেই একটা অলিন্দ; এই অলিন্দের উপর

দিয়া উদ্যানে নামিতে হয়। তিনি তাঁর পিয়ানো, একটা কৌচ ও খানকয়েক বেতের চৌকি ঐখানে আনাইয়াছিলেন। থামের মাঝে মাঝে গঠিত ইষ্টক-বেদিকার উপর সুরভি-কুসুমে পূর্ণ কতকগুলি জম্‌-কালো ফুলদানী রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে দম্‌কা বাতাস আসিয়া সৌরভে পরিসিক্ত হইয়া চারিদিক আমোদিত করিতেছে। তাঁহার সম্মুখে স্তম্ভশ্রেণী ফাঁকের মধ্য দিয়া উদ্যানের কাটা-ছাঁটা ঝোপের বেড়া দেখা যাইতেছে। শতবর্ষবয়স্ক কতকগুলা ঝাউ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; ইতস্ততঃ সুগঠিত পাষাণ-প্রতিমা উদ্যানের শোভা সম্পাদন করিতেছে।

"রাণী বেতের কৌচে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একাকী ছিলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছিল! এমন সুন্দরী এর পূর্ব্বে আমি এঁকে কখনই দেখি নি; শরীরে একটা এলানো ভাব, গরমে যেন অবসন্ন। ভারতের শুভ্র স্বচ্ছ মস্‌লিন বস্ত্রে আবৃত—যেন সাগরের অপ্সরা সাগরের ফেনপুঞ্জে পরিস্নাত; পরিচ্ছদের কিনারায় যেন তরঙ্গের রজত-ঝালর দীপ্তি পাইতেছে। একটি ইস্পাতের ব্রোচে এই স্বচ্ছ লঘু পরিচ্ছদ বক্ষের উপর আটকানো রহিয়াছে, এবং এই পরিচ্ছদ পদতল পর্য্যন্ত লুটিয়া পরিয়াছে। ফুলের পাপ্‌ড়ীর ভিতর হইতে ফুলের মত, অমল ধবল বাহুযুগল জামার আস্তিন হইতে বাহির হইয়াছে। কটিদেশ একটি কালো ফিতায় বদ্ধ—ফিতার প্রান্ত নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে—পায়ে বিচিত্র রেখায় অঙ্কিত নীল চর্ম্মের একযোড়া ছোট চটিজুতা;—পদতলের পরিচ্ছদের ভাজ হইতে উহার ছুঁচালো বক্র মুখ বাহির হইয়া রহিয়াছে।

"রাণী বই পড়ছিলেন, আমাকে দেখে পাঠ বন্ধ করলেন, এবং একটু মাথা নাড়িয়া ইসারায় আমাকে বস্‌তে বল্‌লেন। রাণী একাকী ছিলেন; এইরূপ অনুকূল অবস্থা বড়ই দুর্লভ। তাঁর সম্মুখেই একটা আসনে আমি

বস্‌লাম। কয়েক মিনিটকাল ধরিয়া আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা ছিল। এই নিস্তব্ধতার দীর্ঘ মুহূর্তগুলি বড়ই কষ্টকর। কথোপকথন-সুলভ সাদামাটা কথাও আমার মুখে যোগাইল না; আমার মাথা যেন ঘুলিয়ে গেল; আমার হৃৎপিণ্ড থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে যেন আমার চোখে এসে দেখা দিল। তখন আমার প্রেমিক হৃদয় আমাকে বল্‌লে, 'দেখো, এই পরম সুযোগ হারিয়ো না।'

"কি করেছিলাম আমি জানি না—হঠাৎ দেখি রাণী আমার কষ্টের কারণ বুঝ্‌তে পেরে কৌচের উপর একটু উঠে বসে', তাঁর সুন্দর হাতটি বাড়িয়ে ইঙ্গিতে যেন আমার মুখ বন্ধ করতে বল্লেন।"

"একটি কথাও বোলো না অক্টেভ; তুমি আমাকে ভালবাস—আমি জানি, আমি বেশ অনুভব করি, আমি বিশ্বাস করি; কিন্তু আমি তা চাই না, কারণ ভালবাসা ইচ্ছাধীন নয়। অন্য রমণী যারা আমা অপেক্ষা কঠোর, তোমার উপর হয়ত রাগ করবে; কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাস্‌তে পারিনে বলে, আমার কেবল দুঃখ হয়, এইমাত্র। আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছি—এইটিই আমার দুঃখ। আমার সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে বলে আমি দুঃখিত—না দেখা হলেই ভাল হত। কি কুক্ষণেই আমি ভেনিস্ ত্যাগ করে ফ্লরেন্‌সে এসেছিলাম। প্রথমে আমি আশা করেছিলাম, তোমাকে ক্রমাগত উপেক্ষার ভাব দেখালে, যদি তুমি দূরে চলে যাও। কিন্তু আমি জানি প্রকৃত ভালবাসা—যার সমস্ত চিহ্ন আমি তোমার চোখে দেখতে পাই—সেই প্রকৃত ভালবাসা কোন বাধাই মানে না, কিছুতেই দমে না। কিন্তু আমার অন্তঃকরণ এই কোমল ভাব, তোমার মনে যেন কোন বিভ্রম উৎপন্ন না করে, কোনও স্বপ্ন জাগিয়ে না তোলে। তোমার প্রতি অনুকম্পা করচি বলে মনে কোরো না, তোমার প্রেমে আমি উৎসাহ দিচ্চি। এক জ্যোতির্ম্ময়

দেবদূত, আমাকে সমস্ত প্রলোভন থেকে সর্ব্বদাই রক্ষা করচেন—তিনি ধর্ম্ম হতেও শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্য হতেও শ্রেষ্ঠ, পুণ্য হতেও শ্রেষ্ঠ,—আর সেই দেবদূতই আমার প্রাণেশ্বর—কৌণ্ট লাবিন্‌স্কাকে আমি দেবতার মত পূজা করি। আমার সৌভাগ্য এই যে, যিনি আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা, তাঁর সঙ্গেই আমি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।"

"এই অকপট আন্তরিক পতি-ভক্তির কথা শুনে আমার চোখে জল এল; আর সেইসঙ্গে আমার জীবনের মর্ম্মগ্রন্থিটিও যেন ছিন্ন হয়ে গেল।

"রাণী প্রাস্কোভি আমার কষ্টে বিচলিত হয়ে, নারীজনসুলভ স্নেহ-মমতার বশে নিজের সুরভি রুমালখানি আমার চোখের উপর বুলিয়ে দিলেন। আর বল্লেন—"ছি, কেঁদো না। আর কোন বিষয় ভাবতে চেষ্টা কর, মনে কর, আমি চিরকালের মত বিদায় নিয়েছি, আমি মরে গেছি। আমাকে ভুলে যাও। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে বেড়াও, কাজ কর, লোকের উপকার কর, সচেষ্টভাবে বিশ্বমানবের কাজে যোগ দাও—লোকের সঙ্গে মেশামেশি কর—আর্টের চর্চ্চা কর, কিংবা আর কাউকে ভালবেসে মনকে শান্ত কর।"

"আমি অস্বীকারের ভঙ্গী করলাম। রাণী আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন :—

"তুমি কি মনে কর, আমার সঙ্গে বরাবর এইরূপ দেখাসাক্ষাৎ করলেই তোমার কষ্টের লাঘব হবে? আচ্ছা বেশ, তুমি এসো, আমি তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেখা করব। ভগবান বলেছেন, শত্রুকেও ক্ষমা করবে। তবে, যারা আমাদের ভালবাসে তাদের সঙ্গে কি খারাপ ব্যবহার করা ঠিক?—কখনই না। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, বিচ্ছেদই এর অমোঘ ঔষধ। দুই বৎসর কাল পরে, আমরা সহজভাবে, বিনা সঙ্কটে পরস্পরের হস্ত-মর্দ্দন করতে পারব—তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন—"অবশ্য; বিনা সঙ্কটে তোমার পক্ষে।"

"তার পর দিনই আমি ফ্লরেন্‌স্ ছাড়লাম, কিন্তু কি জ্ঞান-চর্চ্চা, কি দেশ-ভ্রমণ, কি কালের দীর্ঘতা কিছুতেই আমার কষ্টের লাঘব হল না। আমি বেশ অনুভব করচি, আমার মরণ নিকটে। না, ডাক্তার মশায়, আমার মৃত্যুতে আপনি বাধা দেবেন না।"

ডাক্তার বলিলেন—"তারপর রাণীর সঙ্গে আর কি দেখা হয়েছে?" এই কথা বলিবার সময় ডাক্তারের নীলচক্ষু হইতে অদ্ভুত রকমের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। অক্টেভ উত্তর করিলেন—"না, তিনি এখন প্যারিসে আছেন।" এই কথা বলিয়া অক্টেভ ডাক্তারের দিকে হাত বাড়াইয়া একটা নিমন্ত্রণ-পত্র দিলেন। সেই পত্রের উপর লেখা ছিল:—

"আগামী বৃহস্পতিবার প্রাস্কোভি কৌণ্টেস লাবিন্‌স্কা বন্ধুজনের অভ্যর্থনার্থ গৃহে থাকিবেন।"

৩

রাস্তার একধারে সারি-সারি বড় বড় গাছ—আর একধারে সুরম্য উদ্যান। সৌখীন লোকের ধূলিময় ও কোলাহলময় রাস্তা ছাড়িয়া, এই নিস্তব্ধ শান্ত সুন্দর রাস্তায় অতি অল্প লোকেই আসে; কিন্তু যারা একবার আসে, তারা এখানকার একটি কবিত্বময় রহস্যময় আশ্রমের সম্মুখে না থামিয়া থাকিতে পারে না। ঈর্ষা-মিশ্র বিস্ময়ে তাহারা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। মনে হয় যেন—যাহা অতি বিরল—ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে সুখ-শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই উদ্যানের গরাদের নিকট আসিয়া কে না একবার থমকিয়া দাঁড়াইবে, কে না উদ্যানের হরিৎ তরুপল্লব-রাশির মধ্য দিয়া একটি সাদা বাগান-বাড়ী নির্নিমেষ-লোচনে নিরীক্ষণ করিবে,

এবং ফিরিয়া যাইবার সময় বিষণ্ণচিত্তে মনে করিবে, যেন তাহার সমস্ত সুখ-স্বপ্ন ঐ উদ্যান-প্রাচীরের পশ্চাতেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে ?

এই উদ্যানের সঙ্কীর্ণ প্রবেশ-পথের দুইধারে বড় বড় শিলাস্তূপের প্রাচীর। অসমান অদ্ভুত আকার দেখিয়াই যেন ঐ সকল শিলাখণ্ড বাছিয়া বাছিয়া ঐখানে স্থাপিত হইয়াছে। এই আব্ড়ো-খাব্ড়ো বেষ্টনের মধ্যে সুরম্য একটি হরিৎ দৃশ্য-পট যেন আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শৈল-প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে বিবিধ পার্ব্বত্য-বৃক্ষ অবস্থিত। নানা জাতীয় লতা প্রাচীরের গা বাহিয়া উঠিয়া প্রাচীরকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহাতে সভ্যতার কৃত্রিম উদ্যান অপেক্ষা অযত্নসম্ভূত স্বাভাবিক অরণ্যের ভাব ধারণ করিয়াছে। শৈলস্তূপের একটু পশ্চাতে নিবিড় পত্র-পল্লবে আচ্ছন্ন কতকগুলি সুভঙ্গিম-তরু-নিকুঞ্জ। তরুকুঞ্জের পর হরিৎ-শ্যামল শাদ্বলভূমি প্রসারিত, মখ্মল অপেক্ষাও পেলব—যেন গালিচা বিছানো রহিয়াছে—যেন উহা চোখে দেখিবারই জিনিস—যেন উহাতে পায়ের ভর সহেনা। সুঁড়িপথটি চালনী-ছাঁকা সূক্ষ্ম বালিতে আচ্ছাদিত, পাছে, ভ্রমণকালে উচ্চকুলোদ্ভবা সুন্দরীদিগের সুকুমার পদ-পল্লব কাঁকর-বিদ্ধ হইয়া ব্যথিত হয়। ঐ বালির উপর বরললনাদের সুকুমার পদ-ক্ষেপের ছাপ মুদ্রিত রহিয়াছে। বালু-পথটি হল্‌দে ফিতার মত এই হরিৎ পরিসরের চারিদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে।

শাদ্বল-খণ্ডের প্রান্তদেশে, গুল্মাচ্ছন্ন জমির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ টক্‌টকে জিরানিয়ম ফুলের যেন আতস-বাজি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই সমস্ত হরিৎ দৃশ্যের শেষে একটি অট্টালিকা। সম্মুখে সুগঠন সুঠাম পাত্‌লা পাত্‌লা থাম ছাদকে ধরিয়া আছে। ছাদের প্রত্যেক কোণে মর্ম্মর-প্রস্তর-মূর্ত্তি পুঞ্জীকৃত। মনে হয় যেন কোন ক্রোরপতি খেয়াল-বশে গ্রীশদেশ হইতে একটি দেব-মন্দির উঠাইয়া আনিয়াছে। অট্টালিকার দুইপাশ

দিয়া দুই পক্ষের মত দুইটি উদ্ভিদ্‌গৃহ প্রসারিত ; কাঁচের দেয়াল সূর্য্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—এবং দেশবিদেশের দুর্লভ বৃক্ষের চারা উহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। উষার প্রথম রশ্মিপাতে যদি কোন কবি প্রাতে ঐ রাস্তা দিয়া গমন করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, কোকিলের নৈশ-কুহুধ্বনির শেষ তানটুকু তখনও মিলায় নাই। কিন্তু রাত্রিকালে যখন অপেরা হইতে প্রত্যাগত গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ, নিদ্রিত জগতের নিস্তব্ধতার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, তখন সেই একই কবি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইবেন, একটি সুন্দর যুবা-পুরুষের হাত ধরিয়া শুভ্র ছায়ার মত কোন বিষাদ-মূর্ত্তি ললনা নিজ প্রাসাদ-ভবনে আরোহণ করিতেছেন।

এই বাড়ীতেই—পাঠক বোধ হয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন—কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কা ও তাঁর স্বামী কৌণ্টওলাফ-লাভিন্‌স্কা কিছুকাল হইতে বাস করিতেছেন। এই সাহসী বীর সম্প্রতি কাকেশশের যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই পুনর্মিলনে প্রেমিক-দম্পতি আনন্দে উন্মত্ত। যে প্রেম পরিশেষে বিবাহে পরিণত হয়, ইহাদের সেই বিশুদ্ধ প্রেমে দেব-মানব উভয়েরই অনুমোদন ছিল। কবি টমাসমুর "দেবতার প্রেম" যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা সেই ধরণের প্রেম। ইহার বর্ণনা করিতে গেলে, আমাদের কলমের মুখে, প্রত্যেক কালির মসি আলোকবিন্দুতে পরিণত হইবে ; কাগজের উপর একটা শিখা ফেলিয়া, সুরভি ধূপের একটা সুবাস রাখিয়া, প্রত্যেক শব্দ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইবে। যে দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে বিলীন হইয়া এক হইয়া গিয়াছে, কেমন করিয়া আমরা তাহার বর্ণনা করিব ? যেন দুই শিশিরাশ্রুবিন্দু পদ্ম-পত্রের উপর গড়াইয়া একত্র মিলিত হইয়া, মিশ্রিত হইয়া, পরস্পরের মধ্যে বিলীন

হইয়া,—শেষে একটি মুক্তাবিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। এই সংসারে সুখ জিনিসটা এতই বিরল যে, মানুষ তাহা প্রকাশ করিবার জন্য শব্দ উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করে নাই, কিন্তু পক্ষান্তরে নৈতিক ও ভৌতিক কষ্ট-যন্ত্রণার অনুরূপ শব্দে, প্রত্যেক ভাষার শব্দকোষ পরিপূর্ণ।

ওলাফ ও প্রাস্কোভি শৈশব হইতেই পরস্পরকে ভালবাসিত। একটি নামেই উহাদের উভয়ের হৃদয় স্পন্দিত হইত; শৈশব হইতে ঐ নামই উহাদের পরিচিত ছিল, উহাদের নিকট আর কোন লোকের যেন অস্তিত্বই ছিল না; প্লেটোর বর্ণিত একাধারে স্ত্রী-পুং দেহের দুই টুকরা সেই আদিমকালের বিচ্ছেদের পর যেন আবার উহাদের মধ্যে আসিয়া পুনর্মিলিত হইয়াছিল। যেন উহারা একত্বের মধ্যে দ্বিত্বরূপে গঠিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একই বাসনার আহ্বানে উহারা পাশাপাশি চলিত, অথবা একটি কপোতযুগল একই চেষ্টায় জীবন-পথে বিচরণ করিত, উড়িয়া বেড়াইত।

এই সুখের অবস্থা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এইজন্য স্বর্ণ-বাষ্প-মণ্ডলের মত অসীম ঐশ্বর্য্য উহাদিগকে ঘিরিয়া ছিল। এই সুখী-যুগল কোথাও আবির্ভূত হইবামাত্র তত্রত্য দীনদুঃখীদের দুঃখের লাঘব হইত—চীর-বস্ত্র তখনই ঘুচিয়া যাইত, নয়নাশ্রু শুকাইয়া যাইত; কারণ, ওলাফ ও প্রাস্কোভির একটা উচ্চতর সুখের স্বার্থপরতা ছিল, উহারা আপন সান্নিধ্যে কোন দুঃখ-কষ্ট সহিতে পারিত না।

কৌণ্টের মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি, ঈষৎ দীর্ঘ, সুগঠিত পাতলা নাক, ওষ্ঠ-যুগল দৃঢ়রূপে অঙ্কিত, সুস্পষ্ট গোঁফের রেখা, গোফের দুই প্রান্ত ছুঁচাল, থুত্‌নী একটু উঠানো ও খাদ-কাটা; কালো-কালো চোখ খুব তীক্ষ্ণ, অথচ দয়ার্দ্র। দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি, পাত্‌লা গঠন, স্নায়ু-প্রধান প্রকৃতি; দেহ অতি সুকুমার প্রতীয়মান হইলেও ইস্পাতের মত

দৃঢ় পেশীজাল তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন। কোন রাজ-রাজড়ার বড় মজ্‌লিসে কৌণ্ট যখন হীরক-খচিত জমকালো জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন, তখন তত্রত্য পুরুষদিগের ঈর্ষা হইত ও রমণীগণের হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু প্রাস্কোভি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁর যেরূপ রূপ ছিল, তেমনি আবার মানসিক গুণও যথেষ্ট ছিল।

বুঝিতেই পারিতেছ, এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে অক্টেভের সাফল্যের প্রায় কোন সম্ভাবনাই ছিল না। এবং পাগলা ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো যতই আশ্বাস দিন না কেন, স্বকীয় পালঙ্কে পড়িয়া থাকিয়া শান্তভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ভিন্ন অক্টেভের আর কোন উপায় ছিল না। প্রাস্কোভিকে বিস্মৃত হওয়াই একমাত্র উপায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাঁর সহিত আবার সাক্ষাৎ করায় কি লাভ? অক্টেভ মনে মনে অনুভব করিত, এই রমণীর হৃদয় কোমল হইলেও যেরূপ অটল, তাহাতে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কখনই শিথিল হইবে না; নিতান্ত আবেগহীন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আমাকে কেবল একটু কৃপাদৃষ্টিতে দেখিবেন এইমাত্র। অক্টেভের ভয় হইতেছিল পাছে যে ক্ষতের চিহ্ন এখনো বিলুপ্ত হয় নাই, সেই ক্ষতের মুখ আবার ফাটিয়া নূতন করিয়া বাহির হয় এবং পাছে সেই নির্দোষ হত্যাকারিণীর চরণ-তলে তাহার রক্তাক্ত হৃদয় আবার লুণ্ঠিত হয়। কিন্তু অক্টেভ তাহার ভালবাসার ধন ঐ মধুর হত্যাকারিণীর উপর অন্যায় অভিযোগ আনিতে ইচ্ছুক ছিল না।

৪

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে, অক্টেভ লাবিন্স্কাকে ভালবাসে, এই কথা লাবিন্স্কাকে সে বলিতে উদ্যত হওয়ায় লাবিন্স্কা তাহাকে থামাইয়া দেন, সে কথা তার মুখ হইতে বাহির করিতে দেন নাই ; সে কথা তিনি শুনিতে চান নাই। তখন হইতে দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সুখ-স্বপ্নের উচ্চ শিখর হইতে এইরূপ দারুণ পতন হওয়ায়, অক্টেভের চিত্ত নৈরাশ্য ও বিষাদের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং অক্টেভ, লাবিন্স্কাকে কোন সংবাদ না দিয়া দূর দেশে চলিয়া যায়।

যে একটি মাত্র কথা অক্টেভ লাবিন্স্কাকে লিখিতে পারিত, সেই কথাটিই মুখ দিয়া বাহির করিতে অক্টেভকে নিষেধ করা হইয়াছে। কাজেই লাবিন্স্কা অক্টেভের কোন সংবাদ পান নাই। অক্টেভের এই নিস্তব্ধতাতে ভীত হইয়া, লাবিন্স্কা বিষণ্ণচিত্তে স্বকীয় ভক্ত উপাসক বেচারী অক্টেভের কথা মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন—সে কি আমাকে ভুলিয়া গেছে? লাবিন্স্কা চাহিতেন যে সে তাহাকে ভুলিয়া যায়—কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিতেন না। কেন না, অক্টেভের চোখে তিনি যে প্রেমের আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছেন, তাহা নির্ব্বাণ হইবার নহে ; কৌণ্টেস তাহার হৃদয়ের অবস্থা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। প্রেম ও দেবতাদের মধ্যে বেশ একটা চেনা পরিচয় আছে—ইঁহারা পরস্পরকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারেন। তাই এই প্রেমের কথাটা মনে হওয়ায় তাঁহার সুখের স্বচ্ছ আকাশের উপর দিয়া যেন একটি ক্ষুদ্র মেঘ চলিয়া গেল, পৃথিবীর দুঃখ-কষ্টে স্বর্গের দেবতাদের যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ লঘু

ধরণের একটু দুঃখ তাঁর মনকে অধিকার করিল। তাঁহার জন্য কোন হতভাগ্য কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া সেই মমতাময়ী দেবীর অন্তঃকরণ একটু দ্রবীভূত হইল। কিন্তু আকাশের কোন উজ্জ্বল তারকার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যদি কোন সামান্য মেষপালক উদ্বাহু হইয়া হাত বাড়ায়, তাহা হইলে সেই তারকা তাহার জন্য কি করিতে পারে?

প্যারিসে আসিয়া, কোণ্টেস্ লাবিন্স্কা অক্টেভের নামে লৌকিক ধরণের একটা সাদামাটা নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ঐ পত্রখানিই ডাক্তার বাল থাজার শেরবোনো অন্যমনস্কভাবে এক্ষণে আঙ্গুলের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। কোণ্টেসের ইচ্ছা সত্ত্বেও যখন কোণ্টেস্ দেখিলেন, অক্টেভ আসিল না, তখন তাঁর মনে হইল, সে এখনো তাহাকে ভালবাসে, তবে হয়ত কোন বিশেষ কারণে আসিতে পারে নাই। এই মনে করিয়া কোণ্টেসের হৃদয় উৎফুল্ল হইল; তবু তো এই রমণী স্বর্গের দেবতার মত বিশুদ্ধ-চরিত্র ও হিমালয়ের উচ্চতম শিখরস্থ তুষারের মত শুভ্র নিষ্কলঙ্ক। ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন:—"তোমার বর্ণিত সমস্ত কথা আমি বেশ মন দিয়ে শুনেছি, আমার মনে হয়, এখন কোন-প্রকার আশা করা তোমার পক্ষে নিতান্তই পাগলামী। কোণ্টেস্ কখনই তোমার ভালবাসা গ্রহণ করবেন না।"

—"দেখুন ডাক্তার, এইজন্যই আমার প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করবার কোন হেতু দেখ্‌তে পাই নে।"

ডাক্তার বলিলেন:—"আমি ত পূর্ব্বেই বলেছি, সচরাচর উপায়ে প্রাণ বাঁচাবার কোন আশা নাই। কিন্তু এমন সব গুহ্য তত্ত্ব ও নিগূঢ় শক্তি আছে যার সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান একেবারে অনভিজ্ঞ। মূর্খ সভ্যতা যে সব দেশকে অসভ্য বলে, সেই সব বিদেশভূমিতেই এই গুহ্য বিদ্যার চর্চ্চা বংশ-পরম্পরায় চলে আসিচে। সেইখানেই জগতের

আদিমকালে, মানবজাতি প্রাকৃতিক শক্তির সহিত অব্যবহিত সংস্রবে আসায় তার গুহ্য তত্ত্ব জানতে পেরেছিল। লোকের বিশ্বাস—সে সব তত্ত্ব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন সাধারণ লোকে তার কিছুই জানে না। ঐ সব গুহ্য তত্ত্বের জ্ঞান প্রথমে মন্দির দেবালয়ের রহস্যময় নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শিষ্য-পরম্পরায় প্রচারিত হয়; তার পর, ইতর লোকের অবোধ্য পবিত্র ভাষায় উহা লিপিবদ্ধ হয়, ইলোরার ভূগর্ভস্থ প্রাচীরের গায়ে খোদিত হয়। তুমি এখনও দেখ্‌তে পাবে, যেখান থেকে গঙ্গা নিঃসৃত হচ্চে সেই উচ্চতম মেরু-শিখরে, পুণ্যনগরী বারাণসীর প্রস্তর-সোপানের তলদেশে, সিংহলের ভগ্নদশাগ্রস্ত ডাগোবার গভীরদেশে কতকগুলি শতায়ুষ্ক ব্রাহ্মণ অপরিজ্ঞাত পুঁথির পাঠোদ্ধার করচেন, কতকগুলি যোগী অনির্ব্বচনীয় ওঁ-শব্দের জপে ব্যাপৃত রয়েছেন —ইতিমধ্যে আকাশের পাখী তাঁদের জটার মধ্যে বাসা বাঁধ্‌চে—সেদিকে তাঁদের লক্ষ্যই নাই; কতকগুলি সন্ন্যাসী যাঁদের স্কন্ধদেশ ত্রিশূলবিদ্ধ ক্ষতের চিহ্নে অঙ্কিত—তাঁরা নষ্ট গুহ্য বিদ্যা আয়ত্ত করেছেন এবং তা-থেকে আশ্চর্য্য ফল লাভ ক'রে, তা কাজে প্রয়োগ করচেন। আমাদের য়ুরোপ ভৌতিক স্বার্থে নিমগ্ন হয়ে, কল্পনাও করতে পারে না —ভারতের তপস্বীরা আধ্যাত্মিকতার কত উচ্চ ধাপে আরোহণ করেছেন, তাঁদের নিরম্বু উপবাস, তাঁদের ধ্যানধারণার ভীষণ একাগ্রতা, কত কত বৎসর ধরে', দুঃসাধ্য আসন রচনা করে' একভাবে উপবিষ্ট থাকা, প্রখর সূর্য্যের নীচে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মাঝে বসে শরীরকে শোষণ করা, —এ-সব য়ুরোপের সাধ্যাতীত। তাঁদের হাতের নখ বর্দ্ধিত হয়ে তাঁদের হাতের তেলোতে বিদ্ধ হয়ে আছে—দেখ্‌লে মনে হয় যেন "ইজিপ্‌শ্যান মমি" তাদের সিন্দুক থেকে সদ্য বের হয়ে এসেছে। তাঁদের দেহের বহিরাবরণটা যেন প্রজাপতির খোলস; প্রজাপতিরূপ

অমর আত্মা ঐ খোলস ইচ্ছামত ত্যাগ করতে পারে কিংবা আবার গ্রহণ করতে পারে। যখন উঁহাদের ভীষণ-দর্শন জীর্ণ-শীর্ণ জড়বৎ দেহপিণ্ডটা একস্থানে পড়ে থাকে, তখন ওঁদের আত্মা, সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে খেয়ালের ডানায় ভর করে' গণনাতীত উচ্চ প্রদেশে অলৌকিক জগতে উড়ে যায়। তখন তাঁরা অদ্ভুত দৃশ্য অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌তে থাকেন। অনন্তের সাগর-বক্ষে বিলীন যুগযুগান্তের যে সব তরঙ্গ ওঠে, তাঁরা যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে সেই সব তরঙ্গ অনুসরণ করেন ; তাঁরা বিধাতার সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য করেন, দেবতাদের জন্মগ্রহণ ও যোনিভ্রমণে সাহায্য করেন, সর্ব্বতোভাবে অসীমের মধ্যে তাঁরা বিচরণ করেন। প্রলয়কাণ্ডের দরুণ যে সব বিজ্ঞান বিলুপ্ত হয়েছে, সেই সব বিজ্ঞান এবং আদিম মানব ও পঞ্চভূতের বিবরণ তাঁদের স্মরণে আসে ; এই উদ্ভট অবস্থার মধ্যে, তাঁরা এমন এক ভাষার শব্দ বিড়বিড় করে' উচ্চারণ করেন, যে ভাষায় বহুকাল যাবৎ কোন জাতিই আর কথা কয় না। সেই আদিম শব্দ-ব্রহ্মকে তাঁরা আবার পেয়েছেন,—যে শব্দব্রহ্ম পুরাতন অন্ধকারের মধ্য হতে, আলোকের উৎস ধারা ছুটিয়ে দিয়েছিল। লোকে তাঁদের পাগল মনে করে, আসলে তাঁরা দেবতা।"

এই অদ্ভুত গৌরচন্দ্রিকায় অক্টেভের উদ্দীপ্ত কৌতূহল শেষ-সীমায় আসিয়া পৌঁছিল, ডাক্তারের কথার গতি কোন্‌দিকে বুঝিতে না পারিয়া, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, জিজ্ঞাসার ভাবে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। অক্টেভের ভালবাসার সহিত ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীর কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে, অক্টেভ তাহা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না।

ডাক্তার অক্টেভের মনোগতভাব বুঝিতে পারিয়া, কোন প্রশ্ন করিতে মানা করিবার ভাবে হাতের একটা ইসারা করিয়া বলিলেন :—বাপু, একটু ধৈর্য্য ধর ; এখনি তুমি বুঝিতে পারিবে—আমি যা বল্লুম, এসব

অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক কথা নয়—মূল বিষয়ের সঙ্গে তার বিলক্ষণ যোগ আছে।

পরীক্ষাগারের মার্বেল-মেঝের উপর বসে,' শব-দেহের উপর ছুরি চালিয়ে পরীক্ষা করে' করে' ক্লান্ত হয়েছি, তার থেকে কোন সাড়া পাই নি, জীবনকে খুঁজ্‌তে গিয়ে কেবল মৃত্যুকেই দেখ্‌তে পেয়েছি! তখন একটা মৎলব আমার মনে হল। মৎলবটা খুব দুঃসাহসীর মত বল্‌তে হবে। এ দুঃসাহস অগ্নিহরণ-উদ্দেশে প্রমেথিউসের স্বর্গ-আক্রমণের মত দুঃসাহস। মনে করলাম, আমি আত্মাকে হঠাৎ পাকড়াও করব, তার পর তাকে বিশ্লেষণ করব, শবচ্ছেদের মত খণ্ড খণ্ড করে দেখ্‌ব। আমি কারণের উদ্দেশে কার্য্যকে ত্যাগ করলাম। জড়-বিজ্ঞানের উপর আমার গভীর অবজ্ঞা হল—কেন না, তার থেকে কেবল মৃত্যুরই প্রমাণ পাওয়া যায়। আমার মনে হল, কতকগুলো আকারের উপর পরীক্ষা করা, কতকগুলো বিচ্ছিন্ন উৎপন্ন পরমাণু-রাশির উপর পরীক্ষা করা—এ তো স্থূলপ্রত্যক্ষবাদের কাজ। যে সকল বন্ধনে দেহাবরণটা আত্মার সঙ্গে আবদ্ধ রয়েছে, চুম্বকশক্তির যোগে সেই সব বন্ধন শিথিল করবার জন্য আমি চেষ্টা করতে লাগলাম। এই পরীক্ষাকার্য্যে 'মেস্‌মের' প্রভৃতি মোহিনীশক্তির আবিষ্কারকদেরও ছাড়িয়ে উঠ্‌লাম। খুব আশ্চর্য্য ফল পেলাম। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হলাম না। মৃগীরোগ, সশরীরে স্বপ্নভ্রমণ, দূরদর্শন, "দশা-পাওয়া" অবস্থায় চিত্তের উজ্জ্বলতা, —এই সব ব্যাপার আমি স্বেচ্ছাক্রমে উৎপাদন করতে পারতাম। এই সব ব্যাপার ইতর লোকের বুদ্ধির অগম্য—কিন্তু আমার কাছে খুবই সোজা। আমি আরও উচ্চে উঠলাম। য়ুরোপীয় মঠের যে সব মহাপুরুষ ধ্যান-ধারণা সমাধির দ্বারা আশ্চর্য্য বিভূতি অর্জ্জন করে', তার দ্বারা নানাপ্রকার অলৌকিক কাণ্ড করতেন, আমি তাও করতে

সমর্থ হলাম। কিন্তু তবু আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। আত্মাকে আমি কিছুতেই ধরতে পারলাম না। আমি আত্মাকে অনুভব করতে পারতাম, বুঝতে পারতাম, আত্মার উপর কার্য্যফল উৎপাদন করতে পারতাম। আমি আত্মার বৃত্তিগুলিকে জড়ীভূত কিংবা উত্তেজিত করতে পারতাম। কিন্তু আত্মা ও আমার মধ্যে যে মাংসের আবরণ আছে সেটাকে কিছুতেই অপসারিত করতে পারতাম না—পাছে আত্মাটা উড়ে পালায়। ব্যাধ যেমন জালে পাখী ধরে' জালটা তুলতে সাহস করে না—পাছে পাখীটা আকাশে উড়ে যায়—এ সেই রকম।

শেষে আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করলাম—এই আশা করে' যে, সেই পুরাতন জ্ঞানের দেশে আমার দুর্জ্ঞেয় সমস্যার মন্ত্রটি আমি পাব। আমি সংস্কৃত ও প্রাকৃত শিখ্‌লাম। আমি পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কথা কইতে সমর্থ হলাম; যেখানে থাবা পেতে বসে' বাঘরা গর্জ্জন করে, সেই সব জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। যে সব পবিত্র সরোবরে কুমীরের বাস, সেই সব সরোবরের ধার দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। লতাগুল্মে আচ্ছন্ন দুর্লঙ্ঘ্য অরণ্য পার হয়ে গেলাম। আমার পায়ের শব্দে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ে গেল, বানরের পাল পালিয়ে গেল। যে পথে হরিণরা বিচরণ করে, সেই পথের বাঁক নেবার সময় একেবারে হাতীর মুখামুখী এসে পড়লাম। এইরকম করে' অবশেষে একজন প্রসিদ্ধ যোগীর কুটীরে এসে পৌছিলাম। আমি তাঁর মৃগচর্ম্মের একপাশে বসে', যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে দশা-পাওয়া অবস্থায় তাঁর মুখ দিয়ে যে সব অস্পষ্ট মন্ত্র নিঃসৃত হচ্ছিল তাই খুব মন দিয়ে শুনতে লাগলাম; এইরকম করে কতদিন কেটে গেল। তার মধ্য থেকে বেছে যে শব্দগুলা খুব শক্তিমান সেই সব শব্দ, যে মন্ত্রে প্রেতাত্মাদের আবাহন করা যায় সেই সব মন্ত্র, তারপর শব্দ-ব্রহ্মের মন্ত্র আমি মনে করে রাখ্‌লাম; দেবমন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কক্ষে

যে সব খোদাই কাজের বিগ্রহ আছে সেই সব বিগ্রহের তত্ত্বালোচনা করতে লাগলাম। এই সব গুপ্ত বিগ্রহ অদীক্ষিত লোকের অদর্শনীয়। কিন্তু আমার ব্রাহ্মণের বেশ ছিল বলে' আমি সেই গুপ্ত কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছিলাম; সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য, লুপ্ত সভ্যতার অনেক কাহিনী আমি পড়তে পারলাম; দেব-দেবীরা তাঁদের বহু হস্তে যে সব জিনিস ধারণ করেন, তার রূপক-অর্থ আমি আবিষ্কার করলাম।

ব্রহ্মার চক্রের উপর, বিষ্ণুর পদ্মের উপর, নীলকণ্ঠ শিবের সর্পের উপর আমি ধ্যান করতে লাগলাম। গণেশ তাঁর স্থূলচর্ম্ম শুণ্ড নাড়তে নাড়তে দীর্ঘপক্ষ্মবিশিষ্ট ছোট ছোট পিট-পিটে চোখ মেলে, একটু মৃদু হেসে যেন আমার এই সব গবেষণার চেষ্টায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন। এই সব বিকট মূর্ত্তি তাদের প্রস্তর-ভাষায় আমাকে যেন বল্‌তে লাগ্‌ল:—আমরা কতকগুলি আকার বই আর কিছুই নয়, আসলে আত্মাই জড়-পিণ্ডের পরিচালক।"

"তিরুণামলয়"-মন্দিরের পুরোহিতের কাছে আমার সঙ্কল্পের কথা খুলে বলায়, তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষের ঠিকানা আমাকে বলে দিলেন। সেই সিদ্ধ পুরুষ যোগী এলিফাণ্টার গুহায় বাস করেন। আমি সেখানে গেলাম, গিয়ে দেখলাম—গুহার দেয়ালে ঠেসান দিয়ে, বাকল বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে, হাঁটু চিবুকে ঠেকিয়ে, হাতের আঙুলগুলা পায়ের উপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে একেবারে নিশ্চল হয়ে বসে' আছেন। চোখের তারা ওল্টান—কেবল চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে—ঠোট অনাবৃত দাঁতকে চেপে আছে! গায়ের চামড়ায় কব ধরেছে;—চর্ম্ম অস্থিলগ্ন। চুল জটা পাকিয়ে পিছনে ঝুলে আছে। তাঁর দাড়ি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছে; গৃধ্রের নখের মত তাঁর নখ বেঁকে ঘুরে গেছে।

ভারতবাসীর মত তাঁর গায়ের রং স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ, কিন্তু প্রখর

সূর্য্যের তাপে কালো পাথরের মত কৃষ্ণবর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম দৃষ্টিতে আমার মনে হ'ল, লোকটা মৃত; বাহু ধরে নাড়া দিতে লাগলাম— মৃগীরোগে যে-রকম হয়—বাহুতটো শক্ত ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। আমাকে দাতে দীক্ষিত বলে জান্তে পারেন, তাই আমার দীক্ষা-মন্ত্র তাঁর কাণের কাছে উচ্চৈঃস্বরে বল্তে লাগলাম; কিন্তু তবুও নড়ন-চড়ন নেই, চোখের পাতা একেবারে স্থির নিশ্চল। আমি তাঁকে জাগিয়ে তুলতে না পেরে চলে যাচ্ছিলাম, এমন সময় একটা অদ্ভুত ফট্ ফট্ শব্দ শুন্তে পেলুম; বিদ্যুৎ-আলোর মত একটা নীলাভ স্ফুলিঙ্গ চকিতের ন্যায় আমার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল; সেই স্ফুলিঙ্গ যোগীর আধ-খোলা ঠোটের উপর মুহূর্ত্তকাল সঞ্চরণ করে' একেবারেই অন্তর্হিত হল।

ব্রহ্মলোগম্ (এই তাপসের নাম) মনে হল যেন নিদ্রাবস্থা থেকে জেগে উঠলেন। তাঁর চোখের তারা আবার যথাস্থানে এল; তিনি সদয়ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন।

"দেখ্, তোর বাসনা পূর্ণ হয়েছে; তুই একটি আত্মাকে দেখতে পেয়েছিস্। আমার ইচ্ছামত আমার আত্মাকে শরীর থেকে আমি বিযুক্ত করতে পারি। জ্যোতির্ম্ময় ভ্রমরের মত এই আত্মা শরীর থেকে বাহির হয়, আবার শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, তা' কেবল সিদ্ধ পুরুষেরই দৃষ্টিগোচর হয়। আর কেউ দেখ্তে পায় না। আমি কত উপবাস করেছি, কত আরাধনা করেছি, কত ধ্যান-ধারণা করেছি, কি কঠোর ভাবেই দেহকে শীর্ণ করেছি—তবে আমি আমার আত্মাকে পার্থিব বন্ধন থেকে মুক্ত কর্তে পেরেছি এবং অবতার-মূর্ত্তি-গ্রহণের সময় যে রহস্যময় মহামন্ত্র বিষ্ণু-অবতারকে পথপ্রদর্শন করেছিল, সেই মহামন্ত্র বিষ্ণুদেব স্বয়ং আমার নিকট প্রকাশ করেছেন। যদি নির্দ্দিষ্ট মুদ্রাভঙ্গীসহকারে আমি সেই মন্ত্র উচ্চারণ করি, তাহা হইলে, পশু কিংবা মানুষ, যার শরীরে

তোমার আত্মাকে আমি প্রবেশ করতে বল্‌ব, তার শরীরেই তোমার আত্মা প্রবেশ করে' তাকে সজীব ক'রে তুলবে। এই পৃথিবীতে আমি ছাড়া এই মন্ত্র আর কেহই জানে না—এই গুপ্তমন্ত্রটি তোমাকেই দিয়ে যাচ্চি—কারণ, বুদ্‌বুদ্‌ যেমন সাগরে মিশিয়ে যায়, আমি সেইরূপ এখন অকৃত অমৃত ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে চাই।" তারপর এই যোগী সিদ্ধ-পুরুষ, মুমূর্ষুর অন্তিম-শ্বাসের ন্যায় অতি ক্ষীণ স্বরে কতকগুলি শব্দ আবৃত্তি করলেন—সেই শব্দের উচ্চারণে আমার পিঠের উপর দিয়ে যেন একটা মৃদু কম্পনের তরঙ্গ চলে গেল।

অক্টেভ বলিয়া উঠিলেন:—

—এখন আপনি কি বল্‌তে চান ডাক্তার মশায়? আপনার মৎলবটা কি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি নে।

ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো শান্তভাবে উত্তর করিলেন:—আমি তোমাকে এই কথা বল্‌তে চাই—

আমার বন্ধু ব্রহ্মলোগমের মায়া-মন্ত্রটি আমি এখনো ভুলি নাই। কৌণ্ট ওলাফ্‌-লাবিন্‌স্কির শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট অক্টেভের আত্মাকে যদি কৌণ্টেস্‌ লাবিনস্কা চিন্‌তে পারেন তা'হলে বুঝব, কৌণ্টেস লাবিন্‌স্কার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি এ জগতে আর কেহই নাই।

৫

চিকিৎসা ও বুজরুগি শক্তির জন্য, পারী নগরে ডাক্তার বাল্‌থাজার শেরবোনোর খুব পসার হইয়াছে; সত্যই হোক্‌, মিথ্যাই হোক্‌ তাঁর এই সব আজগুবি কাণ্ডের দরুণ, সর্ব্বত্রই তাঁর এখন আদর সম্মান। কিন্তু রোগী পাইবার চেষ্টা দূরে থাক্‌, তাঁর নিকট রোগী আসিলে, দরজা বন্ধ করিয়া উহাদিগকে ভাগাইয়া দেন, অথবা এরূপ ঔষধ-পত্র লিখিয়া দেন যাহা অতি অদ্ভুত এবং এরূপ নিয়ম ব্যবস্থার কথা বলেন, যাহা পালন করা অসম্ভব। 'নিউমোনিয়া', 'এণ্টেরাইটিস', 'টাইফয়েড'—এই সব চলিত সাদামাটা, সাধারণ ইতর জনোচিত রোগে আক্রান্ত রোগীদিগকে অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত তাহাদের আগেকার ডাক্তারদের নিকট ফিরাইয়া পাঠাইয়া দেন। দুরারোগ্য উৎকট সৌখীন রোগে আক্রান্ত রোগীরই তিনি চিকিৎসা করেন; এবং তাঁর চিকিৎসায় রোগী অভাবনীয়রূপে আরোগ্য লাভ করে। রোগ-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তিনি এক পেয়ালা জলে ফুঁ দিয়া মায়া-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে নানাপ্রকার মুদ্রাভঙ্গী করেন। মুমূর্ষুর অঙ্গ-প্রতঙ্গ শক্ত, আড়ষ্ট ও ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, উহাকে সমাধি-ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ চলিতেছে;—সেই সময় উহার যন্ত্রণায় আড়ষ্ট দৃঢ়বদ্ধ চিবুক শিথিল করিয়া দিয়া ঐ মন্ত্রপূত জলের কয়েক ফোঁটা উহাকে গিলাইয়া দেওয়া হয়; তাহার পরেই রোগীর দেহের স্বাভাবিক নমনীয়তা, স্বাস্থ্যের রং আবার ফিরিয়া আসে। রোগী শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিস্মিতভাবে চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তাই শেরবোনোকে সবাই মৃত্যুর ডাক্তার বলে, মৃতসঞ্জীবনের ডাক্তার বলে।

এখনো ডাক্তার শেরবোনো সব সময়ে এই সব রোগের চিকিৎসা করিতে সম্মত হন না; অনেক সময় ধনী মুমূর্ষু রোগীদিগের নিকট হইতে প্রভূত অর্থের অঙ্গীকার পাইলেও উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি কোন জননী তার একমাত্র সন্তানের জীবনের জন্য তাঁহাকে কাতর অনুনয় করে, কোন প্রেমিক তার প্রাণ-প্রিয়ার প্রেমলাভে হতাশ হইয়া তাঁহার সাহায্য চাহে, অথবা যদি তিনি মনে করেন, যে ব্যক্তির জীবন সঙ্কটাপন্ন তাহার জীবন কাব্যের পক্ষে, বিজ্ঞানের পক্ষে, বিশ্বমানবের উন্নতির পক্ষে, বিশেষ প্রয়োজনীয়, তবেই তিনি তার মৃত্যুর সহিত বুঝাবুঝি করিতে সম্মত হন।

এইরূপে তিনি 'ক্রুপ'-রোগে রুদ্ধ-শ্বাস একটি কোলের শিশুকে, যক্ষার শেষ-অবস্থায় উপনীত একটী রূপসী ললনাকে, সুরা বিকার গ্রস্ত একজন কবিকে, মস্তিষ্কের রক্ত-জমাটরোগে আক্রান্ত একজন যন্ত্র উদ্‌ভাবককে বাঁচাইয়া দিয়াছেন। তাঁর আবিষ্কারের হদিশটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার গর্ভে নিহিত হইবে, তাঁহার আচরণে এইরূপ মনে হয়। আবার তিনি এরূপ কথাও বলেন যে, প্রকৃতিকে উল্টাইবার চেষ্টা করা উচিত নহে, কতকগুলি লোকের মরাই উচিত—তাহাদের মৃত্যুর যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে; তাহাদের মৃত্যুতে যদি বাধা দেওয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত বিশ্ব-যন্ত্রে একটা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে। এখন স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছ, ডাক্তার শেরবোনো একজন সৃষ্টিছাড়া লোক, বাতিকগ্রস্ত লোক; তাঁর এই বাতিকটা তিনি পূরাপূরি ভারতবর্ষ হইতে অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্মোহনকারীর খ্যাতিটা চিকিৎসকের খ্যাতিকেও অতিক্রম করিয়াছিল। অল্পসংখ্যক বাছাবাছা লোকের সম্মুখে তিনি কয়েকবার বৈঠক দিয়াছিলেন, সেই বৈঠকে এমন সব অদ্ভুত ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহাতে করিয়া লোকের সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত সংস্কার

ওলট-পালট হইয়া গিয়াছিল, এবং প্রসিদ্ধ যাদুকর ক্যাগ্লিয়স্ট্রোর অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারকেও অতিক্রম করিয়াছিল।

ডাক্তার একটা পুরাতন হোটেলের একতলায় বাস করিতেন। আগেকার দস্তুরমত তাঁর ঘরগুলা সারি-সারি একলাইনে অবস্থিত। সেই সব ঘরের উঁচু জান্‌লা হইতে নীচের বাগান দেখা যায়। বাগানে বড়বড় গাছ; গাছের গুঁড়িগুলা কালো,—লম্বা লম্বা সবুজ পাতায় ঢাকা। শক্তিমান কতকগুলা তাপ-প্রবাহ যন্ত্রের মুখ হইতে তাপের জলন্ত প্রবাহ বাহির হইয়া বড় বড় ঘরগুলাকে গরম রাখিয়াছে। এখন ঘরের তাপমান ৩৫ হইতে ৪০ ডিগ্রী। ভারতবর্ষের প্রখর গ্রীষ্মের উত্তাপে অভ্যস্ত ডাক্তার শেরবোনো, আমাদের দেশে ফ্যাকাসে সূর্য্য-কিরণে, থরথর করিয়া কাঁপিতেন—ঠিক সেই ভ্রমণকারীদের মত, যাহারা নীল-নদীর সূত্রস্থান মধ্য-আফ্রিকা হইতে 'কেরো'তে ফিরিয়া আসিয়া শীতে কাঁপিতে থাকে। তিনি গাড়ী বন্ধ-সন্ধ না করিয়া গৃহের বাহির হইতেন না; এবং শীত-কাতরের ন্যায় সর্ব্বশরীর পশু-লোমের আলখাল্লায় আচ্ছাদন করিয়া গরম-জলে-ভরা একটা টিনের চোঙ্গার উপর পা রাখিতেন।

তাঁর এই ঘরগুলিতে কতকগুলা অগুচ্চ পালঙ্ক ছাড়া আর কোন আস্‌বাব ছিল না। পালঙ্কগুলা মালাবার দেশের ছিট-কাপড়ে আচ্ছাদিত,—তার উপর অদ্ভুত-আকৃতি হস্তী ও কাল্পনিক বিহঙ্গাদির চিত্র অঙ্কিত, ও সিংহলের আদিমবাসীদিগের দ্বারা রূঢ় ধরণে রং-করা ও সোনার গিল্টি করা; বিদেশী ফুলে-ভরা কতকগুলা জাপানী ফুলদানী এবং মেজের তক্তার উপর, ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, শতরঞ্জি বিছানো রহিয়াছে। কালো-সাদা ফুল-কাটা এই বিষাদময় শতরঞ্জি কারাগারের মধ্যে ঠগেরা বুনিয়াছে। তাহারা যে শোণের

রসিতে গলায় ফাঁস লাগাইত, সেই শোণের সূতা দিয়া ইহার বুনানি হইয়াছে। পাথরের ও কাঁসার কতকগুলা হিন্দু-দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে; বাদামি আকারের দীর্ঘ চোখ—নাকে মাকৃড়ি—হাস্যময় স্থূল ওষ্ঠাধর, মুক্তার মালা নাভি পর্য্যন্ত ঝুলিয়া রহিয়াছে; উহাদের স্বরূপ-লক্ষণ অদ্ভুত ও রহস্যময়; মূর্ত্তিগুলা তলদেশস্থ বেদিকার উপর আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে। দেবালয়ের গায়ে গায়ে জল-রঙের চিত্র-পট ঝুলিতেছে; এই সকল চিত্র কলিকাতা কিংবা লক্ষ্ণৌর পটুয়াদের হাতের আঁকা। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম, কৃষ্ণ (যাকে কোন কোন স্বপ্ন-দর্শক হিন্দুখৃষ্ট মনে করেন) বুদ্ধ, কলি এই নয় অবতারের চিত্র। সর্ব্বশেষে নারায়ণের মূর্ত্তি—ক্ষীর-সমুদ্রের মধ্যে সুবক্র পঞ্চশীর্ষ-সর্প-বেদিকার উপর নিদ্রিত—কোন এক সময়ে শ্বেত-অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া, শেষ-অবতার কলির মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের প্রলয়সাধন করিবেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সব-ঘরের পিছনে যে ঘর—সেই ঘরটি আরও বেশী করিয়া গরম করা; সেই ঘরে পাশাপাশি সংস্কৃত পুঁথিতে বেষ্টিত হইয়া বালথাজার শেরবোনো বাস করেন। পুঁথির অক্ষরগুলা পাত্‌লা পাত্‌লা কাষ্ঠফল-কের উপর, লোহার লেখনীর দ্বারা উৎকীর্ণ; কাষ্ঠ-ফলকে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্রের মধ্যে দড়ি চালাইয়া, ফলকগুলা একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

আমরা য়ুরোপে যাহাকে পুস্তক বলি, এ সেরূপ ধরণের নহে। একটা বৈদ্যুতিক-যন্ত্র—তাহা সোনালি ফুল-কাটা কতকগুলা বোতলে ভরা; বোতলের কাচের মুখে হাতল লাগান আছে—ঐ হাতলের দ্বারা উহা ঘুরান যায়। এই চঞ্চল ও জটিল যন্ত্রটার ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মাঝখানে মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। পাশে সম্মোহন কার্য্য-সংক্রান্ত একটা ছোট কাঠের টব; তাহার মধ্যে একটা ধাতুময় বল্লম ডোবান আছে এবং

উহা হইতে অনেকগুলা লৌহ-শলাকা বাহির হইয়াছে। শেরবোনো একজন হাতুড়ে ছাড়া আর কিছুই নহে; সেইজন্য শেরবোনোর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কোন উদ্যোগ ছিল না। কিন্তু তবু পূর্ব্বেকার 'আল্‌কিমি'-রাসায়নিকের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে মনের যে রকম ভাব হইত, তাঁর এই আজগুবি ধরণের পরীক্ষাগারে প্রবেশ করিলে মনে সেইরূপ একটা ভাব না হইয়া যায় না।

কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্‌স্কি লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন, এই ডাক্তারের অনেক অলৌকিক চেষ্টা সফল হইয়াছে; তাই তাঁর অতি-বিশ্বাস-প্রবণ কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

যখন কৌণ্ট ডাক্তারের গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁর অনুভব হইল যেন একটা অস্পষ্ট অগ্নিশিখা তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে; তাঁহার সমস্ত শরীরের রক্ত মাথার দিকে প্রবাহিত হইল, তাঁহার রগের শিরাগুলা দব্‌দব্ করিতে লাগিল; ঘরের দুঃসহ উত্তাপে তাঁর যেন শ্বাসরোধ হইল। প্রদীপে যে তেল পুড়িতেছিল, ফুলদানীতে যাভাদ্বীপের যে সব মসলাদার বৃহৎ পুষ্প দুলিতেছিল—সেই তেল ও পুষ্পের তীব্র গন্ধে তাঁর মাথা ধরিয়া গেল। মাতালের মত টলিতে টলিতে, ডাক্তারের অভিমুখে কৌণ্ট কিয়ৎপদ অগ্রসর হইলেন। ডাক্তার শেরবোনো সন্ন্যাসীদিগের মত আসনপিঁড়ি হইয়া পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত ডাক্তারের শীর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যে ভাবে দেখা যাইতেছিল, দেখিলে মনে হয় যেন একটা মাকড়শা জালের মধ্যে থাকিয়া তাহার শিকারের উদ্দেশ্যে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে। কৌণ্টকে দেখিবামাত্র তাঁহার ফস্‌ফরস-দীপ্ত চোখ-দুইটা সহসা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছা করিয়া উহা নিভাইয়া দিলেন। তাহার পর

ডাক্তার, ওলাফের দিকে হাত বাড়াইয়া দিলেন। ওলাফ অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছেন, ডাক্তার বুঝিতে পারিয়াছিলেন—তাই, দুই-তিনবার হাতের 'ঝাড়া' দিয়া তাঁহার চারিদিকে বসন্তের আব-হাওয়া উৎপাদন করিলেন,—এই উত্তপ্ত জ্বালাময় নরকের মধ্যে সুশীতল স্বর্গের আবির্ভাব ঘটাইলেন।

"এখন ত আপনি ভাল বোধ করচেন? আপনি বল্টিকের তুষার-শীতল হাওয়ায় অভ্যস্ত, তাই ঘরের এই উত্তপ্ত হাওয়া, কামারের কারখানায় হাপরের জ্বলন্ত হাওয়ার মত আপনার মনে হচ্চিল—কিন্তু ভারতের প্রখর সূর্য্যকিরণে দগ্ধ-বিদগ্ধ যে আমি, এই উত্তাপেও আমি শীতে কাঁপছিলাম।"

কৌণ্ট ওলাফ একটা ইঙ্গিত করিয়া প্রকাশ করিলেন যে এখন আর তাঁহার গরমে কষ্ট হইতেছে না।

ডাক্তার অতি সরলভাবে বলিলেন,—"আপনি অবশ্য আমার 'ঝাড়া দেওয়া'র কথা, আমার সম্মোহন বিদ্যার কথা শুনেছেন?—তবে কি একটা নমুনা এখন দেখতে ইচ্ছা করেন?"

কৌণ্ট উত্তর করিলেনঃ—"আমার কৌতূহল ওরূপ ছেলে-মানুষি ধরণের নয়। যিনি একজন বিজ্ঞানের সম্রাট্, তাঁর উপর আমার শ্রদ্ধা-ভক্তি উহা অপেক্ষা অনেকটা বেশী।"

—"বৈজ্ঞানিক বল্লে যে অর্থ বোঝায় আমি সে অর্থে একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত নই; বরং বিজ্ঞান যে সকল জিনিসকে অবজ্ঞা করে, সেই সকল জিনিসের অনুশীলন করে' আমি অপ্রযুক্ত কতকগুলি গূঢ় শক্তিকে আয়ত্ত করেছি, এবং তার থেকে এমন সব ব্যাপার দেখাতে পারি, যা প্রাকৃতিক হ'লেও অত্যন্ত বিস্ময়জনক বলে মনে হয়। বিড়াল যেমন ইঁদুর ধরবার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকে, আমিও

তেমনি অপেক্ষা করে থেকে সময় বুঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রভাবে কোন আত্মার রহস্য ঝট্ করে ধরে ফেল্‌তে পারি; সেই আত্মাটি তখন সব কথা খুলে আমাকে বলে;—তাতেই আমার কাজ হাসিল হয়, আমি তার কতকগুলি কথা মনে করে' রাখি। আত্মাই সব, জড়-জগৎ শুধু একটা বাহ্য আবির্ভাব। বিশ্বজগৎ সম্ভবত ঈশ্বরের একটা স্বপ্নমাত্র অথবা অসীমের মধ্যে, শব্দ-ব্রহ্ম হতে নিঃসৃত একটা বহির্বিকাশ মাত্র। আমি ইচ্ছামত শরীরকে চীরবস্ত্রের মত সঙ্কুচিত করতে পারি, জীবনীশক্তিকে আটকাতে পারি বা দ্রুত চালিয়ে দিতে পারি, আমি আকাশকে বিলোপ করতে পারি, ক্লোরোফরম্ প্রভৃতির সাহায্য না নিয়েও কষ্টকে নষ্ট করতে পারি। মানসিক তড়িৎ এই যে ইচ্ছা-শক্তিতে সজ্জিত হয়ে আমি জীবন দান করি, কাউকে বা বজ্রাঘাতে ধরা-শায়ী করি। আমার চক্ষের সমক্ষে কোনও জিনিসই অস্বচ্ছ নয়; আমি চিন্তার রশ্মিগুলি স্পষ্ট দেখতে পাই। যেমন বেলোয়ারি কাচের কলমের মধ্য দিয়ে বিশ্লিষ্ট সূর্য্যালোকের বর্ণচ্ছটা পর্দ্দার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ আমার অদৃশ্য বেলোয়ারি কলম দিয়ে আমি ঐ চিন্তা-রশ্মিগুলি আমার সাদা মস্তিষ্ক-পটের উপর ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিফলিত করিতে পারি। কিন্তু ভারতের সিদ্ধপুরুষ যোগীরা যাহা করেন তাহার কাছে এ সব কিছুই নয়। আমরা য়ুরোপের লোক,—আমরা অত্যন্ত লঘুপ্রকৃতি, অত্যন্ত বিক্ষিপ্তচিত্ত, অত্যন্ত অসার; আমাদের কাদা-মাটির কারাগারটি আমাদের নিকট এতই প্রিয় যে, আমরা অনন্ত ও অসীমের বৃহৎ জানলা-গুলো খুল্‌তে পারি নে! তথাপি আমার পরীক্ষা হতে আমি কতকগুলি আশ্চর্য্য ফল পেয়েছি, তা দেখ্‌লে আপনি নিজেই বিচার করতে পারবেন।"

এই কথা বলিয়া ডাক্তার শেরবোনো একটা বড় দরজায় টাঙ্গানো

একটা পর্দ্দার শিকের উপর দিয়া কতকগুলা আঙ্‌টা সরাইয়া দিবামাত্র ঘরের পশ্চাদ্ভাগের একটা প্রচ্ছন্ন কুঠরী বাহির হইয়া পড়িল। তাঁবার টেপাইয়ের উপর সুরাসারের অগ্নিশিখা জ্বলিতেছিল, তাহার আলোকে কৌণ্ট ওলাফ্ যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা অতি ভীষণ, তাহা দেখিয়া এমন যে সাহসী পুরুষ কৌণ্ট, তাঁহারও সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। একটা কালো টেবিলের উপর কটিদেশ পর্য্যন্ত নগ্ন একটি যুবাপুরুষ শয়ান—শবের মত নিশ্চল। শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মত তাহার দেহে কতকগুলো শলাকা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহা হইতে একবিন্দুও রক্ত ঝরিতেছে না। দেখিলে মনে হয় যেন কোন ধর্ম্মবীর 'মার্টারের' মূর্ত্তি, কেবল ক্ষতস্থানে চিত্রকর যেন লাল রং দিতে ভুলিয়া গিয়াছে।

ওলাফ্ মনে মনে ভাবিলেন, এই ডাক্তার বোধহয় শিবের একজন ভক্ত উপাসক—এই লোকটিকে বোধ হয় শিবের নিকট বলি দিবার মৎলব করিয়াছে।

"ওর কিছুই কষ্ট হচ্চে না; ওর গায়ে চিম্‌টি কেটে দেখুন, ওর মুখের একটি পেশিও নড়বে না।" এই কথা বলিয়া আলপিনের গদি হইতে আল্‌পিন বাহির করিবার মত ডাক্তার উহার গাত্র হইতে শলাকাগুলো বাহির করিয়া লইলেন। উহার উপর তাড়াতাড়ি কয়বার হস্ত-সঞ্চালনের পর বা 'ঝাড়া' দিবার পর, উহার ওষ্ঠাধরে যোগানন্দের একটি মৃদু-মধুর হাসির রেখা দেখা দিল—যেন সে একটা সুখস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার শেরবোনো তাকে ছুটি দিলেন। কাঠের কারুকার্য্য-ভূষিত ঐ প্রচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠের কাষ্ঠকাঠামের মধ্যস্থিত একটা কাটা দরজা দিয়া সে প্রস্থান করিল। মৃদু হাসির ছলে ডাক্তার মুখের বলি-রেখাগুলা বেণী পাকাইয়া বলিলেন,—

"আমি ওর একটা পা কিংবা হাত কেটে ফেল্‌তে পারতাম,—ও

টেরও পেত না। আমি তা করলাম না, কেন না, আমি এখনো সৃষ্টি করতে পারি নে। এ বিষয়ে মানুষ টিকৃটিকি হতেও অধম, মানুষের এতটা শক্তিবিশিষ্ট জীবন-রস নেই যে কাটা অঙ্গ আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারে। আমি সৃষ্টি করতে পারিনে বটে, কিন্তু আমি নবযৌবন এনে দিতে পারি।" এই কথা বলিয়া তিনি এক বৃদ্ধা রমণীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া লইলেন; কালো মার্ব্বেল টেবিলের অনতিদূরে, সেই বৃদ্ধা এক আরাম-কেদারায় চৌম্বক নিদ্রায় নিদ্রিত ছিল; তাহার মুখশ্রী, মনে হয়, এক সময়ে সুন্দর ছিল, এখন শুষ্ক ম্লান হইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার বাহুর, তাহার স্কন্ধের, তাহার বক্ষের শীর্ণ গঠনের উপর কালের উপদ্রব স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ডাক্তার স্বীয় নীল তারার প্রখর স্থির দৃষ্টি খুব আগ্রহের সহিত, কয়েক মিনিট ধরিয়া তাহার উপর নিবদ্ধ করিলেন; ক্ষীণরেখা-গুলি আবার পূর্ব্ববৎ সরল হইয়া উঠিল; কুমারী-সুলভ বক্ষের সুগোল-গঠন আবার ফিরিয়া আসিল। কণ্ঠের শীর্ণতা আবার শুভ্রবর্ণ সাটিন্-আভ মাংসে ভরিয়া গেল। গাল বেশ সুগোল হইল, এবং পিচ্ ফলের ন্যায় ঈষৎ গোল ও পেলব হইয়া যৌবনের তাজাভাব ধারণ করিল; উন্মীলিত নেত্রযুগল, একপ্রকার সজীব তরল রসে ভরিয়া গিয়া ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। যেন যাদুমন্ত্রে বার্দ্ধক্যের মুখসটা খসিয়া গেল, এবং বহুকাল-অন্তর্হিতা সেই সুন্দরী যুবতীকে আবার দেখিতে পাওয়া গেল। এই রূপান্তর-দর্শনে কৌণ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন; ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন :—

"আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই স্থূল যৌবনের উৎস হইতে নিঃসৃত অলৌকিক জল-ধারার কতকটা জলে এই রূপান্তর ঘটিয়াছে? আমি বিশ্বাস করি, কেননা, মানুষ নূতন কিছুই উদ্‌ভাবন করতে পারে না; মানুষের প্রত্যেক স্বপ্নই একটা ভবিষ্যৎ দর্শন কিংবা একটা অতীতের

স্মৃতি।—কিন্তু আমার ইচ্ছা বলে এই মূর্ত্তিটিকে প্রস্তরে পরিণত করেছিলাম, এখন মুহূর্ত্তের জন্য ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক্। আর ঐ কোণে যে মেয়েটি শান্তভাবে নিদ্রা যাচ্চে, এখন ওর সঙ্গে একটু পরামর্শ করা যাক্। ঐ মেয়েটির ডল্‌ফির পুরোহিতের চেয়েও দূর-দৃষ্টি। বোহিমিয়া প্রদেশে আপনার যে ৭টি দুর্গ-প্রসাদ আছে, তারই কোন একটি প্রাসাদে ওকে আপনি পাঠিয়ে দিতে পারেন; আপনার দেরাজে সব-চেয়ে গোপনীয় জিনিস কি আছে, ওকে জিজ্ঞাসা করুন—ও বলে দেবে। সেখানে পৌঁছাতে ওর আত্মার এক-সেকেণ্ডেরও বেশি লাগবে না। যাই হোক্, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য বটে; কেন না ঐ একই সময়ের মধ্যে তাড়িৎ ৭০ মাইল লীগ্ অতিক্রম করে; আর, রেল-গাড়ীর কাছে ঘোড়ার গাড়ী যেঁ রকম, চিন্তার কাছে তাড়িৎশক্তিও সেই রকম। আপনার সঙ্গে ওর সম্বন্ধ নিবদ্ধ করবার জন্য আপনি ওর হাতে হাত দিন; আপনার প্রশ্নটি সম্বন্ধে ওকে জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক হবে না। ও আপনার মনোগত প্রশ্ন এম্‌নিই জানতে পারবে।”

কৌণ্ট মনে মনে যে প্রশ্ন করিলেন, ঐ মেয়েটি অতি ক্ষীণ স্বরে তাহার উত্তর দিল :—

“সিডার কাঠের সিন্দুকের ভিতর, অতিসূক্ষ্ম বালির গুঁড়ার মত এক টুক্‌রা মাটি আছে তার উপর একটা ছোট পায়ের ছাপ্ দেখা যায়।”

ডাক্তার তাঁর স্বপ্নদর্শী মেয়েটির অভ্রান্ততায় যেন দৃঢ়নিশ্চয় এই ভাবে কোন দ্বিধা না করিয়াই বলিলেন :—

—“মেয়েটি ঠিক বলেছে কি না ?”

কৌণ্টের গাল লাল হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ তাঁহাদের ভালবাসার প্রথম অবস্থায়, একটা উপবনের বালুময় গলিপথে তরুণী প্রাস্কোভির পায়ের যে ছাপ্ পড়িয়াছিল, বালুময় মাটিসমেত সেই ছাপ্‌টি কৌণ্ট

উঠাইয়া লইয়া ঝিনুক ও রূপা-খচিত একটা বাক্‌সোর ভিতর, সেই ছাপ্‌-সমেত মৃত্তিকাখণ্ড স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। এবং উহার অতি ক্ষুদ্র চাবিটি একটি খুব সরু চেনে বদ্ধ হইয়া তাঁহার গলায় ঝুলিত।

শিষ্টাচারে অভ্যস্ত ডাক্তার, কৌণ্টের লজ্জা-সঙ্কোচ লক্ষ্য করিয়া আর পীড়াপীড়ি করিলেন না, এবং তাঁহাকে একটা টেবিলের অভিমুখে লইয়া গেলেন। ঐ টেবিলের উপর হীরকের ন্যায় স্বচ্ছ খানিকটা জল রাখা হইয়াছিল।

"যে ঐন্দ্রজালিক আর্শিতে, মেফিষ্টোফেলিস্‌ ফৌষ্টকে হেলেনের মূর্ত্তি দেখিয়েছিল, সেই আর্শির কথা বোধ হয় আপনি শুনেছেন; আমার রেশমী মোজার মধ্যে ঘোড়ার খুর ও আমার টুপিতে দুইটা কুঁকড়োর পালক না থাক্‌লেও, একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়ে আপনাকে নির্দ্দোষ আমোদ দিতে পারি। এই জল-পাত্রের উপর আপনি ঝুঁকে থাকুন, আর যে রমণীকে আপনি এখানে আন্‌তে চান, একাগ্রচিত্তে তাঁকে চিন্তা করুন। জীবিত হোক্‌, বা মৃত হোক্‌, দূরে থাকুক বা নিকটে থাকুক— জগতের শেষ-প্রান্ত থেকে, ইতিহাসের গহন রসাতল থেকে সে আপনার ডাকে এখানে এসে উপস্থিত হবে।"

ডাক্তারের কথামত কৌণ্ট জল-পাত্রের উপর ঝুঁকিয়া রহিলেন। একটু পরেই তাঁহার দৃষ্টির প্রভাবে, পাত্রের জল বিক্ষুব্ধ হইয়া 'ওপ্যাল'-মণির বর্ণ ধারণ করিল; জল-পাত্রের কিনারাটা বেলোয়ারি কলমে বিশ্লিষ্ট বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় বিভূষিত হইল। ইহা যেন একটা ছবির ফ্রেমের মত হইল। ছবি আগেই আঁকা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু উহা সাদাটে মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমে কুয়াসাটা মিলাইয়া গেল। অমনি স্বচ্ছ জলের উপর এক

তরুণীর ছবি ফুটিয়া উঠিল। পরিধানে আলথাল্লার ন্যায় একটা শিথিল পরিচ্ছদ; নেত্রযুগলের বর্ণ সমুদ্র-হরিৎ, কুঞ্চিত স্বর্ণ-কুণ্ডল, পিয়ানোর পর্দাগুলোর উপর চঞ্চল সুন্দর হাতদুটি ছুটিয়া বেড়াইতেছে। ছবিখানি এমন চমৎকার আঁকা যে, তাহা দেখিলে গুণী চিত্রকরেরাও ঈর্ষায় মরিয়া যাইত।—

ইনিই রাণী প্রাস্কোভি লাবিন্স্কা; কৌণ্টের আবেগময় আহ্বান শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তার, কৌণ্ট-ওলাফের হস্ত গ্রহণ করিয়া সম্মোহন-জল-পাত্রের একটা পাম্নার উপরে উহা স্থাপিত করিলেন। বৈদ্যুতিক চুম্বক-শক্তিতে ভরা ঐ ধাতুখণ্ড একটু স্পর্শ করিবামাত্র কৌণ্ট যেন বজ্রাহত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন।

ডাক্তার উঁহাকে বাহুর দ্বারা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং হাল্কা পালকের মত উঠাইয়া লইয়া একটা পালঙ্কের উপর শুয়াইয়া দিলেন। তারপর ঘণ্টা বাজাইয়া ভৃত্যকে ডাকিলেন। ভৃত্য দরজার চৌকাঠে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার বলিলেন—

"অক্টেভকে এখানে নিয়ে আয়।"

৬

যে বাড়ীতে অক্টেভ বাস করিত, সেই বাড়ীর নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে ডাক্তারের মন্ত্রপূত জল-পাত্রোত্থিত গুরুগুরু গর্জ্জন-নাদ শোনা গিয়াছিল; শুনিবামাত্র প্রায় তখনই অক্টেভ ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অক্টেভ হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া আছে,—এমন সময় ডাক্তার, অক্টেভকে দেখাইল—কৌণ্ট ওলাফ একটা পালঙ্কের উপর হাত-পা ছড়াইয়া মৃতবৎ পড়িয়া আছেন। প্রথমে অক্টেভের মনে হইল বুঝিবা কেহ কৌণ্টকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়াছে,—অক্টেভ কিয়ৎক্ষণের জন্য ভয়স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কিন্তু আর একটু মনোযোগ দিয়া দেখিবার পর, লক্ষ্য করিল, ঐ নিদ্রিত যুবকের বক্ষদেশ প্রায়-অননুভব্য ক্ষীণ শ্বাসপ্রশ্বাসে একবার উঠিতেছে আবার পড়িতেছে। ডাক্তার বলিলেন :—

"এই দেখ, তোমার ছদ্মবেশ প্রায় প্রস্তুত হয়েছে। এ ছদ্মবেশের যোগাড় করা বড় শক্ত। এ ছদ্মবেশ দোকানে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু রোমিও যখন ভেরোনার বারাণ্ডার উপরে উঠেছিল, তখন তার ঘাড় ভাঙ্গবার সম্ভাবনাটা থাকা সত্ত্বেও রোমিওর চিত্তকে উদ্বিগ্ন করতে পারে নি। সে জানত, জুলিয়েট, নৈশ অবগুণ্ঠনে আবৃত হয়ে উপরের কামরায় তার জন্য অপেক্ষা করচে। কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভির মূল্য ক্যাপুলেট-দুহিতার চেয়ে বড় কম নয়।"

এই আশ্চর্য্য অবস্থা দেখিয়া অক্টেভের চিত্ত এতটা বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, সে কোন উত্তর করিল না। সে ক্রমাগত কৌণ্টকে দেখিতে লাগিল। দেখিল, কৌণ্টের মস্তক পশ্চাতে অল্প হেলিয়া একটা বালিসের উপর

স্তম্ভ। গথিক্ মঠের ভিতর সমাধিস্থানের উপরে, যে সকল বীর-পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায় তাহাতে ঘাড়ের নীচে খোদাই-কাজ করা একটা মার্ব্বেলের বালিস থাকে—এ যেন ঠিক সেই রকম। এই সুন্দর ও মহান মূর্ত্তির অভ্যন্তরস্থ আত্মাকে অক্টেভ বেদখল করিতে যাইতেছে,—এই চিন্তায় তার মনে একটু অনুতাপ উপস্থিত হইল।

অক্টেভ এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার মনে করিলেন, বুঝি অক্টেভ এখনো ইতস্ততঃ করিতেছে। ডাক্তারের ঠোটের ভাঁজের উপর দিয়া একটা অস্পষ্ট অবজ্ঞার হাসি চলিয়া গেল—ডাক্তার অক্টেভকে বলিলেন :—

"তুমি যদি মন স্থির না করে থাক, তা'হলে আমি কৌণ্টকে জাগিয়ে দিতে পারি। আমার চৌম্বক-শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে, যেমন তিনি এসেছিলেন তেমনি আবার ফিরে চলে যাবেন; কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখ, এ রকম সুযোগ আর কখনো পাওয়া যাবে না।

সে যাই হোক্, তোমার প্রেমের সম্বন্ধে আমার বেশ একটু দরদ হয়েছে, একটা পরীক্ষা করতে আমার ইচ্ছে হয়েছে—সে রকম পরীক্ষা য়ুরোপে আমি কখনো চেষ্টা করিনি। আমি তোমার কাছে এ কথা লুকোতে চাইনে যে এই আত্মার বিনিময় ব্যাপারে একটু বিপদ আছে। তোমার বুকে হাত দিয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর। তোমার জীবন-পাশার যা সব চেয়ে বড় দান তা পাবার জন্য কি তুমি মুক্ত হৃদয়ে তোমার জীবনকে সঙ্কটাপন্ন করতে রাজি আছ? শাস্ত্রে আছে প্রেম মৃত্যুরই মত বলবান।"

অক্টেভ শুধু এই উত্তর দিলেন :—

—"আমি প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার তাঁর শ্যামলবর্ণ শুষ্ক দুই হাত খুব তাড়াতাড়ি ঘসাঘসি করিয়া বলিয়া উঠিলেন :—

"বেশ বাবা, বেশ। কোন বাধাতেই পিছপাও হয় না—তোমার এই প্রেমের আবেগ দেখে আমি তুষ্ট হলাম! এ জগতে দুইটি মাত্র জিনিস আছে; আবেগ আর ইচ্ছাশক্তি। তুমি যদি সুখী না হও সে নিশ্চয়ই আমার দোষ নয়। গুরুদেব ব্রহ্মলোগম্! অপ্সরাসঙ্গীত-মুখরিত ইন্দ্রলোক হতে তুমি ত সব দেখছ—তোমার মৃত কঙ্কাল পরিত্যাগ করবার সময় আমার কাণে যে মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলে, তা কি আমি বিস্মৃত হয়েছি? না, সেই মন্ত্র, সেই সব মুদ্রাভঙ্গী আমার বেশ মনে আছে। তবে এখন কার্য্য আরম্ভ হোক! এইবার আমাদের কটাহে এক অপূর্ব্ব রান্না চড়বে—ম্যাকবেথের সেই ডাকিনীদের মত কেবল তাদের সেই নীচ ধরণের ডাকিনী-মন্ত্র থাকবে না। আমার সম্মুখে এই আরাম-কেদারায় তুমি বোসো। আমার শক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে' আত্মসমর্পণ কর। বেশ! আমার চোখের উপর চোখ রাখো, আমার হাতে হাত রাখ। এখনি মন্ত্রের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আকাশ ও কালের ধারণা লুপ্ত হচ্চে, অহং জ্ঞান ও আত্মচৈতন্য অপনীত হচ্চে, চোখের পাতা নেমে এসেছে; মাংসপেশী মস্তিষ্কের কথা আর শুনচে না,—শিথিল হয়ে গেছে। চিন্তা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে। যে সকল সূক্ষ্ম বন্ধনে আত্মা শরীরের সহিত আবদ্ধ সেই সব বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়েছে। দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মা স্বর্ণ-অণ্ডের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন, সেই ব্রহ্মা এখন আর বহির্জগৎ হতে পৃথক নন। বাষ্পের দ্বারা তাঁকে পরিষিক্ত করা যাক্, রশ্মির দ্বারা তাঁকে স্নান করিয়ে দেওয়া যাক্।"

ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে যখন এই সকল কথা বিড় বিড় করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন, তখনও তাঁর হাতের "ঝাড়া দেওয়া" এক

মুহূর্ত্তের জন্যও রহিত হয় নাই। তিনি দুই হাত বাড়াইয়া সেই হাত হইতে প্রদীপ্ত রশ্মিচ্ছটা নিক্ষেপ করিতেছিলেন—সেই রশ্মিচ্ছটা সম্মোহিত ব্যক্তির কপালে ও বক্ষে গিয়া লাগিতেছিল। ক্রমে তাহার চারিধার রশ্মি-মণ্ডলের ন্যায় একটা দৃশ্যমান ফস্‌ফরস-গন্ধিত বায়ু-মণ্ডল গড়িয়া উঠিল।

আপনার কাজের জন্য আপনাকে আপনি বাহবা দিয়া ডাক্তার শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন—বেশ বেশ! খুব ভাল! তারপর একটু থামিয়া যখন দেখিলেন, ব্যক্তিত্বের জ্ঞান একেবারে লোপ পাইবার পূর্ব্বে ব্যক্তিত্ব-জ্ঞান বজায় রাখিবার জন্য অক্টেভের মাথার ভিতর তখনও খুব একটা চেষ্টা চলচে, তখন তিনি বলিলেন, "দেখা যাক্, দেখা যাক্—কে আমার মন্ত্রের প্রতিরোধ করতে পারে! মস্তিষ্ক-পাকের মধ্যে তাড়িত হয়ে, না জানি কোন্ বিদ্রোহী মনোভাব আদিম পরমাণুর উপর, জীবনের কেন্দ্র-বিন্দুর উপর জমা হয়ে আমার প্রভাবকে এড়াবার চেষ্টা করচে। আমি নিশ্চয়ই তা'কে পাকড়াও করতে পারব, তা'কে কাবু করতে পারব।"

এই অনিচ্ছাকৃত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ডাক্তার তাঁর দৃষ্টির 'ম্যাগনেটিক্ ব্যাটারি'তে আরও বেশি শক্তি সঞ্চালিত করিলেন এবং সেই বিদ্রোহী চিন্তাটাকে উপমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের মজ্জা—এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে লইয়া আসিলেন—যে স্থানটি আত্মার গুপ্ততম পবিত্র স্থান, রহস্যময় দেব-নিকেতন। তিনি সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

তখন তিনি মহা গাম্ভীর্য্য সহকারে এক অশ্রুতপূর্ব্ব পরীক্ষা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় এক শণ-নির্ম্মিত পোষাক পরিধান করিলেন, একটা সুরভিত জলে হস্ত প্রক্ষালন করিলেন; বিভিন্ন বাঁক্‌স হইতে কতকগুলা গুঁড়া লইয়া গাল ও কপাল চিত্রিত করিলেন,

ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র বাহুতে জড়াইলেন, গীতার দুই-তিনটা শ্লোক আবৃত্তি করিলেন, 'এলিফ্যান্‌টা' গুহার সন্ন্যাসী যে সব খুঁটিনাটি আচার-অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহার একটাও ছাড়িলেন না।

এই সব অনুষ্ঠান শেষ হইলে, তিনি উত্তাপের বড় বড় মুখ খুলিয়া দিলেন, আর তখনি তাঁহার বৈঠকখানা-ঘর আবার প্রখর উত্তাপে উত্তপ্ত হইল। থরমমেটারে ১২০ দাগ তাপ উঠিয়াছে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন —"এই স্বর্গীয় অগ্নির দুই স্ফুলিঙ্গ, যাহা এখন দেহ-পিঞ্জর থেকে নগ্নাবস্থায় বের হয়ে আসবে, আমাদের তুষার-শীতল হাওয়ায় ঐ স্ফুলিঙ্গ-দুটিকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হবে না—বা নির্ব্বাপিত হতে দেওয়া হবে না।"

ডাক্তার সাদা বস্ত্র পরিধান করিয়া জড়পিণ্ডবৎ এই দুই দেহের মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। দেবীর নিকট যাহারা নরবলি দেয়, সেই ভীষণ রক্তপিপাসু পুরোহিতের ন্যায় এই সময় তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার যজ্ঞের প্রক্রিয়া শান্তিরসাশ্রিত।

নিশ্চেষ্ট নিশ্চল কৌণ্ট ওলাফের নিকট ডাক্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া, তাঁর সেই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, তাহার পর গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন অক্টেভের নিকটে গিয়া সেই মন্ত্রই আবার তাড়াতাড়ি আবৃত্তি করিলেন।

ডাক্তারের যে চেহারা সচরাচর অতি অদ্ভুত দেখিতে, তাহা এই সময় এক অপূর্ব্ব মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। এই রহস্যময় অনুষ্ঠানের সময় তাঁহার মুখের বিশৃঙ্খল রেখাগুলি চলিয়া গিয়া মুখশ্রীতে একটা শান্ত ভাব আসিয়াছিল, পুরোহিতোচিত একটা গাম্ভীর্য্য দেখা দিয়াছিল।

এই সময় কতকগুলি আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতে লাগিল। একটা যন্ত্রণার তড়কার ন্যায় কৌণ্ট ও অক্টেভ উভয়ের দেহ একই সময়ে নড়িয়া উঠিল। উহাদের মুখ বিকৃত হইল, উহাদের মুখে 'গ্যাজ'

উঠিতে লাগিল। গাত্র-চর্ম্ম শবের মত বিবর্ণ হইল। তথাপি দুটি ক্ষুদ্র নীলাভ আলোক-স্ফুলিঙ্গ উহাদের মাথার উপর ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল—কম্পিত হইতে লাগিল।

যেন আকাশে একটা রেখা-পথ নির্দ্দেশ করিতেছেন, এইভাবে ডাক্তার স্বকীয় বিদ্যুৎপ্রবাহী হস্তাঙ্গুলির একটা ইঙ্গিত করিবামাত্র ফস্‌ফরস-গর্ভ বিন্দুদ্বয় চলিতে আরম্ভ করিল, এবং উহাদের পশ্চাতে একটা আলোকের রেখাচিহ্ন রাখিয়া দিয়া, স্বকীয় নূতন আবাসে প্রবেশ করিল:—অক্টেভের আত্মা কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির শরীরকে অধিকার করিল এবং কৌণ্টের আত্মা অক্টেভের শরীরকে অধিকার করিল:—অবতারের কার্য্য সম্পন্ন হইল।

গালের একটু রক্তিম আভায় বুঝা গেল, যে দুই মৃণ্ময় মানব-আবাস কয়েক সেকেণ্ড আত্মাহীন হইয়া ছিল এবং ডাক্তারের বিদ্যুৎশক্তির অবিদ্যমানে যমরাজ যাহাকে আপনার কবলে আনিয়াছিলেন, এইমাত্র সেই দুই মৃত্তিকাখণ্ডের ভিতরে জীবনীশক্তি প্রবেশ করিয়াছে।

আনন্দ-উল্লাসে ডাক্তার শেরবোনোর চোখের তারায় বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। তিনি ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিলেন; "ধন্বন্তরি প্রভৃতি যে সব চিকিৎসকের নাম-ডাক, মানব-দেহের ঘড়ি বিগ্‌ড়াইয়া গেলে, মেরামৎ করিতে পারেন বলিয়া যাঁদের খুব অহঙ্কার,—আমি যা করিলাম এই কাজ তাঁরা করুন দিকি।

যখন আত্মা আমার এক্তিয়ারে আছে, তখন শব-দেহের কি-তোয়াক্কা রাখি?"

এই বাক্য-বিন্যাস শেষ করিয়া, ডাক্তার শেরবোনো, যে রঙিন গুঁড়ার রেখায় নিজের মুখ চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা মুছিয়া ফেলিয়া,

এবং ব্রাহ্মণের পরিচ্ছদ ছাড়িয়া ফেলিয়া, অক্টেভের আত্মার দ্বারা অধিকৃত কৌণ্টের শরীরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর, সম্মোহন-নিদ্রার অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সম্মোহন-বিদ্যার উপদেশ অনুসারে হাতের 'ঝাড়া' দিতে লাগিলেন;—সেই এক এক 'ঝাড়ায়' অঙ্গুলীপ্রান্ত হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল।

আর কয়েক মিনিটের পর, অক্টেভ-লাবিন্স্কি (আমাদের বর্ণনা বিশদ করিবার জন্য এখন হইতে অক্টেভকে অক্টেভ-লাবিন্স্কি বলিব) স্বীয় আসনে উঠিয়া বসিলেন, চোখে হাত রগড়াইতে লাগিলেন এবং চারিদিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—এখনও তাঁহার অহং চৈতন্য ফিরিয়া আসে নাই। যখন তাঁর বাহ্য-জ্ঞান স্পষ্ট ফিরিয়া আসিল, তখন প্রথমেই দেখিতে পাইলেন, তাঁর আপনার বাহিরে তাঁর আকৃতিটা একটা পালঙ্কের উপর স্থাপিত হইয়াছে। এ যে স্পষ্ট দেখা যাচ্চে! আর্শির প্রতিবিম্বরূপে না—প্রত্যক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে। অক্টেভ-লাবিন্স্কি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

এই চীৎকার-শব্দে তাঁর কণ্ঠস্বরের ধ্বনি ছিল না—এই শব্দে তাঁর মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল। 'ম্যাগ্নেটিক'-নিদ্রার সময় এই আত্মার বিনিময় হওয়ায়, অক্টেভ উহার স্মৃতি ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই,—তাই তিনি একটা অভূতপূর্ব্ব অসোয়াস্তি অনুভব করিতেছিলেন। এখন অন্য নূতন ইন্দ্রিয় আসিয়া তাঁহার চিত্তবৃত্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। একজন শ্রমজীবীর নিকট হইতে তাহার অভ্যস্ত হাতিয়ার সকল উঠাইয়া লইয়া তাহাকে অন্য হাতিয়ার দিলে যেরূপ হয় ইহা কতকটা সেইরূপ। আত্মা-বিহঙ্গ ঠাঁই-ছাড়া হইয়া একটা অপরিচিত মস্তিষ্ক-খোলের মধ্যে, পাখার ঝাপ্‌টা মারিতে মারিতে, মস্তিষ্কের জটিল প্যাঁকের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে—

সেই মস্তিষ্কের মধ্যে অপরিচিত ধারণাদির কতকটা রেখাচিহ্ন এখনো রহিয়া গিয়াছে।

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কির বিস্ময়টা বেশ-একটু উপভোগ করিয়া ডাক্তার বলিলেন ;—আচ্ছা, এখন তোমার এই নতুন আবাসটা কেমন লাগচে ? যার মত সুন্দরী এই ভূমণ্ডলে বিরল সেই সুন্দরীর পতি বীরপুরুষ কৌণ্টের দেহ-মন্দিরে তুমি বেশ গট্‌ হয়ে বসে নিয়েছ ত ? তোমার বসৎ-বাড়ীর সেই বিষাদময় ঘরে আমি যখন তোমাকে প্রথম দেখি তখন ত তুমি মৃত্যু কামনা করছিলে! এখন কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই তোমার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত ; রাণী প্রাস্কোভির কাছে তোমার প্রেম জানাতে গিয়ে তখন তুমি তাঁর কাছ থেকে মুখ-থাবড়া পেয়েছিলে, এখন আর তোমার সে ভয় নেই। এখন আর বোধ হয় তুমি মৃত্যু-ইচ্ছা করবে না। এই যে বানর-মুখো বৃদ্ধ বালথাজার শেরবোনোকে দেখ্‌ছ—এখন তুমি বেশ বুঝতেই পার্‌চ, তার অসাধ্য কিছুই নেই—আবার তোমার আত্মাকে অন্য শরীরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে—তার ঝুলিতে এখনো নানা তুক্‌-তাকের জিনিস আছে।”

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি উত্তর করিলেন—“ডাক্তার, আপনার শক্তিসামর্থ্য দেবতার মত—অন্ততঃ দানবের মত। আপনার এই শক্তি, দৈবী কিংবা দানবী শক্তি না হয়ে যায় না।”

—“না বাবা, সে ভয় কোরো না, ওর ভিতরে ভূতুড়ে বা দানবি কাণ্ড কিছুই নেই। তোমার মুক্তির পথে কোন বিঘ্ন হবে না :— তোমার সঙ্গে চুক্তি করে সেই চুক্তি-পত্রে লাল কালিতে তোমাকে সই করতে আমি বল্‌চিনে। এই সব যা ঘটলো, তার চেয়ে সহজ জিনিস আর কিছুই হতে পারে না। যে শব্দ-ব্রহ্ম আলোকের সৃষ্টি করেছেন,

তিনি কোন আত্মাকেও স্থানান্তরিত করতে পারেন। তাতে আর আশ্চর্য্য কি?"

—"আপনার এই অমূল্য উপকারের জন্য কি বলে' আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব? এর প্রতিদান কি করব? কি দিয়ে এই ঋণ পরিশোধ করব?"

—"তুমি আমার নিকট একটুও ঋণী নও; তোমার উপর আমার একটা টান্ হয়েছিল। সংসারানলে দগ্ধ, রৌদ্র-দগ্ধ বুড়ার কাছে আবেগ জিনিসটা বড়ই বিরল। তুমি তোমার প্রেমের কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছ। আমাদের মধ্যে কেউ বা একটু রাসায়নিক, কেউ বা একটু ঐন্দ্রজালিক, কেউ বা একটু দার্শনিক—কোন-না-কোন আকারে সবাই আমরা স্বপ্নদর্শী; আমরা অল্পবিস্তর সবাই পরিপূর্ণ অসীমের সন্ধান করে থাকি। সে যা হোক্, তুমি এখন ওঠো, চলা-ফেরা কর, বেড়িয়ে বেড়াও; দেখ, তোমার নূতন গাত্র-চর্ম্মের দরুণ, এই বাহ্য পরিবেষ্টনের মধ্যে একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌চে কি না?"

অক্টেভ-লাবিন্স্কি, ডাক্তারের উপদেশ মত ঘরের মধ্যে দুই-চারিবার একটু পায়চালি করিলেন। এখন আর তেমন বাধো-বাধো মনে হইতেছে না; কৌণ্টের শরীরের মধ্যে, অন্য আত্মা বাস করিলেও, পূর্ব্ব-অভ্যাসগুলার একটা ঝোঁক, একটা বেগ কৌণ্টের দেহে তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল; নব আগন্তুক অক্টেভ-লাবিন্স্কিও এই সকল দৈহিক স্মৃতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিল; কারণ অধিকারচ্যুত পূর্ব্বদেহ-স্বামীর চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গি সমস্তই এক্ষণে নব-আগন্তুককে গ্রহণ করিতে হইবে।

ডাক্তার একটু হাসিয়া বলিলেন:—"আমি যদি তোমাদের আত্মার এই বিনিময়-প্রক্রিয়ায় স্বয়ং লিপ্ত না হতাম, তা হলে আমার বিশ্বাস

হত,—আজ রাত্রে যাহা কিছু ঘটেছে সবই সচরাচর ঘটনা; আর তুমিই প্রকৃত বৈধ ও প্রামাণিক লিথুনিয়ার কৌণ্ট ওলাফ্-লাবিন্স্কি। এখন ত আসল কৌণ্টের আত্মা তোমার পরিত্যক্ত দেহের খোলসের মধ্যে ঐখানে নিদ্রায় মগ্ন।

কিন্তু এখনি রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টা বাজবে। এই বেলা রাণীর কাছে যাও—তাস-পাশা খেলে দেরী করে বাড়ী এলে বলে তাঁর কাছ থেকে ধমক খেতে না হয়। একটা ঝগড়া করে বিবাহ -জীবনের আরম্ভ করাটা ভাল নয়—সে একটা কুলক্ষণ। ততক্ষণ আমি খুব সাবধানে তোমার পুরোনো খোলোসটাকে আবার জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করব।

ডাক্তারের কথাগুলা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া অক্টেভ-লাবিন্স্কি তাড়াতাড়ি ঘরের বাহির হইল। সিঁড়ির ধাপের নীচে কৌণ্টের জাঁকালো লাল-ঘোড়ার জুড়ী অধীরভাবে খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল। মুখের লাগামের লোহাটি কামড়াইতেছিল এবং তাহাদের মুখ-নিঃসৃত ফেন-পুঞ্জে সম্মুখের পাথরে-বাঁধানো স্থানটা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল। এই যুবকের পদশব্দ শুনিবামাত্র একজন জাঁকালো উর্দ্দি-পরা সইস গাড়ীর পা-দানীর কাছে দৌড়িয়া আসিয়া সশব্দে পা-দানীটা নামাইয়া দিল।

অক্টেভ প্রথমে অভ্যাস-বশে যন্ত্রবৎ তার নিজের সামান্য-ধরণের ব্রুহাম গাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিল,—তারপর এই উচ্চ জাঁকালো 'চেরিয়াট'-গাড়ীতে উঠিয়াই সইসকে গন্তব্যস্থান বলিয়া দিল—সইস কোচম্যানকে বলিল—"হোটেলে চল।" গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে না করিতেই, অশ্বযুগল ঘাড় বাঁকাইয়া সতেজে ছুটিল। পৌছিতে বিলম্ব হইল না। দ্রুতগতি অশ্বের দ্রুত গতি পথের দূরত্বকে যেন গ্রাস করিয়া

ফেলিল। প্রাসাদে পৌঁছিয়া কোচম্যান খুব উচ্চৈঃস্বরে বলিল :—ফাটক্ !

দরোয়ান আসিয়া ফাটকের দুই প্রকাণ্ড কপাট ঠেলিয়া দিয়া গাড়ী-প্রবেশের রাস্তা করিয়া দিল। গাড়ী একটা বালুময় বৃহৎ প্রাঙ্গণে এবং সাদা ও গোলাপী রঙের ডোরা-কাটা একটা চাঁদোয়ার নীচে ঠিক আসিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ-লাবিন্‌স্কি এক-নজরে স্থানটা দেখিয়া লইল। প্রাঙ্গণটা বিশাল, সু-সমান কতকগুলি ইমারতে বেষ্টিত, তাঁবার দীপ-দণ্ডের উপর কাচের ফানসের মধ্যস্থিত দীপ হইতে শুভ্র আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিক উদ্ভাসিত করিতেছে। যে ধরণের সেকেলে ফানস, তাহাতে এই বাড়ীটা হোটেল অপেক্ষা প্রাসাদের মতই মনে হয়। 'ভের্‌সাই'-অলিন্দের যোগ্য কতকগুলি কমলা-নেবুর টব্, য়্যাস্‌ফ্যাণ্টের কিনারার উপর একটু দূরে স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যস্থলে বালুময় ভূমি—এই য়্যাস্‌ফ্যাণ্ট কিনারাটা গালিচার কিনারার মত মধ্যস্থিত বালুভূমিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে।

এই রূপান্তরিত প্রেমিক বেচারা, দরজার চৌকাঠে পদার্পণ করিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; তার বুক ধড়াস ধড়াস করিতে লাগিল। তাহার দেহ কৌণ্ট-ওলাফ লাবিন্‌স্কির দেহ হইলেও, সে বাহ্য-দেহ মাত্র; মস্তিষ্কের মধ্যে যে সব সংস্কার ও ধারণা ছিল, তাহা মালিকের আত্মার সঙ্গে সঙ্গেই পলায়ন করিয়াছিল,—এখন হইতে যে বাড়ীটা অক্টেভ-লাবিন্‌স্কির হইবার কথা, উহা তাহার নিকট অপরিচিত;—উহার ভিতর-কার বন্দোবস্ত সে কিছুই অবগত নহে। তাহার সম্মুখে একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইল, সে কপাল ঠুকিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে লাগিল। ঘসা-মাজা পাথরের ধাপগুলা হইতে শুভ্রচ্ছটা বাহির হইতেছে; এবং

সেই ধাপগুলার উপর ঘোর রক্তবর্ণ গালিচার এক বিস্তৃত ফালি তাঁবার আওটায় আটকানো রহিয়াছে; ধাপে-ধাপে স্থাপিত ফুলদানীতে সুন্দর সুন্দর বিদেশী পুষ্প শোভা পাইতেছে।

ঘর-কাটা-কাটা একটা প্রকাণ্ড ল্যাণ্ঠান একটা মোটা বেগুনি রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—ঐ দড়ি ঝাপ্পা ঝালোরে বিভূষিত। ঘরের দেওয়াল মার্বেলের মত পালিশ-করা সাদা চূণ-বালির কাজে মণ্ডিত; দেওয়ালের গায়ে কানোভা-রচিত "আত্মায় প্রেমের চুম্বন" এই ছবির একটি নকল-চিত্র ঝুলিতেছে—তাহার উপর ল্যাণ্ঠান-নিঃসৃত সমস্ত আলোকচ্ছটা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সিঁড়ির মাথাটা মোজেয়িক কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত; সিঁড়ির দেওয়ালের গায়ে চারিজন বিখ্যাত চিত্রগুণীর চারিখানা চিত্র রেশমী দড়িতে ঝুলিতেছে—চিত্রগুলি এই জমকালো সিঁড়ির সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে। সিঁড়ির মাথার উপরে, সোনার পেরেক-মারা একটা পশমী কাপড়ের উঁচু দরজা। অক্টেভ-লাবিন্স্কি সেই দরজা ঠেলিবামাত্র একটা বিশাল পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে আসিয়া পড়িল। সেই পার্শ্বপ্রকোষ্ঠে জম্‌কালো সাজে সজ্জিত কতকগুলি ভৃত্য নিদ্রা যাইতেছিল। অক্টেভ সেখানে আসিবামাত্র, কল-কাটি টিপিলে যেরূপ হয়—তখনি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া, প্রাচ্যদেশের গোলামের মত দেওয়ালের ধারে উহারা সারি দিয়া দাঁড়াইল।

অক্টেভ বরাবর চলিতে লাগিল। পার্শ্বপ্রকোষ্ঠের পরেই সাদা ও সোনালি রঙের এক বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানায় কেহই ছিল না। অক্টেভ একটা ঘণ্টায় টান দিবামাত্র এক রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল।

"গৃহিণী-ঠাকুরাণীর দর্শন কি পাওয়া যেতে পারে?"

—"রাণী এখন কাপড় ছাড়বার উদ্যোগ করচেন; একটু পরেই দেখা দেবেন।"

৭

অক্টেভের শরীরে এখন ওলাফ-লাবিন্স্কির আত্মা বাস করিতেছে; সঙ্গে আছেন একাকী ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো। এখন এই জড়-পিণ্ড দেহটাকে ডাক্তার আবার সচেতন করিতে উদ্যত হইলেন। নিশ্চেষ্ট ও আড়ষ্টভাবে অক্টেভ-দেহধারী ওলাফ পালঙ্কের এককোণে আবদ্ধ ছিলেন কতকগুলা 'ঝাড়া' দিবার পর ওলাফ-অক্টেভ (পরস্পরের শরীরে পরস্পরের আত্মার বিনিময় হইয়াছে বলিয়া এক্ষণে এইরূপ নামকরণ করিতে হইল) নরকস্থ প্রেত-ছায়ার ন্যায় তাঁহার গভীর নিদ্রা হইতে, অথবা মৃগীরোগের মূর্চ্ছা-মোহ হইতে যন্ত্রের মত উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু এখনো ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল না; এখনো 'মাথাঘোরা'টা সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া যায় নাই; এখনো পা টলিতেছিল। তাঁর চারিদিকে পদার্থ সকলের মধ্যে একটা যেন চাঞ্চল্য উপলব্ধি করিতেছিলেন, বরাবর দেওয়ালের ধারে ধারে বিষ্ণু-অবতারদিগের যেন তাণ্ডব-নৃত্য চলিতেছিল। ডাক্তার শেরবোনো সেই এলিফ্যান্টা সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছেন, দুই হাতে পাখীর ডানা-ঝাড়ার মত হাতঝাড়া দিতেছেন। চসমার চক্র-রেখার ন্যায় শ্যামল বলি-রেখা-বিশিষ্ট নেত্র-মণ্ডলের মধ্যস্থিত নীলবর্ণ দুটি তারা ঘুরিতেছে—ডাক্তারের সম্মোহন-প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ চৈতন্য-লোপের পূর্ব্বে ওলাফ এই যে সব অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, ঐ সব দৃশ্য আবার তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উপর কাজ করিতে লাগিল; ক্রমে আস্তে আস্তে বাস্তব পদার্থ সকল তাঁহার উপলব্ধি হইল। বুক-চাপা দুঃস্বপ্ন হইতে স্বপ্নদর্শী হঠাৎ জাগিয়া উঠিলে যেরূপ হয়, আসবাব-পত্রের উপর ছড়ানো

কাপড়-চোপড়কে প্রেতের উপছায়া এবং দীপালোকে উদ্‌ভাসিত পর্দার তাঁবার আংটা-কড়াগুলাকে দৈত্যের জ্বলন্ত চোখ বলিয়া তাঁহার ভ্রম হইতেছিল।

ক্রমশঃ এই ছায়াবাজির দৃশ্য অন্তর্হিত হইল। আবার সমস্তই স্বাভাবিক আকার ধারণ করিল। ডাক্তার শেরবোনো এখন আর ভারতবর্ষের তাপস সন্ন্যাসী নহেন, এখন তিনি চিকিৎসক ডাক্তার মাত্র; তিনি সাদামাটা ভদ্রতার হাসি মুখে আনিয়া ওলাফকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—"কৌণ্ট-মহাশয়, আমি আপনার সম্মুখে যে পরীক্ষাগুলি দেখিয়ে ধন্য হয়েছি, সেই পরীক্ষাগুলি দেখে আপনি কি পরিতুষ্ট হয়েছেন?" —এই অতি-নম্র কথার মধ্যে যে একটু বিদ্রূপের ভাব ছিল না এ কথা বলা যায় না। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন :—"ভরসা করি আমার সান্ধ্য-বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন বলে' আপনি পরিতাপ করবেন না, আর বোধ হয় এখন আপনার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দস্তুরমোতাবেক বিজ্ঞান যাকে গাল-গল্প ও বাজিকরের খেলা বলে' উড়িয়ে দেয়, সেই সম্মোহন-প্রক্রিয়ার কথা সমস্তই গাল-গল্প ও বাজিকরের হাতের চালাকি নয়।" ডাক্তারের কথায় সায় দিবার ভাবে, অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট ওলাফ মাথা নাড়িয়া ইসারায় উত্তর করিলেন, এবং ডাক্তার শেরবোনোর সঙ্গে সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন; ডাক্তার প্রত্যেক দরজার কাছে আসিয়া খুব মাথা হেঁট করিয়া কৌণ্টকে নমস্কার করিতে লাগিলেন।

ব্রুহাম গাড়ী অগ্রসর হইয়া একেবারে সোপান ধাপ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। কৌণ্টেস্-লাবিনস্কার পতি, অক্টেভ দেহধারী কৌণ্ট ওলাফ, সহিস কোচম্যানের উর্দ্দি-পোষাক বা গাড়ীর গঠনের প্রতি বড় একটা লক্ষ্য না করিয়াই গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন।

কোচ্‌ম্যান জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবেন?" সবুজ-পোষাক-পরা তাঁর কোচ্‌ম্যান সচরাচর যে স্বরে তাঁকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিত, সেই স্বর শুনিতে না পাইয়া তাঁর গোলমাল ঠেকিল,—তিনি বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন :—

"আমার বাড়ী—আবার কোথায়?

এখন এই ক্রুহাম গাড়িতে উঠিয়া দেখিলেন, গাড়ীটা ঘোর নীল রঙের ফুল-কাটা পশমি কাপড়ে মণ্ডিত; সাটিন-মোড়া বোদামে বিভূষিত। এই সব প্রভেদ সত্ত্বেও তিনি উহা নিজের গাড়ী বলিয়া মানিয়া লইলেন। যেরূপ স্বপ্নে, সচরাচর দৃষ্ট পদার্থ অন্য আকারে দেখা দিলেও সেই পদার্থ বলিয়াই মনে হয়, ইহাও কতকটা সেইরূপ। ইহাও তাঁহার মনে হইল, তিনি আসলে যাহা, তাহা অপেক্ষাও যেন খাটো; তা' ছাড়া তাঁর মনে হইল, তিনি ডাক্তারের বাড়ী কোট পরিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই পরিচ্ছদ তিনি যে পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা ত তাঁর স্মরণ হয় না—এখন দেখিলেন, একটা পাতলা কাপড়ের আলখাল্লা পরিয়া আছেন; এ পরিচ্ছদ তাঁর কাপড়ের আলমারি হইতে ত কখনই বাহির হয় নাই! তিনি অননুভূতপূর্ব্ব একটা সঙ্কোচ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রাতঃকালে তাঁর চিন্তাপ্রবাহ এমন স্বচ্ছ ছিল, এখন যেন সমস্তই কুয়াসাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। সেই সান্ধ্য বৈঠকের অপূর্ব্ব অদ্ভুত দৃশ্যগুলার উপর তিনি এই অবস্থাটা আরোপ করিয়া ঐ বিষয়ের চিন্তায় মন দিলেন না; গাড়ীর কোণে মাথা রাখিয়া একটা এলোমেলো চিন্তাপ্রবাহে না-নিদ্রা না-জাগরণ এইরূপ একটা তন্দ্রাবস্থার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া দিলেন।

ঘোড়া এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া পড়ায় এবং কোচ্‌ম্যান উচ্চৈঃস্বরে "ফাটক", বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠায়, তিনি আপনাতে

ফিরিয়া আসিলেন ; শাশি নামাইয়া দিয়া, গাড়ীর জান্‌লা হইতে মাথা বাহির করিলেন, এবং রাস্তার গ্যাসের আলোয় দেখিতে পাইলেন, এ একটা অপরিচিত রাস্তা, বাড়ীটাও তাঁর বাড়ী নয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

"আমাকে কোথায় নিয়ে এলি? এই কি তবে লাবিন্‌স্কির হোটেল?"

—"হুজুর, মাপ করবেন, আমি তা'হলে বুঝতে পারি নি" কোচ্‌ম্যান এই কথা গুন্‌ গুন্‌স্বরে বলিয়া, কথিত স্থানের অভিমুখে অশ্বযুগলকে আবার চালাইয়া দিল।

যাত্রা-পথে রূপান্তরিত কৌন্ট, মনে মনে অনেক প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু তাহার উত্তর দিতে পারিলেন না। "আমাকে না লইয়া আমার গাড়ী কেন চলিয়া গেল, আমি ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে হুকুম দিয়াছিলাম!" "আর একজনের গাড়ীতে আমি কেন উঠিলাম?" তিনি অনুমান করিলেন, হয় ত একটু জ্বরভাব হওয়ায়, তাঁর জ্ঞান অস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল ; হয় ত সেই "মনের" ডাক্তার, তাঁর বিশ্বাস-প্রবণতা আরও বাড়াইবার জন্য, তাঁর নিদ্রিত অবস্থায় "হাশিশ্‌" কিংবা উহারই মত কোন প্রকার বিভ্রম-উৎপাদক মাদক দ্রব্য খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি বিশ্রাম করিলেই এই সব বিভ্রম নিশ্চয় চলিয়া যাইবে।

লাবিন্‌স্কির হোটেলে গাড়ী আসিয়া পৌছিল।

দরোয়ানকে ফাটক খুলিতে বলায় দরোয়ান ফাটক খুলিতে অস্বীকৃত হইয়া বলিল, "আজ রাত্রে লোক অভ্যর্থনা হবে না ; কেননা হুজুর দুই-এক ঘণ্টার উপর হ'ল বাড়ী এসেছেন—আর রাণী বিশ্রামের জন্য নিজের মহলে চলে গেছেন।"

ভ্রমণকারী অশ্বারোহী পুরুষদিগকে যাতুকরা রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ নিষেধ করিবার জন্য, আরবদেশের কাহিনীতে প্রকাণ্ড তাম্রমূর্ত্তিসকল যেরূপ দ্বার আগলাইয়া থাকে, সেইরূপ প্রকাণ্ড ভীমকায় যে দরোয়ান খুব জাঁকজমক ভাবে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত ফাটকের সম্মুখে খাড়া হইয়াছিল, তাহাকে অক্টেভ-দেহ-ওলাফ এক ঠেলা দিয়া বলিলেন :—

"আরে বেটা, তুই মাতাল না পাগল ?"

এই কথা শুনিয়া দরোয়ানের লাল মুখ রাগে নীল হইয়া উঠিল—সে উত্তর করিল :—

"মশাই, আপনিই মাতাল কিংবা পাগল।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "হতভাগা, যদি আমার আত্মমর্য্যাদা না থাকত......"

বারোয়ারীর সং ভীমের প্রকাণ্ড এক হাত বাহির করিয়া সেই প্রকাণ্ডকায় দরোয়ান উত্তর করিল :—

"চুপ কর! নৈলে আমার এই হাঁটুর তলায় তোর মাথাটা গুঁড়োগুঁড়ো করে', রাস্তার উপর ছুড়ে ফেল্‌ব। বাছাধন, আমার সঙ্গে চালাকি না,—তুই-এক বোতল শ্যাম্পেন বেশী মাত্রায় খেয়েছ বলে' এ সব চালাকি আমার কাছে চলবে না।"

এই কথা অক্টেভ-দেহ-ওলাফ আর বরদাস্ত করিতে না পারিয়া তাহাকে এমন এক ঠেলা দিলেন যে, সেই ঠেলায় সে গাড়ীবারাণ্ডার তলায় গিয়া পড়িল। যে সব ভৃত্য তখনও শুইতে যায় নাই, তাহারা একটা গোলমাল শুনিয়া দৌড়িয়া আসিল।

"হতভাগা, পাজি, নচ্ছার! তোকে আমি জবাব দিলাম। আজ এই রাত্তিরটাও তুই এই বাড়ীতে থাকিস্ আমার ইচ্ছা নয়; দূর হ এখনি থেকে—নৈলে হনে কুকুরের মত তোকে এখনি হত্যা করব। একজন

নীচ ভৃত্যের রক্তে আমার হাতকে কলঙ্কিত করতে আমাকে বাধ্য করিস্‌নে বল্‌চি।"

তাহার পর স্বদেহ হইতে বেদখল কৌণ্ট ঐ অতিকায় দরোয়ানের দিকে ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহার চোখ দুইটা ক্রোধে বিস্ফারিত, ঠোঁটের উপর ফেনপুঞ্জ, হাতের মুঠা কুঞ্চিত। দরোয়ান কৌণ্টের দুই হাত তাহার এক হাতের ভিতর লইয়া মধ্যযুগের যন্ত্রণা দিবার পাক-সাঁড়াশী যন্ত্রের মত তাহার হেড়ো গাঁঠওয়ালা খাটো মোটামোটা আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, পিষিয়া ফেলিবার যোত্র করিয়াছিল। এই অতিকায় পুরুষটা আসলে লোক ভাল—উহার কোন বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল না। আগন্তুককে শুধু একটু শিক্ষা দিবার জন্য দুই-চারিটি মর্ম্মান্তিক টিপুনি দিয়াছিল। তারপর আগন্তুককে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

"দেখ, একটু ঠাণ্ডা হও। ভদ্রলোকের মত কাপড় চোপড়—তোমার এইরকম ব্যবহার করা, রাত্রে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে এইরকম গোলমাল করা কি সুবুদ্ধির কাজ? বেশ দেখ্‌ছি, এ কাজ নেশার ঝোঁকে করেছ—কে নাজানি তোমাকে মদ খাইয়ে মাতাল করে ছেড়েছে! এইজন্যই তোমার উপর আমি মারপীঠ করব না, তোমাকে শুধু আস্তে আস্তে রাস্তার উপর রেখে দিয়ে আসব, সেখানেও যদি গোলমাল কর,—রোঁদ্‌ ফেরবার সময় পাহারাওয়ালা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে; এস, একটু তোমাকে বেহালা শোনাই—বেহালার একটা গৎ শুনলে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

অক্টেভ-দেহ-ওলাফ সমবেত ভৃত্যাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

—"নির্লজ্জ বেহায়া,—এই একটা নীচ অলীক কথা বলে তোদের

মনিবকে—লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট-মহোদয়কে অপমান করচে—আর তোরা স্বচক্ষে দেখেও কিছু বল্‌চিস নে!”

এই নাম উচ্চারণ করিবামাত্র ভৃত্যবর্গের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। একটা অট্টহাস্যে, উহাদের জরির ফিতায় বিভূষিত বুকগুলা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল:—“দেখ ভাই, এই লোকটা আপনাকে কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি বলে মনে করচে! হা! হা! হি! হি! বেশ যা হোক!”

অক্টেভ-দেহ-ওলাফের ললাট কণ্ঠ শীতল ঘর্ম্ম-বিন্দুতে আর্দ্র হইল। ছোরার ফলার মত তীক্ষ্ণ একটা কথা যেন তাঁর মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল। “সমারা” দরোয়ানটা সত্যই কি আমার বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল? তখনকার সে জীবনটা কি আমার বাস্তব জীবন? আমার বুদ্ধিটা কি চুম্বক-আকর্ষণের প্রক্রিয়ায় একেবারে গুলিয়ে গিয়েছিল? অথবা কেউ একটা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে' আমাকে এই রকম নাকাল করেছে? এই সব ভৃত্য, যারা আমার কাছে থর্ থর্ করে' কাঁপত, আমার পদানত হয়ে থাক্‌ত, তারা কিনা আমাকে চিন্‌তেই পারলে না! আমায় যেমন কাপড় বদ্‌লে দিয়েছে, গাড়ী বদ্‌লে দিয়েছে, সেইরকম কি আমার শরীরও বদ্‌লে দিয়েছে? ঐ ভৃত্যবর্গের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বিনীত, সে বলিল:—

“দেখ তুমি যে কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি নও, এইবার ঠিক জানতে পারবে। তুমি যে রকম অপমানের কথা বল্‌ছিলে তাই শুনে স্বয়ং কৌণ্ট ঐ দেখ সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন।”

দরোয়ানের বন্দী, প্রাঙ্গনের শেষ-প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, মাটিতে-পোঁতা তাঁবুর মত একটা বৃহৎ ছত্রের চাঁদোয়ার তলে একটি যুবক দণ্ডায়মান। শোভন ছিপ্‌ছিপে গঠন, মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি,

কালো কালো চোখ, শুকসদৃশ নাসা, সরু গোঁফ,—এ ত তিনিই, তিনি ভিন্ন আর কেহ নয়। অথবা সাদৃশ্যে বিভ্রম উৎপাদন করিবার উদ্দেশে সয়তান নিজে বোধ হয় তাঁর প্রেতচ্ছায়ামূর্ত্তি গড়িয়াছেন।

দরোয়ান, কয়েদীকে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিয়াছিল,সেই মুষ্টি শিথিল করিল। দৃষ্টি অবনত, হস্ত পার্শ্বে লম্বিত, নিস্পন্দ, নিশ্চল ভৃত্যবর্গ, বাদশার আগমনে গোলামদিগের ন্যায় দেয়ালের গায়ে ভক্তিভাবে সারি দিয়া দাঁড়াইল। যে সম্মান তাহারা আসল কৌণ্টকে প্রদর্শন করে নাই, সেই সম্মান তাহারা তাঁহার উপছায়াকে প্রদর্শন করিল।

রাণী প্রাস্কোভির পতি, খুব সাহসী হইলেও স্বকীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তির আগমনে, তাঁহার মনে কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইল।

তাঁহাদের বংশগত একটা প্রাচীন কাহিনী তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, তাহাতে এই ভয় আরও বর্দ্ধিত হইল। প্রতিবার লাবিন্স্কি-বংশের কোন ব্যক্তির যখন মৃত্যু হয়, ঠিক তাঁহার মত দেখিতে এক উপছায়া আসিয়া ঐ সংবাদ তাঁহাকে পূর্ব্বেই জানাইয়া দেয়। য়ুরোপের উত্তর খণ্ডের লোকের মধ্যে, স্বপ্নেও নিজের দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখাটা মৃত্যুর পূর্ব্বসূচনা বলিয়া চিরদিন গৃহীত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং কাকেশশের এই নির্ভীক যোদ্ধ্ পুরুষ, আপনার বাহিরে আপনার ছায়ামূর্ত্তি দর্শন করিয়া, একটা অন্ধ-সংস্কারমূলক দুরতিক্রম্য আতঙ্কে আক্রান্ত হইলেন; কামান হইতে গোলা বাহির হইতে যখন উদ্যত, এমন সময়ে যিনি নির্ভয়ে কামানের মুখে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন, সেই তিনি এখন কিনা নিজেরই সম্মুখ হইতে ভয়ে পিছু হটিলেন।

কৌণ্ট লাবিন্স্কি-ওলাফ-দেহধারী অক্টেভ, স্বকীয় পুরাতন শরীরের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ঐ শরীরের মধ্যে কৌণ্টের আত্মা কখন যুঝাযুঝি করিতেছিল, 'কখন ক্রোধে প্রজ্বলিত হইতেছিল, কখন বা ভয়ে

কাঁপিতেছিল। লাবিন্‌স্কি-দেহ অক্টেভ, অক্টেভ-দেহ লাবিন্‌স্কিকে উদ্ধত ও প্রাণহীন ভদ্রতার স্বরে বলিলেন :—

"মহাশয়, এই ভৃত্যদের সঙ্গে বিবাদ করে' অনর্থক আপনার মান হানি করবেন না। যদি আপনি কৌণ্ট লাবিন্‌স্কির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান, তা'হলে জান্‌বেন, তিনি দুপুর দুটোর পূর্ব্বে আগন্তুকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আর কৌণ্টেস্‌-মহোদয়ার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎকারের অধিকার আছে, কৌণ্টেস্‌-মহোদয়া বৃহস্পতিবারে তাঁদের অভ্যর্থনা করেন।"

এই কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিয়া এবং প্রত্যেক শব্দের গুরুত্ব দেখাইবার জন্য, প্রত্যেক শব্দের উপর সজোরে ঝোঁক্ দিয়া এই অলীক কৌণ্ট ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিলেন, আর তাঁর পশ্চাতে দ্বারও রুদ্ধ হইল। অক্টেভ-দেহ ওলাফ-লাবিন্‌স্কি মূর্চ্ছিত হওয়ায় তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। যখন তাঁহার চৈতন্য হইল, তখন তিনি দেখিলেন, এমন একটা শয্যায় তিনি শুইয়া আছেন, যেখানে তিনি পূর্ব্বে কখন শয়ন করেন নাই, এমন একটা ঘরে রহিয়াছেন, যে ঘরে তিনি কখন প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ হয় না। তাঁহার নিকটে একজন অপরিচিত চাকর দাঁড়াইয়াছিল। সে, তাঁহার মাথাটা উঠাইয়া, নাকের কাছে ঈথরের শিশি ধরিল। চাকর অক্টেভ-দেহ কৌণ্টকে আপনার মনিব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"এখন আপনার একটু ভালো বোধ হচ্চে?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন :—

—"হাঁ; ও একটা ক্ষণিক দুর্ব্বলতা মাত্র।"

—"আমি কি এখন যেতে পারি?—না আপনার কাছে আপনাকে দেখ্‌বার-শোন্‌বার জন্য আমাকে এখানে থাক্‌তে হবে?"

—"না, আমাকে একলা থাকৃতে দেও ; কিন্তু চলে যাবার আগে,—বড় আয়নার কাছে যে সব লোহার মশাল-বাতি আছে সেগুলো জালিয়ে দিয়ে যেও।"

—"কিন্তু এত বেশী আলোতে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে বলে' আপনার মনে হচ্চে না কি ?"

—"কিছুমাত্র না ; তা'ছাড়া এখনো আমার ঘুম পায় নি।"

—"আমি শুতে যাব না, যদি আপনার কিছু দরকার হয়, ঘণ্টা বাজালেই আমি ছুটে আসব।"

চাকর, কৌণ্টের পাণ্ডুবর্ণ ও বিশ্লিষ্ট মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে ভীত হইয়াছিল।

চাকর বাতিগুলা জালাইয়া প্রস্থান করিলে, কৌণ্ট আয়নার কাছে ছুটিয়া আসিলেন এবং আলোক-উদ্ভাসিত এই পুরু ও বিশুদ্ধ আর্শির ভিতর দিয়া দেখিলেন :—একটি তরুণ মুখ, মৃদু ও বিষণ্ণ, মাথায় প্রচুর কালো চুল, নীলবর্ণ চোখের তারা রেশমের মত মোলায়েম শ্যামল শ্মশ্রু—তখন বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"একি ! এ মুণ্ডটা ত আমার নয় !" তিনি প্রথমে বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করিলেন, হয়তো কোন দুষ্ট তামাসা-বাজ লোক তাম্র ও ঝিনুক-খচিত আয়নার তির্য্যক্ কিনারার পিছনে তাঁর একটা মুখস্ রাখিয়া দিয়াছে। তিনি পিছনে হাত দিয়া দেখিলেন, হাতে কিছুই ঠেকল না। সেখানে কেহই ছিল না।

আপনার হাত টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন,—তাঁহার হাত অপেক্ষা সরু, লম্বা, ও শিরাসমন্বিত ; অনামিকা অঙ্গুলিতে একটা বড় সোণার আংটি, আংটির মণির উপর কুলচিহ্ন খোদিত। কৌণ্ট এই আংটির অধিকারী কখনই ছিলেন না। তাঁহার পকেট হাতড়াইয়া একটা ছোট পত্র-পেটিকা পাইলেন,—তাহার ভিতর কতকগুলি সাক্ষাৎ করিবার

তাস-পত্র (card) ছিল—তাস-পত্রের উপর এই নামটি লেখা ছিল ;—"অক্টেভ"।

লাবিন্স্কি-প্রাসাদে ভৃত্যদের অট্টহাস্য, তাঁহার দ্বিতীয় মূর্ত্তির আবির্ভাব, আয়নার ভিতরে নিজের মূর্ত্তির বদলে ভিন্ন লোকের মূর্ত্তির ছায়া দর্শন—এ সব বিকৃত মস্তিষ্কের বিভ্রম হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই সব অন্যের পরিচ্ছদ, এই আংটি যাহা তিনি আঙ্গুল হইতে খুলিয়া ফেলিয়াছেন—এই সব সারালো প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রতিবাদ করা, এই সব সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে কিছু বলা অসম্ভব। তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার সম্পূর্ণ রূপান্তর সাধিত হইয়াছে ; নিশ্চয়ই কোন যাদুকর, সম্ভবতঃ কোন দানব তাঁহার আকৃতি, তাঁহার আভিজাত্য, তাঁহার নাম, তাঁহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব তাঁহার নিকট হইতে হরণ করিয়াছে, কেবল তাঁহার আত্মাকে তাঁহার নিকট রাখিয়া দিয়াছে, অথচ সেই আত্মাকে বাহিরে আপনাকে অভিব্যক্ত করিবার কোন উপায় রাখিয়া দেয় নাই।

তাঁহার অবস্থা অন্য প্রকারেও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে তিনি যে শরীরের মধ্যে বন্দী হইয়া আছেন, সে শরীর ধারণ করিয়া তিনি লাবিন্স্কি কৌণ্টের পদবী কখনই আর দাবী করিতে পারিবেন না। সকলেই তাঁহাকে প্রবঞ্চক,—নিদান পক্ষে,—পাগল বলিয়া ঠাওরাইবে। একটা মিথ্যা আকারে আবৃত তিনি—এখন তাঁর স্ত্রীও তাঁহাকে চিনিতে পারিবে না—তাঁকে কে সনাক্ত করিবে ? কি করিয়া তিনি তাঁহার তাদাত্ম্য প্রমাণ করিবেন ? অবশ্য অনেক ঘনিষ্ঠ রকমের ঘটনা আছে, অনেক রহস্যময় খুঁটিনাটি কথা আছে, যা অন্যের অপরিজ্ঞাত হইলেও, কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভির মনে পড়িতে পারে এবং সেই সব কথা মনে করিয়া তাঁহার ছদ্মবেশী স্বামীর আত্মাকে তিনি খুব সম্ভব চিনিতে পারিবেন। কিন্তু একা তাঁহার বিশ্বাসে কি হইবে ? সমস্ত লোকের

মতের বিরুদ্ধে কি তাঁহার বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিবেন? সত্যই তাঁহার "আমি" সম্পূর্ণরূপে তাঁর বেদখল হইয়া গিয়াছে। তাঁর এই রূপান্তরীকরণ শুধু কি বাহিরের আকার ও মুখশ্রীর পরিবর্ত্তন মাত্র অথবা বাস্তবিকই তিনি অন্য কাহারো শরীরে বাস করিতেছেন। তা যদি হয়, তবে তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল? কোনও চুলার মধ্যে পড়িয়া কি ছাই হইয়া গিয়াছে, অথবা কোন সাহসী চোরের অধিকারে আসিয়াছে? লাবিন্স্কি প্রাসাদে তাঁহার অনুরূপ যে দ্বিতীয় মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন তাহা প্রেত-মূর্ত্তি হইতে পারে, কোন অলৌকিক দর্শন হইতে পারে; কিংবা কোন শরীরী জীবন্ত জীবও হইতে পারে, সেই আমির আকৃতি ডাক্তার হয়ত আমার গাত্রচর্ম্ম খুলিয়া লইয়া তাহার ভিতর দারুণ নিপুণতার সহিত ঐ লোকটাকে স্থাপন করিয়াছে।

বিষাক্ত সর্পের ন্যায় এই চিন্তাটা তাঁর হৃদয়কে দংশন করিতে লাগিল।—কিন্তু এই অলীক কৌণ্ট লাবিন্স্কি, কোন দানব যাহাকে আমার আকারে পরিণত করিয়াছে, সেই রক্তপিপাসু হিংস্র পশু, যে এখন আমার বাড়ীতে বাস করিতেছে, ভৃত্যেরা এখন যাহার আজ্ঞাবহ হইয়াছে, হয়ত সে এই সময়ে আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে, সেই কক্ষ যেখানে প্রথম রাত্রির ন্যায় যখনই আমি প্রবেশ করিতাম, আমার হৃদয় একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগে ভরিয়া উঠিত। হয়ত এখন কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি সেই হতভাগার ঘৃণিত স্কন্ধের উপর আপনার স্বর্গীয় রক্তিম রাগে রঞ্জিত সুন্দর মুখখানি আনত করিয়া রহিয়াছেন এবং এই মিথ্যুককে, প্রবঞ্চককে, নারকীকে আমি বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। এখন যদি ছুটিয়া আমার প্রাসাদে যাই আর উচ্চকণ্ঠে কৌণ্টেস্‌কে বলি:—"তোমাকে ও প্রতারণা করচে, ও তোমার হৃদয়েশ্বর ওলাফ নয়! তুমি না জেনে নির্দ্দোষভাবে এমন একটা জঘন্য কর্ম্ম করতে

উত্থত হয়েছ, যা আমার হতাশ আত্মা চিরকাল- অনন্তকাল স্মরণ করবে !"

কৌণ্টের মস্তিষ্ক অগ্নিময় আবেগ-তরঙ্গে আলোড়িত হইতে লাগিল। কখন বা অস্পষ্ট রাগের কথা মুখ দিয়া বাহির হইল, কখন বা মুষ্টি-কণ্ডূয়ন অনুভব করিতে লাগিলেন, ঘরের মধ্যে হিংস্র পশুর মত অস্থির ভাবে পায়চালি করিতে লাগিলেন। তাঁহার অস্পষ্ট অহংজ্ঞান, যেন উন্মাদে আচ্ছন্ন হইবার মত হইল। তিনি ছুটিয়া অক্টেভের প্রসাধন-কক্ষে গেলেন, জলের বাসনে জল ভরিয়া, তাহার মধ্যে মাথা ডুবাইলেন। যখন মাথা উঠাইলেন, তখন সেই কন্‌কনে তুষার-শীতল জলে সিক্ত মাথা হইতে বাষ্প-ধূম উত্থিত হইতেছিল। তাঁহার রক্ত আবার ঠাণ্ডা হইয়া আসিল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, যাদুগিরি ও ডাইনীমন্ত্রতন্ত্রের দিন ত চলিয়া গিয়াছে। মৃত্যুই কেবল আত্মাকে শরীর হইতে বিযুক্ত করিতে পারে। একজন পোলাণ্ডের কৌণ্ট, যে প্যারিসে বাস করে, রথচাইল্ডের কাছে যাহার লক্ষ লক্ষ টাকা ধার আছে, যে বড় বড় বংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, একজন সৌখীন রূপসী যাকে পতিত্বে বরণ করেছে, প্রথম শ্রেণীর রাজ-সম্মানে যে বিভূষিত, তা'কে কি কোন বাজিকর এই রকম করে চোখে ধূলো দিতে পারে ? এ নিশ্চয়ই সেই বালথাজার শেরবোনোর কাজ—আমাকে লইয়া সে একটু মজা করিয়াছে ; কিন্তু ইহাতে তার কুরুচিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এখন এই সমস্তের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই করিতে পারে।

তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তাড়াতাড়ি অক্টেভের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলেন। শুইবামাত্র গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চাকর এক সময়ে আসিয়া, তাঁহার চিঠিপত্র ও খবরের কাগজাদি টেবিলের উপর রাখিয়া গেল।

৮

কৌণ্ট চক্ষু উন্মীলিত করিয়া তাঁহার চারিদিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, শয়ন-কক্ষটি বেশ আরামের কিন্তু খুব সাদাসিদা; চিতাচর্ম্মের অনুকরণে তৈয়ারি একটা গালিচায় ঘরের মেজে আচ্ছাদিত; বুটিদার পরদায় জান্‌লা-দরজা ঢাকা, কাপড়ের মত দেখিতে সমান-চোস্ত সবুজ কাগজে ঘরের দেয়াল মণ্ডিত। কালো মার্ব্বেলে গঠিত একটা ঘড়ি—তাহার উপরে একটা রূপার পুত্তলিকা—তাহার সহিত দুইটা রূপার প্রাচীন পেয়ালা—এই সমস্ত জিনিসে সাদা মার্ব্বেল-গঠিত চিমনী-স্থান বিভূষিত ছিল। একটা পুরাতন ভিনিশিয়ান আর্শি যাহা কৌণ্ট গতরাত্রে আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এক বৃদ্ধার চিত্র—সম্ভবতঃ অক্টেভের জননী—ইহাই এই ঘরের একমাত্র অলঙ্কার; ঘরটি বিষণ্ণ ও কঠোর-দর্শন; আসবাবের মধ্যে একটা পালঙ্ক, চিমনীর নিকটে স্থাপিত একটা আরাম-কেদারা, পুস্তক ও কাগজ-পত্রে আচ্ছাদিত একটা দেরাজ-ওয়ালা টেবিল। এই সকল আসবাব আরামপ্রদ হইলেও লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদের জম্‌কালো আসবাবের কাছ দিয়াও যায় না।

চাকর মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল:—

"মহাশয়, উঠেছেন কি?" এই কথা বলিয়া, তাহার মনিবের প্রাতঃকালের পরিচ্ছদ,—একটা রঙ্গিন কামিজ, একটা ফ্লানেলের প্যান্‌টালুন, একটা আলখাল্লা—কৌণ্টকে দিল। পরের কাপড় পরিতে তাঁর নিতান্ত অনিচ্ছা হইলেও,—অগত্যা ঐ কাপড় তাঁকে পরিতে হইল; কেননা, না পরিলে উলঙ্গ হইয়া থাকিতে হয়। শয্যা হইতে নামিবার সময় একটা কালো ভল্লুকের চামড়ার পা-পোষের উপর পা রাখিলেন।

তাঁহার সাজসজ্জা শীঘ্রই হইয়া গেল। কৌণ্ট অক্টেভ নহে—এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া চাকর কৌণ্টের বস্ত্র পরিধানে সাহায্য করিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ সময় মহাশয় প্রাতর্ভোজন করতে ইচ্ছা করেন?" কৌণ্ট উত্তর করিলেন!—

"নিত্য-নিয়মিত সময়ে"। তাঁহার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় পাছে কোন বাধা ঘটে, এই মনে করিয়া তাঁহার এই দৈহিক পরিবর্ত্তনটা আপাততঃ মানিয়া লইবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন।

চাকর প্রস্থান করিলে, অক্টেভ-দেহ-ওলাফ, সংবাদ-পত্রাদির সহিত যে দুইখানা চিঠি তাঁর জন্য আনা হইয়াছিল, সেই দুইখানা চিঠি খুলিলেন; আশা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার রূপান্তর সম্বন্ধে কোন খোঁজ-খবর পাইবেন। প্রথম চিঠিতে কতকগুলি প্রণয় ভর্ৎসনা আছে—লেখিকা আক্ষেপ করিয়াছেন, কেন বিনা কারণে তার বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করা হইল। দ্বিতীয় পত্রে, অক্টেভের উকিল অক্টেভকে পীড়াপীড়ি করিয়া লিখিয়াছেন, ভাড়ার হিসাবে তিনি যে টাকা পাইবেন, তাহার চতুর্থাংশ যেন কোন লভ্যজনক কাজে খাটান হয়। কৌণ্ট মনে মনে ভাবিলেন:—

"তাই নাকি, তবে ত দেখছি যার শরীরে আমি বাস করছি—সেই অক্টেভ নামে একজন লোক বাস্তবিকই আছে; সে তা হ'লে একটা কাল্পনিক জীব নয়। তার ঘর-বাড়ী আছে, তার বন্ধুবান্ধব আছে, তার উকীল আছে, টাকা খাটাবার মূলধন আছে—একজন ভদ্রলোক গৃহস্থের যা থাকা উচিত সবই আছে, কিন্তু আমার ত বেশ মনে হচ্চে—আমিই কৌণ্ট ওলাফ-লাবিনস্কি।"

কিন্তু আর্শিতে একবার কটাক্ষপাত করিবামাত্র তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হইল, তাঁহার এই মতের সঙ্গে কাহারও মিল হইবে না—কেহই ইহাতে

সায় দিবে না। কি উজ্জ্বল দিবালোকে, কি অস্পষ্ট দীপালোকে, ঐ আর্শিতে ত একই মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতেছে!

বাড়ীর কোথায় কি আছে কৌণ্ট দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তারপর টেবিলের দেরাজ খুলিলেন। একটা দেরাজের মধ্যে দেখিতে পাইলেন,—ভূসম্পত্তির কতকগুলা দলিল, দশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ; আর এক দেরাজের মধ্যে রুষীয় চামড়ার পত্র-পেটিকা—একটা সাঙ্কেতিক তালা দিয়া তাহা বন্ধ রহিয়াছে।

চাকর ঘরে প্রবেশ করিয়া জানাইয়া দিল য়্যাল্‌ফ্রেড সাহেব আসিয়াছেন। চাকরের উত্তর আনিবার অপেক্ষা না করিয়াই অক্টেভের পুরাতন বন্ধু, ঘনিষ্ঠতার ভাবে ঘরের ভিতর হুড়মুড় করিয়া প্রবেশ করিল। আগন্তুক যুবাপুরুষ, মুখে একটা সরল দিল্-খোলা ভাব। যুবক কৌণ্টকে বলিল:—

"এই যে অক্টেভ, আজকাল কি করচ বলদিকি? তোমার হ'ল কি? তুমি বেঁচে আছ না মরেছ? কোথাও তোমাকে ত আর দেখা যায় না; তোমাকে লিখ্‌লেও ত উত্তর পাওয়া যায় না। দেখ, আমার অভিমান করাই উচিত। তবে কিনা, বন্ধুত্বে আমি মান-অভিমানের বড় একটা ধার ধারিনে, তাই তোমাকে দেখতে এলাম। বল কি হে! এক কালেজের সহপাঠী তুমি, তোমাকে কিনা এই অন্ধকার ঘরে বিষণ্ণ হয়ে মরতে দেব! তুমি পীড়িত—তোমার কিছুই ভাল লাগে না—এ সমস্তই তোমার ভাই কল্পনা। তোমার মন ভাল করবার জন্য, তোমাকে একটু আমোদ দেবার জন্য, তোমাকে জোর করে' একটা ভোজের নেমন্তন্নে নিয়ে যাব। সেখানে আজ খুব আমোদ-প্রমোদ হবে। আমাদের বন্ধু "রাম্বো"ও আসবে।"

অর্দ্ধ দুঃখ প্রকাশ ও অর্দ্ধ পরিহাসের স্বরে অক্টেভের বন্ধু অক্টেভ-দেহ

কৌণ্টের নিকট এইরূপ বাক্য-বিন্যাস করিয়া ইংরেজের ধরণে কৌণ্টের হাত ধরিয়া সজোরে এক ঝাঁকানি দিল। কৌণ্ট তাঁহার জীবন-নাট্যে এখন যে ভূমিকাটি তাঁর অভিনয় করিতে হইবে, তাহার মর্ম্ম-ভাবটী ঠিক ধরিয়া লইয়া উত্তর করিলেন :—

"না ভাই, অন্য দিনের চেয়েও আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়েছে। সেখানে যাবার মত আমার মনের অবস্থা নয়। আমি গিয়ে তোমাদেরও বিষণ্ণ করে' তুলব,—তোমাদের আমোদের ব্যাঘাত হবে।"

য়্যাল্‌ফ্রেড দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল,—"বাস্তবিক তোমাকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্চে, মুখে ভয়ানক একটা ক্লান্তির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে। আচ্ছা, তা হ'লে একটু ভাল হও—আর এক সময়ে দেখা যাবে। আমি তবে পালাই। বড় দেরি হয়ে গেছে। এতক্ষণে হয়ত তিন ডজন কাঁচা "অয়ষ্টার" ও এক বোতল শোতেরন্ সুরা পার হয়ে গেছে। "রাম্বো" তোমাকে না দেখতে পেয়ে খুবই দুঃখিত হবে।"

এই আগন্তুকের আগমনে কৌণ্টের বিষণ্ণতা আরও বৃদ্ধি পাইল; —চাকরটা তাঁকেই মনিব ঠাওরাইয়াছে। য়্যাল্‌ফ্রেড তাঁকেই বন্ধু ভাবিয়াছে। এখন কেবল একটা প্রমাণ বাকি। এই চূড়ান্ত প্রমাণ। দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। একটি মহিলা—মাথায় বাঁধা ফিতায় জরির সূতা মিশ্রিত এবং দেয়ালে যে ছবিখানি ঝুলিতেছে সেই ছবির সঙ্গে আশ্চর্য্য সাদৃশ্য—ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং পালঙ্কে উপবিষ্ট হইয়া কৌণ্টকে বলিলেন :—

"কেমন আছিস্‌রে অক্টেভ! চাকর বল্‌ছিল, কাল তুই খুব দেরিতে বাড়ী এসেছিস্; আর ভয়ানক দুর্ব্বল অবস্থায়। বাছা, তোর শরীরের একটু যত্ন করিস্। কেন তুই এত বিষণ্ণ হয়ে থাকিস্, আমার কাছে ত কিছুই খুলে বলিস্‌নে, তোকে দেখলে আমার বুক ফেটে যায়।"

অক্টেভ দেহ ওলাফ্ উত্তর করিলেন :—

"ভয় নেই মা, ও কিছুই গুরুতর নয়; আজ আমি অনেকটা ভাল আছি।"

এই কথায় অক্টেভ-জননী আশ্বস্ত হইলেন। তিনি জানিতেন তাঁর পুত্র একাকী থাকিতে ভালবাসে। বেশীক্ষণ কেহ তাহার নিকট থাকিয়া তার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিলে তাহার ভাল লাগে না। তাই তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রস্থান করিলে, কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন, "আমি তবে নিশ্চয়ই অক্টেভ; অক্টেভের মা আমাকে চিন্‌তে পারলেন। তাঁর পুত্রের শরীরে এক অপরিচিত আত্মা বাস করচে—এটা ত তিনি মনে করলেন না। সম্ভবতঃ চিরদিনের মত আমাকে এই আবরণের মধ্যে বদ্ধ থাক্‌তে হবে, অন্যের শরীরে আত্মা আবদ্ধ—আত্মার এ কি অদ্ভুত কারাগার! তথাপি কৌণ্ট-ওলাফ-লাবিন্‌স্কির অস্তিত্বকে, তাঁর কুলচিহ্নকে, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া, আর সামান্য এক গৃহস্থের অবস্থায় পরিণত হওয়া—এ বড়ই কঠিন। যে চামড়াটা এখন আমার গায়ে লগ্ন হয়ে আছে, সে চামড়াটা ছিঁড়ে একটি একটি করে, ওর প্রথম-অধিকারীকে আমি প্রত্যর্পণ করব। যদি আমি প্রাসাদে ফিরে যাই? না!—তা'হলে অনর্থক একটা কেলেঙ্কারি হবে, দরোয়ান আমাকে দরজায় ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। আমি ত এখন রুগ্ন লোকের বস্ত্র পরে আছি। আমার দেহে এখন আর সে বল নাই। দেখা যাক্, অনুসন্ধান করা যাক্, এই অক্টেভ কি রকম করে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করত, আমার একটু জানা দরকার।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি সেই পোর্টফোলিওটা খুলিতে চেষ্টা করিলেন। ছুঁইবামাত্র হঠাৎ স্প্রিংটা খুলিয়া গেল; কৌণ্ট উহার চামড়ার পকেট হইতে প্রথমে কতকগুলা

কাগজ টানিয়া বাহির করিলেন, উহা ঘন-নিবদ্ধ ও সূক্ষ্ম লেখায় কালো হইয়া গিয়াছে—তাহার পর একটা চৌকো চর্ম্ম-কাগজের উপর তত নিপুণ হাতের না হইলেও, কৌণ্টেস্ প্রাস্কোভি লাবিন্‌স্কার একটা পেন্সিলে আঁকা ছবি রহিয়াছে—ছবিটা অবিকল তাঁর মত—দেখিলেই চেনা যায়।

এই আবিষ্কারে কৌণ্ট একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। বিস্ময়ের পরেই একটা ভীষণ ঈর্ষার আবেগে তাঁহার সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। কৌণ্টেসের ছবি কেমন করিয়া এই অপরিচিত যুবকের গুপ্ত পত্র-পেটিকার মধ্যে আসিল? কোথা হইতে আসিল? কে চিত্র করিল? কে ইহাকে দিল? প্রাস্কোভি—যাঁকে তিনি দেবীর মত পূজা করেন, তিনি কিনা তাঁর স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া এই জঘন্য গুপ্ত-প্রেমে লিপ্ত হবেন? যে রমণীকে এতদিন তিনি নিষ্কলঙ্ক ভাবিয়া আসিয়াছেন, সেই রমণীর প্রণয়ীর শরীরের মধ্যে তার স্বামী কি না এখন কয়েদী? না-জানি এ কার নিষ্ঠুর পরিহাস! পতি হইয়া শেষে কি আবার তাঁকে প্রণয়ী হইতে হইবে! এ কি ভীষণ দশা-বিপর্য্যয়! এ কি হাস্যজনক ওলট-পালট! পতি ও প্রণয়ী একাধারে!

এই সকল কথা তাঁর মাথার ভিতর গুন্ গুন্ করিতে লাগিল; তাঁহার মনে হইল, যেন তাঁর বুদ্ধি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে, তিনি খুব জোর করিয়া আপনাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। চাকর খবর দিল, আহার প্রস্তুত; তিনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে ঐ গুপ্ত পত্র-পেটিকাটা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন।

পত্রগুলা এক প্রকার মনস্তত্ত্বঘটিত দৈনিক-লিপি বলিলেও হয়—বিভিন্ন কালের লেখা। কখন বা লেখা হইয়াছে—কখন বা লেখা বন্ধ করা

হইয়াছে। ইহার কতকগুলি টুক্‌রা নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—কৌণ্ট উদ্বেগপূর্ণ কৌতূহলের সহিত এইগুলা যেন গিলিতে লাগিলেন :—

"সে কখনই আমাকে ভালবাসবে না—কখনই না, কখনই না!

তার চোখের দৃষ্টি এমন কোমল, কিন্তু ঐ কোমল দৃষ্টির মধ্যে সেই নিষ্ঠুর কথাটি আমি পাঠ করেছি—যার চেয়ে কঠোর কথা আর নাই—যে কথাটি কবি দান্তে তাঁর বিষাদপুরের তোরণ-দ্বারের উপর লিখে রেখেছেন,—"সব আশা ত্যাগ কর।" আমি কি করেছি যে ভগবান জীবন্ত অবস্থাতেই আমাকে নরক ভোগ করালেন? কাল, পরশু, চিরদিন এই একই ভাবে চল্‌বে! তারকামণ্ডলের মধ্যে পরস্পর পথ কাটাকাটি হতে পারে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে যোগ হয়ে পুটলি পাকিয়ে যেতে পারে, তবু আমার অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হবে না।

সেই রমণী আমার স্বপ্ন শূন্যে বিলীন করে দিয়েছে; এক ইঙ্গিতে আমার কল্পনার ডানা ভেঙ্গে দিয়েছে। যত মিথ্যা অসম্ভব সব একত্র হয়েও আমাকে একটা সুযোগ করে দিচ্চে না; ভাগ্যপাশায় কত লোকের কত ভাল ভাল দান পড়ছে—হায়! আমার অদৃষ্টে একটিও পড়ল না!"

"আমি হতভাগ্য, আমি বেশ জানি স্বর্গের দ্বারদেশে আমি মূঢ়ের মত বসে আছি, আমি নীরবে অশ্রুপাত করচি—উৎসের সহজ ধারার মত অবিরত চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরচে। আমার সে সাহস নেই যে এখান থেকে উঠে গিয়ে কোন গভীর অরণ্যে প্রবেশ করি।"

"কখন কখন রাত্রে যখন নিদ্রা হয় না, আমি প্রাস্কোভিকে ধ্যান করি; যদি নিদ্রা আসে,—প্রাস্কোভিকেই স্বপ্নে দেখি; আহা, ফ্লরেন্স নগরে সেই বাগান-বাড়ীতে তাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! সেই শুভ্র পরিচ্ছদ, সেই সব কালো ফিতা—একাধারে চিত্তবিমোহন ও মরণ-

শোক-সূচক! শুভ্রতা তাঁর জন্য, শোকের বর্ণটা আমার জন্য! কখন কখন ফিতাগুলা বাতাসে নড়ে গিয়ে ও একত্র মিলিত হয়ে সেই সাদা জমির উপর 'ক্রস্' আকারে গড়ে উঠছিল; কোন অদৃশ্য আত্মা আমার হৃদয়ের মৃত্যু উপলক্ষে যেন খুব আস্তে আস্তে আমার অন্ত্যেষ্টি মন্ত্র পাঠ করছিলেন।"

"কি অদৃষ্টের ফের! আমি ইস্তাম্বুলে যাব মনে করেছিলাম, যদি যেতাম তা'হলে তাঁর সঙ্গে দেখা হত না। আমি ফ্লরেন্সে থেকে গেলাম —তাঁকে দেখলাম,—আর সেই দেখাই আমার কাল হল।"

"আমার মরণ হলেই ভাল। কিন্তু জীবিত থাকতে থাকতেই তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার নিঃশ্বাস যদি একটিবার মেশাতে পারি—তা সে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ! না, না, তা'হলে আমি যে নরকস্থ হব পরলোকে গিয়ে তাঁর ভালবাসা পাব—সে সম্ভাবনাও তা'হলে আর থাকবে না। তা'হলে সেখানে আমাদের পৃথক হয়ে থাকতে হবে। তিনি থাকবেন স্বর্গে—আমি থাকব নরকে। একথা মনে হলে, একেবারে অভিভূত হয়ে পড়তে হয়!"

"যে রমণী আমাকে ভালবাসে না, সেই রমণীকেই আমায় ভালবাসতে হবে, এ কেমন কথা? কত কত রূপসী এর আগে তাদের মধুর মুখের মধুরতম হাসি ঢেলে আমার হৃদয় হরণ করবার চেষ্টা করেচে, কিন্তু তবু আমার হৃদয় হারাই নি। আর এখন? আহা! সে কি ভাগ্যবান! যে তার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি ফলে এই নিরুপমা ললনার প্রেম লাভ করে ধন্য হয়েছে।"

আর বেশী পাঠ করা অনাবশ্যক। প্রাস্কোভির পেন্সিলে আঁকা ছবিখানি প্রথম দেখিয়া কৌন্টের মনে যে সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল, এই গোপনীয় লেখাগুলার প্রথম দুই ছত্র পড়িবামাত্র সে সন্দেহ দূর

হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, প্রেমাসক্ত যুবক তাঁর ছবি আঁকিয়া নিরাশ প্রেমের অক্লান্ত ধৈর্য্যসহকারে আসলের অভাবে এই নকলকেই তার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছে। এই ক্ষুদ্র গুহ্য দেবালয়টিতে 'ম্যাডোনা'কে স্থাপনা করিয়া, নতজানু হইয়া, নিরাশ হৃদয়ে তাঁহারই পূজা-অর্চ্চনায় নিযুক্ত রহিয়াছে।

"কিন্তু যদি এই অক্টেভ, আমার শরীর অপহরণ করিবার জন্য, এবং আমার শরীর ধারণ করিয়া প্রাস্কোভির প্রেম আকর্ষণ করিবার জন্য সয়তানের সঙ্গে চুক্তি করিয়া থাকে?"

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ অনুমান অসম্ভব মনে করিয়া, এই অনুমানটিকে কৌণ্ট শীঘ্রই মন হইতে দূর করিয়া দিলেন।

এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, মনে করিয়া তিনি একটু হাসিলেন। তাঁর চাকর যে খাবার রাখিয়া গিয়াছিল, ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও তাহাই আহার করিলেন। আহারান্তে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া গাড়ী আনিতে বলিলেন। গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর গৃহে উপনীত হইলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া সেই সব কক্ষের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন, যেখানে গত রাত্রে কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্‌স্কির নামেই প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে যখন বাহির হইয়া আসেন, তখন সকলেই তাঁকে অক্টেভের নামে অভিবাদন করিয়াছিল। ডাক্তার তাঁর দস্তুরমত, পিছন দিকের শেষ-কামরার পালঙ্কে উপবিষ্ট ছিলেন্। হাতের মধ্যে পা-টা রাখিয়া গভীর চিন্তায় যেন নিমগ্ন।

কৌণ্টের পদশব্দ শুনিয়া ডাক্তার মাথা উঠাইলেন।

"আঃ! অক্টেভ, তুমি? আমি তোমার ওখানেই যাচ্ছিলাম; কিন্তু রোগী আপনা হতেই ডাক্তারকে দেখ্‌তে এল—এটা শুভ লক্ষণ বল্‌তে হবে।"

কৌণ্ট বলিলেন—

—“অক্টেভ, অক্টেভ, অক্টেভ—ক্রমাগতই অক্টেভ! আমার এমন রাগ ধরচে—আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব!” তাহার পর বাহুর উপর বাহু রাখিয়া ডাক্তারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং ভীষণভাবে এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

“বালথাজার শেরবোনো, আপনি ত বেশ জানেন আমি অক্টেভ নই, আমি কৌণ্ট ওলাফ-লাবিন্স্কি। আপনিই গত রাত্রে এইখানেই যাদুমন্ত্রে আমার শরীর অপহরণ করেছিলেন।”

এই কথা শুনিয়া ডাক্তার উচ্চৈঃস্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; হাসিতে হাসিতে বালিসের উপর উল্টিয়া পড়িলেন এবং হাস্যাবেগ থামাইতে পারিতেছেন না এইভাবে দুইহাতে পার্শ্বদেশ ধরিয়া রহিলেন।

“ডাক্তার, তোমার এই আনন্দের উচ্ছ্বাসটা একটু কমিয়ে আন, নৈলে পরে হয় ত অনুতাপ করতে হবে। আমি সত্য বলচি, পরিহাস করচি নে।”

—“তা'হলে ত আরো খারাপ, আরো খারাপ! ওর দ্বারা প্রমাণ হচ্চে, আমি যে তোমার চেতনশক্তি-হীনতা ও অকারণ-বিষণ্ণতার চিকিৎসা করছিলাম, সেটা ঠিক নয়। আর কিছু না, এখন কেবল চিকিৎসাটা বদ্‌লাতে হবে, এইমাত্র।”

কৌণ্ট, শেরবোনোর দিকে অগ্রসর হইয়া বলিয়া উঠিলেন—“তোমার গলা টিপে কেন যে তোমাকে এখনো মারি নি, আশ্চর্য্য!”

কৌণ্টের এই ভয়-প্রদর্শনে ডাক্তার ঈষৎ হাস্য করিলেন; তারপর, একটা ছোট ইস্পাতের ছড়ির প্রান্তভাগ কৌণ্টের হাতে ছোঁয়াইলেন;—কৌণ্টের শরীরে একটা ভয়ানক ঝাঁকানি লাগিল, মনে

হইল যেন তাঁর হাতটা ভাঙ্গিয়া গেছে। ডাক্তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিবার মত একটা ঠাণ্ডা রকমের স্থির দৃষ্টি কৌণ্টের উপর নিক্ষেপ করিলেন,—সে দৃষ্টিতে পাগলরা বশীভূত হয়, সে দৃষ্টিতে সিংহ একেবারেই ধরাশায়ী হইয়া পড়ে। এইরূপ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ডাক্তার তাঁকে বলিলেন :—

"দেখ, রোগী অবাধ্য হয়ে বেঁকে দাঁড়ালে, তা'কে সিধা করবার উপায়ও আমাদের হাতে আছে। বাড়ী ফিরে যাও, বাড়ী গিয়ে স্নান কর,—অতি উত্তেজনায় মাথা গরম হয়েছে,—ঠাণ্ডা হবে।"

কৌণ্ট বৈদ্যুতিক আঘাতে বিহ্বল হইয়া ডাক্তারের গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তাঁর সংশয় ও ভাবনা আরো বাড়িল।

এই বিষয়ে পরামর্শ করিবার জন্য, ডাক্তার B……এর বাড়ী গিয়া উপনীত হইলেন, এবং ঐ প্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বলিলেন :—

"আমি এক অদ্ভুত বিভ্রম-বিকারে আক্রান্ত হয়েছি, আমি যখন আয়নায় মুখ দেখি, তখন আমার মুখের স্বাভাবিক অবয়বগুলো তাতে দেখতে পাই না। আমি যে সব পদার্থে বেষ্টিত থাকতাম, সে সব পদার্থ বদ্‌লে গেছে। এখন আমার ঘরের দেয়ালগুলোও আমি চিন্‌তে পারি না, আসবাবগুলোও চিন্‌তে পারি না! আমার মনে হয়, আমি যেন সে আমি নই—আমি যেন অন্য লোক।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি আপনাকে কি রকম দেখ, বল দেখি? ভ্রমটা চোখ থেকেও উৎপন্ন হতে পারে, মস্তিষ্ক থেকেও উৎপন্ন হতে পারে।"

—"আমি দেখতে পাই, আমার চুল কালো, চোখ নীল, মুখ ফ্যাকাশে,—আর দাড়িতে ঘেরা।"

—"ছাড়-পত্রে যে রকম কোন লোকের মুখের বর্ণনা থাকে, তোমার বর্ণনাটা তার চেয়ে সঠিক দেখ্‌ছি।

তোমার বুদ্ধি-বিভ্রমও হয় নি, দৃষ্টি-বিভ্রমও হয় নি। তুমি আসলে না,—ঠিক তাই আছ।"

"কিন্তু না,—তা' নয়! আমার আসলে কটা চুল, চোখ কালো, রং রৌদ্র-দগ্ধ আর আমার গোঁফ হঙ্গারী দেশের লোকের মত সব করে' ছাঁটা।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন:—"এইখানেই বুদ্ধি-বৃত্তির একটু বদল দেখছি।"

—"যাই হোক্ ডাক্তার, আমি পাগল নই, বেশ জেনো; একটুও না।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—"নিশ্চয়ই। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তারাই কেবল আমার এখানে আসে। একটু দৈহিক শ্রান্তি, একটু অতিরিক্ত পড়াশুনা, কিংবা অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ থেকে এই অসুখটা ঘটেছে। তুমি ভুল করচ,—আসলে তুমি যা চোখে দেখছ তাই বাস্তব, আর যা মনে ভাবচ—সেইটেই কাল্পনিক। ফর্‌সা রঙের দেখে তুমি আপনাকে শামলা দেখছ; কিন্তু তুমি আসলে শামলা, কল্পনা করচ তুমি ফর্‌সা।"

"—সে যাই হোক্, আমি যে লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট ওলাফ, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই—কিন্তু কাল-থেকে সবাই আমাকে সাবিলের অক্টেভ বলচে।"

ডাক্তার উত্তর করিলেন :—

"—আমি ত ঠিক্ তাই বলেছিলাম। তুমি আসলে সাবিলের অক্টেভ, কিন্তু মনে করচ তুমি লাবিন্‌স্কির কৌণ্ট। আমার স্মরণ হচ্চে, আমি কৌণ্টকে দেখেছি;—তাঁর রং ত ফর্‌সা। আয়নায় যে তুমি অন্য রূপ দেখ্‌তে পাও, তার কারণ ত বেশ বোঝা যাচ্চে। তোমার এই আসল

মুখের সঙ্গে, তোমার মনোগত কাল্পনিক মুখের মিল হচ্চে না বলেই তুমি বিস্মিত হয়েছ।—এই কথাটা বিবেচনা করে' দেখ না, সবাই তোমাকে অক্টেভ বল্‌চে ; সুতরাং তোমার নিজের বিশ্বাসের কথায় ভুলো না। দিন পনেরো আমার এইখানে থাক :—স্নান, বিশ্রাম, বড় বড় গাছের তলায় পায়চালি করলেই তোমার এই মনের বিকারটা কেটে যাবে।"

কৌণ্ট মস্তক অবনত করিয়া, অঙ্গীকার করিলেন, আবার তিনি আসিবেন।

ডাক্তারের কথায় অগত্যা বিশ্বাস করিলেন।

কৌণ্ট তাঁর আবাস-গৃহে ফিরিয়া গিয়া হঠাৎ দেখিলেন, টেবিলের উপর, কৌণ্টেস্ লাবিন্‌স্কার নিমন্ত্রণ-পত্র রহিয়াছে—ঐ পত্রখানাই পূর্ব্বে অক্টেভ ডাক্তার শেরবোনোকে দেখাইয়াছিল। কৌণ্ট বলিয়া উঠিলেন :—

"এই যাদু-কবচটা সঙ্গে নিলেই, তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারবে।"

৯

যে সময়ে লাবিন্‌স্কি-প্রাসাদের ভৃত্যেরা প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্‌স্কিকে, গাড়ীতে উঠাইয়া দেয় এবং কৌণ্ট নিজের ভূস্বর্গ হইতে তাড়িত হইয়া অক্টেভের বাসা-বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হন—সেই সময় রূপান্তরিত অক্টেভ ধব্‌ধবে-সাদা একটি ক্ষুদ্র বৈঠকখানা ঘরে গিয়া—কখন্ কৌণ্টেসের ফুর্‌সৎ হয়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

চিমনীর আগ্নেয়স্থানটা ফুলে ভরা ; সেই চিমনীর সাদা মার্ব্বেল পাথরে ঠেস্ দিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভ আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইল। আয়নাটা সোনালি পায়া-ওয়ালা দেয়ালে-মারা একটা ব্র্যাকেটের উপর মানানসই রকমে বসানো। যদিও অক্টেভ দেহ-পরিবর্ত্তনের ভিতরকার

গুপ্ত কথাটা জানিত, তথাপি, তাহার নিজের আকৃতি হইতে এই প্রতিবিম্ব এত তফাৎ যে, সে সহসা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না, আয়নার এই প্রতিবিম্ব তাহারই মুখের প্রতিবিম্ব কি না। অক্টেভ এই অপরিচিত ছায়া-মূর্ত্তিটা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিল, উহা হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিল না।

সে দেখিল উহা আর একজনের ছায়া-মূর্ত্তি। ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সে একবার খোঁজ করিয়া দেখিল, কৌণ্ট ওলাফ চিমনীর কাছে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন কি না, এবং তাঁহারই ছায়া পড়িয়াছে কি না। কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইল না। দেখিল—সে একলাই আছে। নিশ্চয়ই এই সমস্ত ডাক্তার শেরবোনোর কাণ্ড।

কয়েক মিনিট পরে, কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ,—প্রাস্কোভির স্বামীর শরীরের মধ্যে তার আত্মা যে প্রবেশ করিয়াছে, এই চিন্তা হইতে বিরত হইয়া তাহার চিন্তার গতিকে বর্ত্তমান অবস্থার কতকটা অনুযায়ী করিয়া তুলিল। সমস্ত সম্ভাবনার বহির্ভূত এই অবিশ্বাস্য ঘটনা, যাহা স্বপ্নেও কখন ভাবা যায় না, তাই কি না ঘটিল! এখনই সেই বহুদিনের আরাধ্য দেবীর সম্মুখে আমি উপস্থিত হইব, তিনি আর আমাকে প্রত্যাখ্যান করিবেন না! সেই অকলঙ্ক অনিন্দিতা রূপসীর সংসর্গে আমার চির-অভিলাষ পূর্ণ হইবে!

সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্ত যতই কাছাকাছি হইতে লাগিল, ততই তাহার মনের উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল। প্রকৃত প্রেমের যে সঙ্কোচ ও ভীরুতা, তাই আসিয়া আবার দেখা দিল—যেন ঐ প্রেম এখনো অক্টেভের অনাদৃত, হীন দেহের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছে।

রাণীর পরিচারিকার আগমনে, এই সমস্ত চিন্তা ও উদ্বেগ অপসারিত হইল। যখন পরিচারিকা নিকটে আসিল, তখন কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের

বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হইল। পরিচারিকা বলিল ঃ—

"রাণীঠাকুরাণী আপনার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত আছেন।"

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ পরিচারিকার পিছনে পিছনে চলিল, কেননা সে এই প্রাসাদের অন্ধিসন্ধি কিছুই জানিত না। পদচালনায় ইতস্ততঃ-ভাব দেখিয়া পাছে তার অজ্ঞতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এইজন্য সে পরিচারিকার অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিল। পরিচারিকা তাহাকে একটা ঘরে লইয়া গেল। ঘরটা বেশ একটু বড় রকমের। এটি রাণীর প্রসাধন-কক্ষ। প্রসাধন-টেবিল সমস্ত সুকুমার বিলাস-সামগ্রীতে বিভূষিত। উৎকৃষ্ট খোদাই কাজ-করা কতকগুলা আলমারী; আলমারীগুলা সাটিন, মখমল, মলমল, জরি প্রভৃতি নানা-প্রকার সৌখীন পরিচ্ছদে ঠাসা। ঘরের দেয়াল সবুজ সাটিন দিয়া মোড়া। মেজের তক্তা বিচিত্র মোলায়েম রঙে রঞ্জিত এক পুরু কোমল গালিচায় আচ্ছাদিত। প্রসাধন-টেবিলে সুগন্ধ-নির্য্যাসের স্ফটিক শিশিগুলা বাতির আলোয় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

ঘরে মধ্যস্থলে একটা সবুজ মখমল-পা-দানের উপর অদ্ভুত গঠনের ইস্পাতের কাজ-করা একটা বৃহৎ ভূষণ-পেটিকা—তাহাতে বিবিধ রত্নালঙ্কার সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু এই সব অলঙ্কার পেটিকাতেই প্রায় বন্ধ থাকিত;—কৌণ্টেস্ ক্বচিৎ কখন তাহা ব্যবহার করিতেন। নারী-সুলভ অশিক্ষিত সুরুচি তাঁকে বলিয়া দিত—রত্ন-অলঙ্কারে রূপসীর প্রয়োজন হয় না। রূপের ছটার কাছে ঐশ্বর্য্যের ঘটা অতীব তুচ্ছ।

জান্‌লা হইতে পর্দ্দা ভাঁজে ভাঁজে নীচে লুটাইয়া পড়িয়াছে—সেই জান্‌লার কাছে, একটা বড় আয়না ও প্রসাধন-টেবিলের দুই-ডেলে বৈঠকী ঝাড়ের ছয় বাতির আলোয় উদ্ভাসিত। তাহারই সম্মুখে কৌণ্টেস্

প্রাস্কোভি লাবিন্স্কা রূপলাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ করিয়া উপবিষ্টা। এক লঘু স্বচ্ছ বহিরাচ্ছাদনের নীচে কার্পাসের একটা শিথিল বন্ধনহীন নৈশ পরিচ্ছদ। তুষার-শুভ্র সুশোভন সুভঙ্গিম মরাল-কণ্ঠ বহিরাচ্ছাদনের ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। দুই দাসীতে মিলিয়া তাঁহার প্রচুর কেশগুচ্ছ ভাগ করিতেছিল, মসৃণ করিতেছিল, কুঞ্চিত করিতেছিল. কাণের ঘর্ষণ না লাগে,—এই ভাবে সাবধানে কেশরাশি কুঞ্চিত-আকারে গুছাইয়া রাখিতেছিল।

যখন এই কেশ-বিন্যাসের কাজ চলিতেছিল, রাণী জরির কাজ-করা সাদা মখ্‌মলের একটা ছোট চটিজুতার অগ্রভাগ মৃদু মৃদু নাচাইতে ছিলেন। কখন কখন বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ একটু সরিয়া গিয়া, তুষার-শুভ্র নিটোল বাহু বাহির হইতেছিল, এবং কোন কেশগুচ্ছ স্থানচ্যুত হইলে অতি শোভন ভঙ্গীতে হাত দিয়া তাহা সরাইয়া দিতেছিলেন।

তাঁহার সমস্ত শরীরে যেরূপ একটা শোভন এলানো ভাবভঙ্গী ছিল, তাহা কেবল প্রাচীন গ্রীক্ পাষাণ-মূর্ত্তিতেই লক্ষিত হয়। এরূপ লঘ ধরণের তরুণ সৌন্দর্য্য, সুন্দর গঠন আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ফ্লরেন্সের বাগান-বাড়ীতে অক্টেভ কৌণ্টেসকে যখন দেখিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এখন কৌণ্টেস আরও চিত্ত-মোহিনী হইয়াছেন। যদি অক্টেভ পূর্ব্বেই ইহার রূপে মুগ্ধ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখন দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইতেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আরও কিছু যোগ করিয়া অসীমের বৃদ্ধি করা যায় না।

কোন একটা ভীষণ দৃশ্য দেখিলে যেরূপ হয়, কৌণ্টেসকে এইরূপ মূর্ত্তিতে দেখিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভের হাঁটুতে হাঁটুতে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল,—সে একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল; মুখ শুকাইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, কে যেন হাত দিয়া তার গলা

টিপিয়া ধরিয়াছে। লোহিতবর্ণ অগ্নিশিখা যেন তাহার চক্ষের চারিধারে তরঙ্গিত হইতে লাগিল। এই রূপসী তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

এই আত্মহারা ভাব, এই মূঢ়তার ভাব কোন প্রত্যাখ্যাত প্রণয়ীর পক্ষেই সাজে, কিন্তু কোন স্বামীর পক্ষে নিতান্তই হাস্যজনক—এই মনে করিয়া কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ সাহস করিয়া দৃঢ়পদক্ষেপে কৌণ্টেসের অভিমুখে অগ্রসর হইল। দাসীরা তখন তাঁহার বেণী রচনা করিতেছিল; তাই কৌণ্টেস মুখ না ফিরাইয়া বলিলেন, "আঃ! তুমি ওলাফ! কি দেরী করেই এসেছ আজ!" তারপর, বহিরাবরণ-বস্ত্রের ভাঁজ হইতে তাঁর সুন্দর একটি হাত বাহির করিয়া, অক্টেভের দিকে বাড়াইয়া দিলেন।

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ কুসুম-কোমল এই হাতখানি লইয়া জ্বলন্ত আগ্রহের সহিত দীর্ঘ টানে চুম্বন করিল—যেন তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার ওষ্ঠাধরে আসিয়া তখন কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল।

আমরা জানিনা, কি এক সূক্ষ্ম বোধশক্তি হইতে, কি এক স্বর্গীয় লজ্জাশীলতা হইতে, হৃদয়ের কি এক যুক্তিহীন যুক্তি হইতে, কৌণ্টেস যেন পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন; লোহিতবর্ণ উচ্চ গিরিশিখরস্থ তুষাররাশি ঊষার প্রথম চুম্বনে যেরূপ হয়, সেইরূপ তাঁহার মুখ, তাঁহার কণ্ঠ, তাঁহার বাহু সহসা রক্তিম রাগে রঞ্জিত হইল। অর্দ্ধ অভিমানের ভাবে, অর্দ্ধলজ্জার ভাবে, কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার হাতখানি ধীরে ধীরে সরাইয়া লইলেন। অক্টেভের ওষ্ঠাধর স্পর্শে তাঁহার মনে হইল, তাঁহার হাতের উপর কে যেন অগ্নি-তপ্ত লোহার ছ্যাঁকা দিল। তথাপি তিনি চিত্তকে সংযত করিয়া, তাঁর সেই শিশুবৎ মধুর হাসিটি মুখে আনিলেন।

"ওলাফ, তুমি কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন? আমি যে ছয় ঘণ্টার উপরেও তোমাকে আজ দেখ্‌তে পাইনি।" পরে ভৎর্সনা-স্বরে

বলিলেন—“তুমি আমাকে এখন বড়ই অবহেলা কর, পূর্ব্বে ত তুমি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাকে এই রকম করে' একলা ফেলে থাকতে পারতে না। তুমি কি আমাকেই শুধু ভাব্ছিলে?”

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ উত্তর করিল :—

—“তোমাকেই। তোমা ভিন্ন আর কাউকে না।”

—“না, না, সব সময় আমাকে ভাবনি; যে সময়ে তুমি আমার কথা ভাব, আমি দূরে থাকলেও তা জান্তে পারি। এই মনে কর, আজ রাত্রে আমি একলা ছিলাম, সময় কাটাবার জন্য পিয়ানোয় বসে একটা সুর বাজাচ্ছিলাম। যখন সুরগুলো খুব জমে উঠেছিল, তোমার আত্মা কয়েক মিনিট ধরে' আমার চারিদিকে একবার ঘুর-পাক দিয়েছিল; তারপর কোথায় যে উড়ে গেল, কিছুই জানতে পারলাম না—তারপর সে আর ফিরে আসেনি। মিথ্যে কথা বোলো না। আমি যা তোমাকে বলছি—সে বিষয়ে আমি খুব নিশ্চিত।”

বস্তুতঃ প্রাস্কোভির ভুল হয় নাই; এই সেই মুহূর্ত্ত, যে মুহূর্ত্তে ডাক্তার শেরবোনোর বাড়ীতে, কৌণ্টওলাফ মন্ত্রপূত জলপাত্রের উপর নত হয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁহার আরাধ্য দেবীর মূর্ত্তিকে আহ্বান করেছিলেন—তার পরেই তিনি সম্মোহন-নিদ্রার অতল সমুদ্রের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। তখন তাঁর জ্ঞান, তাঁর ভাব, তাঁর ইচ্ছা—সব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

দাসীরা কৌণ্টেসের নৈশ প্রসাধন সমাপন করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ সেইখানে বরাবর সমান দাঁড়াইয়া থাকিয়া কৌণ্টেস প্রাস্কোভির উপর জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। এই লালসা-দীপ্ত দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া, কৌণ্টেস তাঁর সর্ব্বাঙ্গ আলখাল্লায় বেশ করিয়া আচ্ছাদন করিলেন, কেবল মাথাটা খোলা রহিল। ব্রহ্মলোগম্

নামে সেই সন্ন্যাসীর মন্ত্র-বলে ডাক্তার শেরবোনো দুই আত্মাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন—একথা শুধু প্রাস্কোভি কেন—কোনও মানুষের অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু প্রাস্কোভি, কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের চোখে, ওলাফের সচরাচর চোখের ভাব, সেই দেবোপম বিশুদ্ধ প্রশান্ত ধ্রুব নিত্য প্রেমের ভাব দেখিতে পাইলেন না। কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের ঐ দৃষ্টিতে একটা পার্থিব লালসার আগুন জ্বলিতেছিল। তাই ঐ দৃষ্টিতে কৌণ্টেস ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠিক্ কি ঘটিয়াছে বুঝিতে না পারিলেও, তাঁর মনে হইল একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটিয়াছে। নানপ্রকার অনুমান করিতে লাগিলেন; তবে আমি কি এখন ওলাফের চোখে শুধু একটা ইতর রমণী, একজন নীচ বারাঙ্গনা মাত্র—যার রূপের লালসায় তিনি উন্মত্ত হয়েছেন। আমাদের আত্মায় আত্মায় কেমন একটি সুন্দর মিল ছিল—দুই হৃদয়-বীণা কেমন মধুর ভাবে এক সুরে বাজ্‌ত. না জানি কিসে এই মিলটি, এই ঐক্যতানটি ভেঙ্গে গেল। কিন্তু ওলাফ কি আর কাউকে ভালবাসত? প্যারিসের পঙ্কিল মলিনতা ঐ অকলঙ্ক হৃদয়কে কি কখন কলঙ্কিত করেছিল?" এই প্রশ্নগুলি তাঁর মনের মধ্য দিয়া দ্রুতভাবে চলিয়া গেল, কিন্তু কোন সন্তোষজনক উত্তর তিনি দিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, হয়ত আমি উন্মাদগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে যেন অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁর বুদ্ধি লোপ পায় নাই। কি একটা অজ্ঞাত বিপদ তাঁর সম্মুখে উপস্থিত—এইরূপ ভাবিয়া তাঁর অত্যন্ত ভয় হইল। মনে করিলেন আত্মার এই "দ্বিতীয় দর্শনের" প্রভাবে যাহা অনুমান হইতেছে, তাহা অগ্রাহ্য করা ঠিক্ নহে।

তিনি বিচলিত ও আকুল-ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং উঠিয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। অলীক কৌণ্টও তাঁর সঙ্গে

সঙ্গে চলিল। কৌণ্টেস দরজার কাছে আসিয়া আবার ফিরিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য থামিলেন। তারপর প্রস্তর-মূর্ত্তির মত সাদা ও শীতলকায় কৌণ্টেস, ঐ যুবকের প্রতি ভীতি-বিস্ফারিত কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং ঝপ্ করিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া, খিল লাগাইয়া দিলেন।

"ও যে অক্টেভের দৃষ্টি!" এই কথা বলিয়া অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিত হইয়া একটা কৌচের উপর শুইয়া পড়িলেন। চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে মনে-মনে বলিলেন:—আচ্ছা, এ কেমন করে' হ'ল, সেই দৃষ্টি—যে দৃষ্টির ভাবটা আমি কখনই ভুলব না—সেই দৃষ্টি ওলাফের চোখে কেন আজ রাত্রে দেখতে পেলাম?" সেই বিষণ্ণ হতাশ হৃদয়ের অগ্নিশিখা আমার স্বামীর চোখের উপর জ্বলে উঠ্‌ল কি করে'? অক্টেভের কি মৃত্যু হয়েছে? আমার কাছে চিরবিদায় নেবার জন্য তার আত্মা কি মুহূর্ত্তের জন্য আমার সম্মুখে দপ্ করে' একবার জ্বলে উঠল! ওলাফ; ওলাফ! যদি আমি ভুল করে থাকি, যদি পাগলের মত মিথ্যা ভয়ে আকুল হয়ে থাকি, তবে আমাকে তুমি ক্ষমা কর। কিন্তু দেখ, যদি আমি আজ রাত্রে তোমাকে আলিঙ্গন করতাম, তা'হলে আমার মনে হ'ত আমি আর একজনকে আলিঙ্গন করছি।"

খিল্‌টা ভাল করিয়া লাগানো হইয়াছে কিনা,- দৃঢ়-নিশ্চয় হইয়া, মাথার উপর যে লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, সেই লণ্ঠনটা জ্বালাইয়া, কৌণ্টেস ভীত শিশুর মত গুঁড়ি-সুঁড়ি মারিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। কি এক অনির্দ্দেশ্য বেদনা তাঁর বুকে চাপিয়া রহিল। সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িলেন। কত অসংলগ্ন অদ্ভুত স্বপ্ন আসিয়া তাঁর গভীর নিদ্রায় ব্যাঘাত করিল। আগুনের মত জ্বলন্ত সেই অক্টেভের চোখ—কুয়াসার ভিতর হইতে—তাঁহার উপর একদৃষ্টে চাহিয়া

আছে এবং তাঁহার উপর আগুনের হল্‌কা নিক্ষেপ করিতেছে। আর সেই সময় তাঁহার খাটের নীচে একটা কালোমূর্ত্তি—মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন,—উবু হইয়া বসিয়া আছে, অপরিচিত ভাষায় বিড়বিড় করিয়া কি বলিতেছে; এই অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে ওলাফও আছেন—কিন্তু তাঁর নিজের আকৃতিতে নয়—অন্য আকৃতি ধরিয়া।

অক্টেভ যখন দেখিল, তার সম্মুখেই দরজা বন্ধ হইল, ভিতরকার অর্গলের ক্যাচ-কোঁচ শব্দ শুনা গেল, তখন সে কিরূপ হতাশ হইয়া পড়িল, তাহা আমরা আর বর্ণনা করিব না। তাহার সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত্তের চরম আশা অন্তর্হিত হইল। মনে মনে বলিল:—"আমি কি করিলাম! এক নারীর হৃদয় জয় করবার জন্য, এক যাদুকরের হাতে আত্ম-সমর্পণ করে আমার ইহকাল পরকাল সমস্তই নষ্ট করলাম—ভারতবর্ষের ডাইনীমন্ত্রে সেই নারী অসহায় ভাবে আমার কাছে ধরা দিয়েছিল—কিন্তু আবার পালিয়ে গেল। আমি পূর্ব্বে প্রেমিক হয়ে প্রত্যাখাত হয়েছিলাম, এখন আবার স্বামী হয়ে প্রত্যাখাত হলাম। প্রাস্কোভির অজেয় সতীত্ব যাদুকরের সমস্ত নারকী কুমন্ত্রনা-জাল ছিন্ন করে দিয়েছে। শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশে এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হয়ে যেন কলুষিত-চিত্ত কোন দুরাত্মাকে দূর করে দিলেন!

অক্টেভ সমস্ত রাত্রি এই অদ্ভুত অবস্থায় আর থাকিতে পারিল না। সে কৌণ্টের মহলটা খুঁজিতে লাগিল। সারি সারি অনেক ঘর পার হইয়া অবশেষে দেখিতে পাইল,—কাঠের খুঁটি-বিশিষ্ট একটা উচ্চ পালঙ্ক—তাহাতে সংলগ্ন বুটিদার চিত্র বিচিত্র পর্দ্দা। কায়িক শ্রমে ও মনের আবেগে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ সেই পালঙ্কের উপর শুইয়া পড়িল,—শেরবোনোর উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িল। সৌভাগ্যক্রমে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের অবস্থা একটু

ভাল হইয়া উঠিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল,—"এখন হইতে আমি একটু সংযত হয়ে চল্‌ব; ওরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে থাক্‌ব না; স্বামীর ধরণ-ধারণ অবলম্বন করব। কৌণ্টের পরিচারকের সাহায্যে অক্টেভ একটু গম্ভীর ধরণের সাজসজ্জা করিয়া, ধীরপাদবিক্ষেপে খাবার ঘরে প্রবেশ করিল। সেইখানে কৌণ্টেস প্রাতর্ভোজনে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।"

১

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ খানসামার পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল। অক্টেভ আপনাকে বাড়ীর মালিক মনে করিলেও, বাড়ীর মধ্যে খাবার-ঘরটা কোথায়, সে জানিত না। খাবার-ঘরটা খুব বড়—একতালায় অবস্থিত। সেখান হইতে প্রাঙ্গণ দেখা যাইতেছে। দেয়ালে সুন্দর ঘর-কাটা-কাটা কাঠের কাজ। দেয়ালের গায়ে ঋতুর পর্য্যায়-অনুসারে প্রত্যেক ঋতু-সুলভ শিকার-লব্ধ হত জীব-জন্তুর দেহাবশেষের নিদর্শন সকল রক্ষিত হইয়াছে। ভোজন-শালার দুই প্রান্তে বড় বড় কাষ্ঠমঞ্চ, তাহার উপর লাবিন্‌স্কি-বংশের পুরাতন রূপার বাসন-কোসন সাজান রহিয়াছে। দেয়ালের দুই ধারে সারি সারি সবুজ মরক্কো চর্ম্মে মণ্ডিত কেদারা। ঘরের মাঝখানে খোদাই-কাজ-করা পায়া-বিশিষ্ট খাবার-টেবিল। মাথার উপরে একটা বৃহৎ বেলোয়ারি ঝাড় ঝুলিতেছে।

টেবিলের উপর, রুশীয় পরিবেশনের ধরণ-অনুসারে একটা নীল রজ্জু-ঘেরের মধ্যে নানাবিধ ফল পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিত এবং মাংসাদি সমস্ত রান্না ঢাক্‌নি-ঢাকা বাসনের মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। পালিস-করা ধাতব ঢাকাগুলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। টেবিলের মুখামুখী দুই আরাম-কেদারা;

—তাহার পিছনে দুইজন খানসামা নিশ্চল ও নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান—ঠিক্ যেন সাক্ষাৎ গার্হস্থ্যের দুই পাষাণ-মূর্ত্তি।

অক্টেভ ঘরের সমস্ত খুঁটিনাটি এক-নজরে দেখিয়া লইল; পাছে এই সব অপরিচিত নূতন সামগ্রী দেখিয়া তাহার মুখে কখন অনিচ্ছাক্রমেও বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পায়। এমন সময় পাথরের মেঝের উপর হইতে একটা সর্ সর্ শব্দ,—রেশমি-কাপড়ের একটা খস্‌খস্ শব্দ উঠিল। অক্টেভ পিছন ফিরিয়া দেখিলেন,—কোণ্টেস আসিতেছেন। অক্টেভ বসিলে পর, বন্ধুভাবে অভিবাদনস্বরূপ ছোট-খাটো ইঙ্গিত করিয়া, তিনিও বসিলেন। কোণ্টেস একটা রেশমী পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন। কপালের দুই পাশে রাশীকৃত কেশগুচ্ছ, একটা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জরি-জড়ান বেণীর আকারে গ্রীবাদেশে লুটাইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মুখের স্বাভাবিক গোলাপী রং, গত রাত্রির মনের আবেগে ও নিদ্রার ব্যাঘাতে একটু ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে, তাঁহার যে চোখ সচরাচর কেমন শান্ত ও নির্ম্মল—সেই চোখের চারিদিকে ঈষৎ কালিম রেখা পড়িয়াছে। তাঁহার মুখে একটা শ্রান্ত-ক্লান্ত অবসন্ন ঢুলু ঢুলু ভাব লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ ম্লান আকার ধারণ করায় তাঁর সৌন্দর্য্যচ্ছটা যেন আরও মর্ম্মভেদী হইয়াছিল; তাহাতে যেন একটু মানবী ভাব আসিয়াছিল; এখন যেন সামান্য রমণী হইয়া পড়িয়াছেন; স্বর্গের পরী পাখা গুটাইয়া উড্ডয়নে বিরত হইয়াছেন।

অক্টেভ এইবার একটু সাবধান হইয়াছে, সে তাহার চোখের আগুনকে ঢাকিয়া ও মনের উচ্ছ্বাসকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া একটা ঔদাসীন্যের ভাব ধারণ করিল। জরের ঈষৎ কম্পনের ন্যায় স্কন্ধদেশ একটু নাড়াইয়া কোণ্টেস তাঁহার স্বামীর উপর স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। এখন তিনি অক্টেভকে আপন স্বামী বলিয়াই মানিয়া লইয়াছেন। কেন না রাত্রে যে সব ভয়-ভাবনা, পূর্ব্বসূচনা, বিভীষিকা তাঁহার মনে জাগিয়া

উঠিয়াছিল, দিবালোকে সে সব অন্তর্হিত হইয়াছে। কৌণ্টেস কোমল মধুর স্বরে সতী স্ত্রীর সমুচিত একটু 'আদুরে-পনা' করিয়া পোলাণ্ড দেশের ভাষায় অক্টেভকে কি একটা কথা বলিলেন!

মন-খোলাখুলি মধুর ঘনিষ্ঠতার সময়, বিশেষতঃ ফরাসী ভৃত্যদের সন্নিধানে কৌণ্টেস অনেক সময় কৌণ্টের মাতৃভাষায় কৌণ্টের সহিত কথা কহিতেন। ফরাসী ভৃত্যেরা পোলোনী ভাষা জানিত না।

প্যারিস নগরবাসী অক্টেভ, লাটিন ভাষা, স্পেনীয় ভাষা ও ইংরেজী ভাষার কতকগুলি শব্দ জানিত; কিন্তু 'শ্লাভ্'-জাতির ভাষা মোটেই জানিত না। পোলোনী ভাষায় স্বরবর্ণের বিরলতা ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রাচুর্য্য থাকায়, ইচ্ছা করিলেও তাহাতে দন্তস্ফুট করিতে পারিত না। ফ্লরেন্স নগরে কৌণ্টেস অক্টেভের সহিত বরাবর ফরাসী কিংবা ইটালীয় ভাষাতেই কথা কহিতেন।

ঐ পোলীয় ভাষায় কথিত বাক্য, কৌণ্ট-দেহ অক্টেভের মস্তিষ্কের ভিতরে গিয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল:—প্যারিসবাসী ফরাসীর অপরিচিত ও অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্বনিসমূহ 'শ্লাভ্'-জাতীয় কাণের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কের এমন জায়গায় পৌঁছিল, যেখানে ওলাফের আত্মা উহা গ্রহণ করিয়া চিন্তার আকারে অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং একপ্রকার ভৌতিক ধরণে স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল, ঐ সকল ধ্বনির অর্থ গোলমেলে-ভাবে অক্টেভের মাথায় আসিল; শব্দগুলা মস্তিষ্কের পাকচক্রের ভিতর দিয়া স্মৃতির গুপ্ত দেরাজের মধ্যে আসিয়া গুন্ গুন্ করিতে লাগিল—যেন উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মার সহিত ঐ সকল অস্পষ্ট পূর্ব্বস্মৃতির যোগাযোগ না হওয়ায় উহা শীঘ্রই অন্তর্হিত হইল।

আবার সমস্ত অস্বচ্ছ হইয়া পড়িল। প্রেমিক বেচারা ভয়ানক মুস্কিলে পড়িল। কৌণ্ট ওলাফ-লাবিনস্কির শরীর গ্রহণ করিবার সময় অক্টেভ

এই সব গোলযোগের কথা ভাবে নাই। এখন বুঝিতে পারিল, অন্যের শরীর ধারণ করায় অনেক বিপদ আছে।

কৌণ্টেস অক্টেভের নীরবতায় বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন, আর কোন চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, হয় ত অক্টেভ তাঁর কথা শুনিতে পায় নাই; এই মনে করিয়া কৌণ্টেস সেই বাক্যটা আবার খুব ধীরে ধীরে ও উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন।

ঐ শব্দগুলার ধ্বনি শুনিতে পাইলেও, অক্টেভ এখনো উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। উহার অর্থটা ধরিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না। কোন ফরাসী, ইটালীয় ভাষার কথা আন্দাজে কিছু কিছু বুঝিতেও পারে, কিন্তু নিরেট ধরণের পোলীয় ভাষার সম্বন্ধে সে একেবারেই বধির।—অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাহার গাল লাল হইয়া উঠিল, নিজের ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল, এবং মুখ রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ছুরি দিয়া প্রচণ্ডভাবে প্লেটের মাংসখণ্ড কাটিতে আরম্ভ করিল।

কৌণ্টেস বলিলেন—(এইবার ফরাসী ভাষায়):—"ওগো! তুমি দেখ্‌ছি আমার কথা শুন্‌চ না, কিংবা কিছুই বুঝতে পার্‌চ না, হ'ল কি তোমার?..."

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ কি বলিবে ঠিক্ করিতে না পারিয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল:—এই লক্ষ্মীছাড়া ভাষাটা এমন শক্ত!

—শক্ত! হাঁ, বিদেশীর কাছে শক্ত ঠেক্‌তে পারে, কিন্তু ঐ ভাষা যাকে মায়ের কোলে আনন্দ দিয়েছে, প্রাণ-বায়ুর মত, প্রবাহের মত যার মুখ দিয়ে আজন্ম নিঃসৃত হয়েছে, তার পক্ষে এই ভাষা শক্ত নয়।

—হাঁ, সে কথা সত্যি, কিন্তু এমন এক এক মুহূর্ত্ত আসে, যখন আমার মনে হয় ঐ ভাষা আমি কিছুই জানি না।

—তুমি কি বল্‌চ ওলাফ? কি! তোমার পিতৃ-পিতামহের ভাষা, তোমার পবিত্র জন্ম-ভূমির ভাষা, যে ভাষায় তোমরা স্বজাতীয় ভাইদের চিন্‌তে পার, যে ভাষায় সর্ব্বপ্রথমে আমাকে বলেছিলে—"আমি তোমায় ভালবাসি," সেই ভাষা তুমি ভুলে যাবে, এ কি সম্ভব?

কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ আর কোন সঙ্গত উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল,—"আর এক ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ায়"...

এবার ভর্ৎসনার স্বরে কৌণ্টেস বলিলেন—"ওলাফ, আমি দেখ্‌ছি প্যারিস্‌ তোমাকে বিগ্‌ড়ে দিয়েছে; সেই জন্যেই তখন প্যারিসে আস্‌তে আমার ইচ্ছে ছিল না। তখন কে জান্‌ত, যে মহামহিম কৌণ্ট লাবিন্‌স্কি যখন স্বরাজ্যে ফিরে যাবেন, তখন তাঁর প্রজাদের অভিনন্দনে তিনি নিজ ভাষায় উত্তর দিতে পারবেন না?"

কৌণ্টেসের সুন্দর মুখখানি একটু বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিল। দেবীপ্রতিম নির্ম্মল ললাটে এই সর্ব্বপ্রথম একটা দুঃখের ছায়া পড়িল। এই অদ্ভুত বিস্মৃতি, তাঁহার আত্মার মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিল; ইহাকে তিনি একপ্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করিলেন।

আহারের অবশিষ্ট সময়টা নিস্তব্ধভাবে অতিবাহিত হইল; কৌণ্টেস, যাকে কৌণ্ট মনে করিয়াছিলেন, সেই অক্টেভের উপর অভিমান করিলেন। অক্টেভের মনে এখন একটা বিষম যন্ত্রণা হইতেছিল; তার ভয় হইতেছিল, পাছে তার উত্তর দিতে না পারে।

কৌণ্টেস গাত্রোত্থান করিয়া আপন মহলে চলিয়া গেলেন।

অক্টেভ এখন একলা,—একটা ছুরির বাঁট লইয়া ক্রীড়াচ্ছলে নাড়াচাড়া করিতেছিল; এক-একবার ইচ্ছা হইতেছিল, ঐ ছুরি নিজের বুকে বসাইয়া দেয়;—তার অবস্থাটা এতই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, হঠাৎ এক নূতন জীবন-ক্ষেত্রে সে

প্রবেশ করিবে; কিন্তু এখন দেখিল, এই অজ্ঞাত জীবনের অন্ধিসন্ধি তার জানা নাই; কৌণ্ট ওলাফের শরীর ধারণ করিতে গেলে, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত ধারণা ও সংস্কার, নিজের ভাষা, শৈশবের সমস্ত স্মৃতি, মানুষের 'আমি' জিনিসটা যেসকল অসংখ্য খুঁটিনাটি দিয়া গঠিত, নিজের অস্তিত্ব যাহা অন্যান্য অস্তিত্বের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ—এই সমস্ত বিসর্জ্জন করা আবশ্যক; এবং এই সমস্তের জন্য ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর বুজরুগি যথেষ্ট নহে। এ কি বিড়ম্বনা! এই স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম, অথচ উহার দ্বারদেশ দূর হইতেও দেখা আমার পক্ষে এক প্রকার ধৃষ্টতা! কৌণ্টেসের সহিত এক গৃহে বাস করিব, তাঁহাকে দেখিব, তাঁহার সহিত কথা কহিব, অথচ তাঁর সতীত্বের লজ্জা ভাঙ্গিতে পারিব না, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে এক-একটা মূঢ়তার কাজ করিয়া নিজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া ফেলিব! কৌণ্টেস্ আমাকে কথনই ভালবাসিবে না - ইহা আমার অখণ্ডনীয় অদৃষ্টের লিপি! তথাপি মানব-গর্ব্বকে ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া আমি যার-পর-নাই ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছি। আমি নিজের 'আমি'কে বিসর্জ্জন দিয়া, অপরের শরীর ধারণ করিয়া অন্যের প্রাপ্য আদর-যত্ন দাবী করিতে সম্মত হইয়াছি!"

অক্টেভের মনে-মনে এইরূপ স্বগতোক্তি চলিতেছিল। এমন সময় একজন সহিস্ আসিয়া মাথা নোয়াইয়া গভীর ভক্তিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল:—"আজ কোন্ ঘোড়াটা হুজুরকে এনে দেখাব?" প্রভু উত্তর করিতেছেন না দেখিয়া,—পাছে ধৃষ্টতা প্রকাশ পায়, ভয়ে-ভয়ে—অতি মৃদুস্বরে গুজ্‌গুজ্ করিয়া সহিস্ আবার বলিল—'ভুল্‌টুর'কে আন্‌ব না 'রোস্তম'কে আন্‌ব? আট দিন ওদের সোয়ারি হয় নি।"

এইবার অক্টেভ উত্তর করিলেন—'রোস্তম'কে।

অক্টেভ, স্নায়ুর উত্তেজনা মুক্ত-বায়ু সেবনে প্রশমিত করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া বোয়া-দে-বুলং-এ বেড়াইতে গেলেন।

রোস্তম উচ্চকুলোদ্ভব প্রকাণ্ড ঝাঁকালো ঘোড়া; তাকে কাঁটার আঘাতে উত্তেজিত করিবার কোন আবশ্যকতা ছিল না। সে সোয়ারের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইবামাত্র তীরের মত ছুটিল। দুই ঘণ্টা প্রচণ্ড বেগে ছুটাছুটি করিয়া, অশ্ব ও অশ্বারোহী প্রাসাদে ফিরিয়া আসিল। বেড়াইয়া আসিয়া অক্টেভের মস্তিষ্ক একটু ঠাণ্ডা হইল। ঘোড়ার নাসাদেশ রক্তিম হইয়াছে ও গাত্র হইতে বাষ্পধূম উত্থিত হইতেছে।

তথা-কথিত কৌণ্ট কৌণ্টেসের গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কৌণ্টেস তাঁর বৈঠকখানায় আছেন। একটা সাদা রেশমের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। আজ কিনা বৃহস্পতিবার; তাই আজ অভ্যাগত লোকদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৃহেই আছেন।

একটু মধুর হাসি হাসিয়া—(অমন সুন্দর ওষ্ঠাধরে অভিমানের ভাব বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না) কৌণ্টেস বলিলেন:—"বোয়ার উপবন-পথে ছুটাছুটি করে' তোমার স্মৃতি কি আবার ফিরে পেলে?"

অক্টেভ উত্তর করিল—"না, লাবিন্স্কি; একটা গোপনীয় কথা তোমার কাছে প্রকাশ করা আবশ্যক।"

—"আমি তোমার গোপনীয় মনের কথা পূর্ব্ব হতেই কি সব জানিনে? আমাদের মধ্যে এখনো কি কিছু ঢাকাঢাকি আছে?"

—"যে ডাক্তারের কথা লোকের মুখে এত শোনা যায়, কাল আমি সেই ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলাম।"

—"হাঁ, সেই ডাক্তার বাল্থাজার শেরবোনো, যে অনেকদিন,

ভারতবর্ষে ছিল। সে নাকি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে খুব আশ্চর্য্য গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছে। তুমি তাকে একদিন আমার কাছে নিয়ে আস্তেও চেয়েছিলে। কিন্তু ও বিষয়ে আমার কোন কৌতূহল নেই; কেন না আমি বেশ জানি, তুমি আমাকে ভালবাস। এই বিজ্ঞানই আমার পক্ষে যথেষ্ট।"

—"তিনি আমার সাম্‌নে যে সব ব্যাপার পরীক্ষা প্রয়োগ করে' দেখিয়েছিলেন, আশ্চর্য্য কাণ্ড করেছিলেন, তাতে আমার মন এখনো বিচলিত হয়ে আছে। এই অদ্ভুত ডাক্তার কি একটা অনিবার্য্য শক্তি প্রয়োগ করে' এমন এক গভীর চৌম্বক-নিদ্রায় আমাকে নিমজ্জিত কর্‌লেন যে, যখন আমি জেগে উঠলাম, তখন দেখি আমার সমস্ত মনোবৃত্তি লোপ পেয়েছে। অনেক জিনিসের স্মৃতি আমার নষ্ট হয়েছে। আমার অতীতটা যেন একটা গোলমেলে কোয়াসার ভিতর ভাস্‌ছে। কেবল, তোমার উপর আমার যে ভালবাসা—সেইটিই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।"

—"ওলাফ! তোমার ভারী ভুল হয়েছিল,—ঐ ডাক্তারের হাতের মধ্যে কি যেতে আছে? ঈশ্বর, যিনি আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন, আত্মাকে স্পর্শ করবার অধিকার একমাত্র তাঁরই আছে। মানুষের এইরকম চেষ্টা করা মহাপাপ; আশা করি, তুমি আর কখনও সেখানে যাবে না। আর, যখন আমি পোলীয় ভাষায় কোন ভালবাসার কথা বল্‌ব, তখন আশা করি, তুমি আবার পূর্ব্বেকার মত তা বুঝতে পারবে।"

অক্টেভ যখন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেছিল, তখনই সে এই মৎলব আঁটিয়াছিল যে, ডাক্তারের চৌম্বক-শক্তির দোহাই দিয়া তাহার এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ-জনিত বিপদ হইতে সে আপনাকে উদ্ধার করিবে। কিন্তু এই খানেই বিপদের শেষ হইল না।—একজন ভৃত্য, দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া খবর দিল:—

"সাভিলের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ অক্টেভ।"

কোন-না-কোন দিন এইরূপ সাক্ষাৎকার ঘটিবে মনে মনে জানিলেও, ঐ সাদাসিধা শব্দগুলি শুনিবামাত্র প্রকৃত অক্টেভের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; মনে হইল তাহার কাণের কাছে, হঠাৎ যেন "অন্তিম-বিচারের" তূরী-নিনাদ হইল। সাহসের উপর খুব ভর করিয়া, মনে মনে ভাবিল, এখনো এমন অবস্থা দাঁড়ায় নাই, যাহাতে আপনাকে একেবারে নিরুপায় বলিয়া মনে হইতে পারে। অতর্কিতভাবে অক্টেভ একটা কৌচের পৃষ্ঠদেশ ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহ্যতঃ মুখে একটা শান্ত ও দৃঢ়তার ভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।

অক্টেভ-দেহধারী প্রকৃত কৌণ্ট ওলাফ কৌণ্টেসের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে খুব নত হইয়া অভিবাদন করিল।

অক্টেভ-দেহ কৌণ্ট ও কৌণ্ট-দেহ অক্টেভ ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয় করিয়া দিয়া, কৌণ্টেস বলিলেন ;—

"ইনি লাবিন্স্কির কৌণ্ট—ইনি সাভিলের অক্টেভ—।"

এই দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ঠাণ্ডা ভাবে অভিবাদন করিয়া লৌকিক ভদ্রতার মুখসের ভিতর হইতে পরস্পরের প্রতি একটা চোরা কটাক্ষ হানিল।

চির-পরিচিত বন্ধুর ভাবে কৌণ্টেস বলিলেন :—

"দেখ অক্টেভ, আমি যখন ফ্লরেন্সে ছিলাম, তখন হতেই আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব। তোমার সেই বন্ধুত্বের বন্ধন এখনো পর্য্যন্ত একটুও শিথিল হয় নি। তুমি আমার সেই বাগান-বাড়ীতে তখন নিত্য যাতায়াত করতে। তুমি আপনাকে আমার বন্ধুবর্গের একজন বলে' মনে করতে।"

অলীক অক্টেভ ও প্রকৃত কৌণ্ট একটু বাধো-বাধো স্বরে উত্তর করিলেন :—

—"দেখুন, কৌণ্টেস, আমি অনেক ভ্রমণ করেছি, অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, এমন কি পীড়িতও হয়েছিলাম—আপনার সদয় নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়ে মনে করলাম, এই সুযোগ ছাড়ব কি না। কিন্তু আমার একটু আশঙ্কাও হ'ল, পাছে স্বার্থপর বলে আমার মত উদাসচিত্ত ব্যক্তি আপনার নিকট গিয়ে আপনার অনুগ্রহের অপব্যবহার করে।"

কৌণ্টেস উত্তর করিলেন :—

—"উদাসচিত্ত? হ'তে পারে। না, না, উদাসচিত্ত নয়। তুমি তখন বিষাদ-রোগগ্রস্ত ছিলে। কিন্তু তোমাদের একজন কবি এই কথা বলেন নি কি?:—

"আলস্যের পরে ইহাই সব-চেয়ে মারাত্মক ব্যাধি।"

অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্ট বলিলেন :—

"অন্যের দুঃখকষ্টে পাছে মমতা করতে হয় এইজন্যই সুখী লোকেরা এই গুজব রটিয়েছে।"

কৌণ্টেস অনিচ্ছাক্রমে তার মনে যে প্রেমের উদ্রেক করিয়াছিলেন, তজ্জন্য যেন ক্ষমা চাহিতেছেন—এইভাবে কৌণ্টেস অক্টেভ-দেহধারী কৌণ্টের উপর একটি অতীব মধুর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তারপর বলিলেন :—

"তুমি যে রকম মনে কর, আমি ততটা মমতা-শূন্য লঘুচিত্ত নই। প্রকৃত দুঃখ দেখলে আমার দয়া হয়, আর সে দুঃখকষ্টের লাঘব না করতে পারলেও অন্তত তার জন্য সমবেদনা দেখাতে পারি। দেখ অক্টেভ, তুমি সুখী হও—এই ইচ্ছা আমি করতে পারতাম; কিন্তু কেন বল দেখি, তুমি নিজের বিষণ্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে একগুঁয়ের মত জীবনের সমস্ত সুখ, জীবনের সমস্ত মাধুর্য্য, জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিলে ও আমার বন্ধুত্বই বা কেন তুমি প্রত্যাখ্যান করলে?"

এই সাদাসিধা সরল-ভাবের কথাগুলি দুই শ্রোতা বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিল।

—অক্টেভ বুঝিল,—বাগান-বাড়ীতে কৌণ্টেস তার উপর যে দণ্ডাজ্ঞা জারী করিয়াছিলেন, ইহা তাহারই দৃঢ় সমর্থন মাত্র। কেন না, ঐ সুন্দর ওষ্ঠাধর মিথ্যাবাদে কখনও কলুষিত হয় নাই।

এ দিকে কৌণ্ট ওলাফ ঐ কথাগুলির মধ্যে কৌণ্টেসের অপরিবর্ত্তনীয় সতীত্বের আর একটা প্রমাণ পাইলেন। ভাবিলেন, কোন সয়তানি চক্রান্ত ব্যতীত, সে সতীত্বের কখনই পতন হইতে পারে না। এই কথা মনে হইবামাত্র তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। আর এক আত্মার দ্বারা অধিকৃত নিজের মূর্ত্তিকে দেখিয়া এবং সেই অলীক ব্যক্তি নিজের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া, তিনি ছুটিয়া গিয়া ঐ অলীক কৌণ্টের টুটি চাপিয়া ধরিলেন।

"চোর, ডাকাত, পাজি,—ফিরে দে আমার শরীর!"

এই আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিয়া কৌণ্টেস ঘণ্টা বাজাইয়া দিলেন; কতকগুলি ভৃত্য ছুটিয়া আসিয়া কৌণ্টকে ধরিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্টেস বলিলেন :—

"অক্টেভ বেচারা পাগল হয়ে গেছে!"

প্রকৃত অক্টেভ উত্তর করিল :—

"হাঁ, প্রেমে পাগল! কৌণ্টেস, তোমার রূপলাবণ্য নিশ্চয়ই অসাধারণ!"

১১

এই সকল ঘটনার দুই ঘণ্টা পরে, অলীক কৌণ্ট প্রকৃত কৌণ্টের নিকট হইতে অক্টেভের শিল-মোহরে বন্ধ-করা এক পত্র পাইল।

হতভাগ্য অধিকারচ্যুত ব্যক্তির উহা ছাড়া আর কোন শিল-মোহর ছিল না। ইহার পরিণাম অদ্ভুত হইল। স্বকীয় কুলচিহ্নাঙ্কিত শিল-মোহর ভাঙ্গিয়া, কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভ পত্রখানা পাঠ করিল। বাধো-বাধো হাতের লেখা; মনে হয় নিজের হাতের লেখা নয়, আর কেহ লিখিয়া দিয়াছে। কেননা, অক্টেভের আঙ্গুল দিয়া লেখা, কৌণ্ট ওলাফের অভ্যাস ছিল না। পত্রে এই কথাগুলি লেখা ছিলঃ—"কতকগুলা অভাবনীয় ঘটনার পাকচক্রে বাধ্য হইয়া আমি এমন একটা কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি,—পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে যখন হইতে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কেহ কখন করে নাই। আমি নিজেকে নিজেই লিখিতেছি, এবং এই পত্রের ঠিকানার উপর যে নাম দিয়াছি তাহা আমারই নাম,—যে নামটি তুমি আমার ব্যক্তিত্বের সহিত এক সঙ্গে চুরি করিয়াছ। আমি কাহার কূট চক্রান্তের কবলে পড়িয়াছি, কাহার প্রসারিত মায়াজালের ফাঁদে পা দিয়াছি, তাহা আমি জানি না—তুমি নিশ্চয়ই জান। তুমি যদি ভীরু কাপুরুষ না হও, তাহা হইলে আমার পিস্তলের গুলি কিংবা আমার অসির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তোমাকে এই গুপ্ত কথা সম্বন্ধে এমন এক স্থানে জিজ্ঞাসা করিবে, যেখানে কি সৎ কি অসৎ সকল লোকেই প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। আগামী কল্য আমাদের মধ্যে একজনকে আকাশের আলোক দর্শনে চিরকালের মত বঞ্চিত হইতে হইবে। এখন আমাদের

দুজনের পক্ষে এই বিশাল জগৎটা অতীব সংকীর্ণ:—তোমার প্রতারক আত্মা যে শরীরে বাস করিতেছে, আমার সেই শরীরকে আমি বধ করব, অথবা যে শরীরে আমার ক্রুদ্ধ আত্মা আবদ্ধ রয়েছে, তোমার সেই শরীরকে তুমি বধ করবে।—আমাকে পাগল বলিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিও না—আমি ন্যায়সঙ্গত কাজ করিতে ভয় পাইব না; ভদ্রজনোচিত শিষ্টতার সহিত, রাজদূত-সুলভ কৌশলের সহিত, তোমাকে আমি অপমান করিব। কৌণ্ট ওলাফ-লাবিনস্কি অক্টেভের চক্ষুঃশূল হইতে পারে, আর প্রতিদিনই ত অপেরা হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে গমন করা হয়; আশা করি, আমার এই কথাগুলা অস্পষ্ট হইলেও তোমার নিকট একটুও অস্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। আর এক কথা,—তোমার সাক্ষিগণের সহিত আমার সাক্ষিগণ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল, স্থান ও নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে বোঝাপড়া করিয়া লইবে।”

এই চিঠিখানা অক্টেভকে বিষম মুস্কিলে ফেলিল। অক্টেভ কৌণ্টের এই আহ্বান-পত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না; অথচ নিজের সহিত নিজে যুদ্ধ করিতে তাহার আদৌ প্রবৃত্তি হইল না,—কারণ, এখনো তাহার আত্মার পুরাতন আবরণটির প্রতি কতকটা মমতা ছিল। একটা ভয়ানক অপমান অত্যাচারের দরুণ বাধ্য হইয়া এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, মনে করিয়া অক্টেভ এই যুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিল। যদিও ইচ্ছা করিলে অক্টেভ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পাগল সাব্যস্ত করিয়া, তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে যুদ্ধে বিরত করিতে পারিত, কিন্তু অক্টেভের কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ হইল। যদি মনের অদম্য আবেগ বশতঃ সে একটা নিন্দনীয় কাজও করিয়া থাকে—যে রমণী সর্ব্বপ্রকার প্রলোভনের অতীত, সেই রমণীর সতীত্বের উপর জয়লাভ করিবার জন্য যদি পতির মুখসে প্রণয়ীকে

প্রচ্ছন্ন রাখিয়া থাকে, তথাপি সে আত্মসম্ভ্রমহীন ভীরু কাপুরুষ নহে; তিন বৎসরকাল যুঝাযুঝির পর, কষ্টভোগের পর, যখন প্রেমানলে দগ্ধ হইয়া তার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তখনই অগত্যা এই অন্তিম উপায় সে অবলম্বন করিয়াছিল। সে কৌণ্টকে চিনিত না, সে কৌণ্টের বন্ধু ছিল না; সে কৌণ্টের কোন ধার ধারিত না; এবং ডাক্তার বালথাজার তাহাকে যে উপায় বলিয়া দিয়াছিল, সেই দুঃসাহসিক উপায় অবলম্বন করিয়াই সে সফলতা লাভ করিয়াছে।

এখন সাক্ষীদিগকে কোথায় পাওয়া যায়? অবশ্য, কৌণ্টের বন্ধুবর্গের মধ্য হইতেই সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু অক্টেভ যে দিন হইতে প্রাসাদে বাস করিতেছিল, তখন হইতে সেই সব বন্ধুদের সহিত তাহার ত মিলন ঘটে নাই।

চিমনীর দুই জায়গা গোলাকার হইয়া দুইটা কৌটায় পরিণত হইয়াছে। একটা কৌটায় কতকগুলা আংটি, কতকগুলা আল্‌পিন, কতকগুলা শিল-মোহর এবং অন্যান্য ছোটখাটো অলঙ্কার, এবং আর একটা কৌটায় ডিউক, মার্কুইস্, কৌণ্ট প্রভৃতি অভিজাতবর্গের মুকুট-চিহ্ন-সমন্বিত,—পোলীয়, রুষীয়, হঙ্গারীয়, জর্ম্মণ, স্পেনীয় প্রভৃতি অসংখ্য নাম, ছোট বড় মাঝারি নানা হরফে সাক্ষাৎকারের কার্ডের উপর খোদিত রহিয়াছে। ইহা হইতে জানা যায়, কৌণ্ট দেশবিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এবং সকল দেশেই তাঁহার কতকগুলি বন্ধু ছিল।

অক্টেভ উহার মধ্য হইতে দুইখানা কার্ড উঠাইয়া লইল:—একখানা কৌণ্ট জামোজ্‌কির, আর একখানা মার্কুইস্ সেপুল্‌ভেদার। তার পর অক্টেভ গাড়ী জুতিতে বলিল, এবং গাড়ী করিয়া উহাদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল। উভয়েরই সঙ্গে দেখা হইল। কৌণ্ট-দেহধারী অক্টেভকে

প্রকৃত কৌণ্ট লাবিন্স্কি বলিয়া মনে করায়, অক্টেভের অনুরোধে তাঁহারা বিস্মিত হইলেন না।

সাধারণ গৃহস্থ ধরণের মনোভাব তাঁহাদের কিছুমাত্র না থাকায়, তাঁহারা একথা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, যে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে একটা রফা হইতে পারে কি না, এবং যে কারণে দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হইবে সেই কারণ সম্বন্ধেও সম্ভ্রান্ত জনসুলভ সুরুচি অনুসারে একেবারে নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিলেন। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিলেন না।

এদিকে প্রকৃত কৌণ্ট অথবা অলীক অক্টেভ,—ইনিও এই একই রকম মুস্কিলে পড়িয়া ছিলেন। যাহাদের প্রাতর্ভোজনের নিমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, সেই য়্যাল্‌ফ্রেড ও রাম্বোর নাম তাঁর মনে পড়িল। এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য গ্রহণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। তাঁহাদের বন্ধু অক্টেভ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। কেন না তাঁরা জানিতেন, এক বৎসর হইতে অক্টেভ নিজের কোটর হইতে বাহির হয় নাই; এবং ইহাও জানিতেন, অক্টেভের শান্তিপ্রিয় মেজাজ, লাড়াকা মেজাজ আদবে নয়; কিন্তু যখন তাঁহারা শুনিলেন একটা কোন অপ্রকাশ্য কারণে তুমি-মর কি আমি-মরি ধরণের যুদ্ধ হইবার কথা হইতেছে, তখন তাঁহারা আর কোন আপত্তি না করিয়া লাবিন্স্কি প্রাসাদে উপস্থিত হইবেন বলিয়া স্বীকার পাইলেন।

দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মও স্থির হইয়া গেল। একটা মুদ্রা ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া স্থির হইল, কোন্ অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা পূর্ব্বেই বলিয়া ছিল, অসিই হউক, পিস্তলই হউক, দুয়েতেই তাহাদের সমান সুবিধা হইবে।

প্রভাতে ৬টার সময় বোয়া-দে-বুলং-এর একটা বীথিকা-পথে একটা

বিশেষ কুটীরের সম্মুখে, যেখানে গাছপালা নাই, আর যেখানে বালুময় একটা পরিসর ভূমি আছে, সেইখানে দুই পক্ষের যাইতে হইবে।

যখন সব ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা। অক্তেভ কোণ্টেসের মহলের দরজার দিকে অগ্রসর হইল। গত রাত্রির মতই ঘরে খিল দেওয়া ছিল, এবং কৌণ্টেস দরজার ভিতর হইতে, উপহাসের স্বরে এইরূপ টিট্‌কারী দিয়া বলিলেন :—

"যখন পোলোনী ভাষা শিখ্‌বে, তখন আবার এখানে এসো। আমি অত্যন্ত দেশভক্ত, কোন বিদেশীকে আমার বাড়ীতে আমি গ্রহণ করি না।"

অক্তেভ পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়ায়, ডাক্তার বাল্‌থাজার শেরবোনো প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে অস্ত্রচিকিৎসার একটা ব্যাগ আর একটা পটির গাঁঠরী!—উহারা দুজনে একসঙ্গে এক গাড়ীতে উঠিয়াছিল। আর, কৌণ্টের সাক্ষীদ্বয়ও তাদের আপনাদের গাড়ীতে ছিল। ডাক্তার, অক্তেভকে বলিলেন :—

বাপু হে, এ ব্যাপারটা দেখ্‌ছি শেষে একটা ট্র্যাজেডি হয়ে দাঁড়াল? তোমার শরীরের মধ্যে কৌণ্টকে আমার পালঙ্কের উপর হপ্তাখানেক ঘুমাতে দিলেই ঠিক্ হত। আমি সম্মোহন-নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট সীমাটা অতিক্রম করে ফেলেছি। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদের সম্মোহন-বিদ্যা যতই অনুশীলন করা যাক না কেন, ওর কিছু না কিছু ভুলে যেতে হয়, খুব ভাল আয়োজন করতে পারলেও কিছু না কিছু ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু সে যাক্, কৌণ্টেস প্রাস্কোভি, এইরূপ ছদ্মবেশে তাঁর ফ্লরেন্সের প্রেমিককে কিরূপ অভ্যর্থনা করিলেন বল দিকি?

অক্তেভ উত্তর করিল;—আমার মনে হয়, আমার রূপান্তর সত্ত্বেও, আমাকে তিনি চিন্‌তে পেরেছেন, কিম্বা তাঁর রক্ষা-দেবতা আমাকে

অবিশ্বাস করতে তাঁর কাণে কাণে কিছু ফুস্‌লে দিয়ে থাক্‌বেন। আমি তাঁকে এখনো সেই রকম মেরু-তুষারের মত শীতল ও শুদ্ধচিত্ত দেখতে পাই। তাঁর সূক্ষ্মদর্শী আত্মা নিশ্চয়ই জান্‌তে পেরেছে—যে দেহের উপর তাঁর ভালবাসা ছিল সেই দেহের ভিতরে এক অপরিচিত আত্মা এসে বাস করচে। আমি এই কথা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম যে, আপনি আমার জন্য কিছুই করতে পারেন নি। আপনি যখন প্রথম আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন আমার যে দুঃখের অবস্থা ছিল, এখন তার চেয়ে অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"

ডাক্তার একটু বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন ;—"আত্মার শক্তি-সীমা কে নির্দ্ধারণ করতে পারে? বিশেষতঃ যে আত্মাকে কোন পার্থিব চিন্তা স্পর্শ করে নি, যে আত্মা কোন মানবীয় কর্দ্দমে কলুষিত হয় নি, স্রষ্টার হাত থেকে যেমনটি বেরিয়েছিল তেমনিটিই রয়েছে, আলোর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে ঠিক তেমনি বিচরণ করচে, এইরূপ আত্মার শক্তির কি কোন সীমা আছে?—হাঁ, তুমি ঠিক অনুমান করেছ, তিনি তোমাকে চিনতে পেরেছেন, লালসাময় দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সতী-সুলভ বিশুদ্ধ লজ্জা শিউরে উঠেছিল, এবং সহজ সংস্কার বশে আপনা হতেই তিনি সতীত্বের রক্ষা-কবচে আপনাকে আবৃত করেছেন। অক্টেভ, তোমার জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়! বাস্তবিক, তোমার রোগ অসাধ্য। যদি আমরা মধ্য-যুগের লোক হতাম, তা' হলে তোমাকে বলতাম ;—মঠে যাও, কোন মঠে গিয়ে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর।"

অক্টেভ উত্তর করিল ;—"আমার অনেক সময় ঐ কথা মনে হয়েছে।"

উহারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে।—অলীক অক্টেভের গাড়ীও নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়াছে।

এই প্রভাত কালে বোয়া-দে-বুলং ঠিক ছবির মত দেখিতে হইয়াছে। দিনের বেলা, যখন সৌখীন লোকের আমদানী হয় তখন এ শোভাটি থাকে না। এখন গ্রীষ্ম যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাতে সূর্য্য এখনো পত্রপুষ্পের হরিৎবর্ণকে ম্লান করিয়া তুলিতে অবসর পায় নাই। নিশির শিশিরে ধৌত হইয়া নিরন্ধ্র নিবিড় তরুপুঞ্জের পুষ্প সকল তাজা ও স্বচ্ছ আভা ধারণ করিয়াছে, এবং নবীন উদ্ভিদ্ রাশি হইতে একটা সুগন্ধ নিঃসৃত হইতেছে। এই স্থানের বৃক্ষগুলি বিশেষরূপে আরও সুন্দর। গাছের গুঁড়ি খুব জোরালো, শৈবালে মণ্ডিত সাটিনের মত মসৃণ একপ্রকার রূপালি ছালে বিভূষিত; বৃক্ষকাণ্ড হইতে কিম্ভূতকিমাকার শাখা-স্কন্ধ সকল বহির্গত হইয়াছে,—চিত্রকরের চিত্র করিবার সুন্দর মুল-আদর্শ! যে সকল পাখী দিনের গোলমালে চুপ হইয়া যায়, তাহারা এই সময়ে তরুপল্লবের মধ্য হইতে আনন্দে শিশ্ দিতেছে; চাকার ঘর্ঘর শব্দে ভীত হইয়া একটা খরগোস তিন লাফে বালুকাময় পথের উপর দিয়া ছুটিয়া, ঘাসের মধ্যে লুকাইল।

বেশ বুঝিতেই পারিতেছ, দ্বন্দ্বযুদ্ধের দ্বন্দ্বীদ্বয় ও তাহাদের সাক্ষিগণ প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্যের এই সব কবিত্ব লইয়া বড় একটা ব্যাপৃত ছিলেন না।

ডাক্তার শেরবোনোকে দেখিয়া কৌণ্ট ওলাফের খারাপ লাগিল। কিন্তু তিনি এই মনের ভাবটা শীঘ্রই সাম্‌লাইয়া লইলেন।

অসি মাপা হইল, যুদ্ধের স্থান নির্দ্দেশ হইল। যোদ্ধাদ্বয় কোর্ত্তা খুলিয়া নীচে রাখিয়া আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

সাক্ষীরা বলিয়া উঠিল—"এইবার!"

দ্বন্দ্বযুদ্ধমাত্রেই, এক-একবার গম্ভীর নিশ্চলতার মুহূর্ত্ত আসে; প্রত্যেক যোদ্ধা নিস্তব্ধভাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে,

কোন্ সময় শত্রুকে আক্রমণ করিবে, তাহার মৎলব আঁটে এবং শত্রুর আক্রমণ আটকাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। তার পর অসিতে অসিতে ঘসাঘসি ঠেকাঠেকির চেষ্টা হয়। এইরূপ বিরাম কয়েক সেকেণ্ড মাত্র স্থায়ী হইলেও, উৎকণ্ঠার দরুণ সাক্ষিগণের মনে হয় যেন কয়েক মিনিট, কয়েক ঘণ্টা!

এইস্থলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধের নিয়মগুলি, সাক্ষীদিগের নিকট সচরাচর ধরণের বলিয়া মনে হইলেও, যোদ্ধৃদ্বয়ের চোখে এরূপ অদ্ভুত ঠেকিয়াছিল যে, সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে,—তাহা অপেক্ষা বেশীক্ষণ তাহারা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াছিল। ফলতঃ প্রত্যেকেই দেখিল, তাহার সম্মুখে তাহার নিজের শরীর বিদ্যমান এবং যে মাংস গত-রাত্রেও তাহারই ছিল, সেই মাংসেরই মধ্যে কিনা আপন অসির তীক্ষ্ণ ফলা বসাইয়া দিতে হইবে!

—এ তো যুদ্ধ নয়—এ যে আত্মহত্যা! এ কথা ত পূর্ব্বে মনে হয় নাই। যদিও অক্টেভ ও কৌণ্ট দুজনেই সাহসী পুরুষ, তথাপি নিজ দেহের সম্মুখে আপনাদিগকে দেখিয়া এবং নিজের শরীর নিজের অসিতেই বিদ্ধ করিতে হইবে মনে করিয়া, উভয়েরই একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

সাক্ষিগণ ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া আর একবার বলিতে যাইতেছিল, "মহাশয়রা, আরম্ভ করুন না"—এমন সময় অসির আস্ফালন আরম্ভ হইল।

কয়েক বার উভয়েই উভয়ের আঘাত ঠেকাইল। সামাজিক শিক্ষার ফলে কৌণ্ট সিদ্ধলক্ষ্য ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বড় বড় ওস্তাদের সহিত অসিযুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু অসিযুদ্ধে দক্ষতা অপেক্ষা তাঁর পাণ্ডিত্যই বেশী ছিল। কৌণ্টের দেহ এখন অক্টেভের দেহ, সুতরাং অক্টেভের দুর্ব্বল মুষ্টি কৌণ্টের অসি ধারণ করিয়াছে।

পক্ষান্তরে, অক্টেভ কৌণ্টের দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকায়, সে এখন অজ্ঞাতপূর্ব্ব বল লাভ করিয়াছে, এবং অসি বিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও, বুক দিয়া শত্রুর অসি ঠেলিয়া ফেলিতেছে।

ওলাফ শত্রুর শরীরে আঘাত করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অক্টেভ অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে ও দৃঢ়ভাবে শত্রুর আঘাত ঠেকাইতে লাগিল।

ক্রমে কৌণ্টের রাগ চড়িয়া উঠিল, তাঁর অসিচালনায় আকুলতা ও বিশৃঙ্খলতা পরিলক্ষিত হইতে লাগিল! তিনি বরং অক্টেভ হইয়াই থাকিবেন, কিন্তু যে দেহ কৌণ্টেস প্রাস্কোভিকে ঠকাইতে পারিয়াছে, সেই দেহটাকে তিনি নিশ্চয়ই বধ করিবেন;—এই কথা মনে করিয়া তিনি ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

শত্রুর অসিতে বিদ্ধ হইবার ঝুঁকি সত্ত্বেও তাঁর নিজের শরীরের ভিতর দিয়া তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর আত্মাতে—প্রাণের মর্ম্মস্থানে পৌঁছিবার জন্য সিধাভাবে অসি চালনা করিলেন, কিন্তু অক্টেভ তাহার অসি দিয়া শত্রুর অসিতে এমন সজোরে আঘাত করিল যে, শত্রুর হস্তচ্যুত অসি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া, কয়েক পদ দূরে ভূমিতে নিপতিত হইল।

এখন ওলাফের প্রাণ অক্টেভের মুষ্টির ভিতর। এখন ইচ্ছা করিলেই অক্টেভ ওলাফের শরীর অসির দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এফোড় ওফোড় করিয়া দিতে পারে। কৌণ্টের মুখ কুঞ্চিত হইল—মৃত্যুভয়ে নহে; তিনি ভাবিলেন, তাঁর পত্নীকে তিনি ঐ দেহ-চোরের হস্তে সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, আর কিছুতেই তাহার মুখস খসাইতে পারিবেন না।

অক্টেভ, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করা দূরে থাক্, তাহার অসি দূরে নিক্ষেপ করিল, এবং সাক্ষীদিগকে তাহার কাজে—হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিবার ভাবে ইঙ্গিত করিয়া, হতবুদ্ধি কৌণ্টের অভিমুখে

অগ্রসর হইল; এবং কৌণ্টের বাহু ধারণ করিয়া নিবিড় বনের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল।

কৌণ্ট বলিলেন, "তোমার ইচ্ছাটা কি? তুমি ত এখন অনায়াসে আমাকে বধ করতে পার, তবে কেন করচ না? যদি তুমি নিরস্ত্র ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চাও, তা' হলে আমায় অস্ত্র দিয়ে, তুমি ত এখনও যুদ্ধ করতে পার। তুমি ত বেশ জান, আমাদের দু'জনের ছায়া একসঙ্গে মাটির উপর ফেলা সূর্য্যদেবের কখনও উচিত নয়—আমাদের মধ্যে একজনকে পৃথিবীর গ্রাস করা চাই।"

অক্টেভ উত্তর করিল;—"আমার কথাটা একটু ধীরভাবে শোনো। তোমার সুখশান্তি এখন আমার হাতে। যে দেহের মধ্যে এখন আমি বাস করচি, আর যে দেহ তোমারই বৈধ সম্পত্তি, সেই দেহ আমি বরাবর রাখতে পারি। আমি খুনী হয়েছি, এখন কোন সাক্ষী আমাদের কাছে নেই, সাক্ষীর মধ্যে পাখীরাই একমাত্র সাক্ষী, তারাই আমাদের কথা শুনতে পারে, কিন্তু তারা আর কাউকে বলতে যাবে না। যদি আমরা যুদ্ধ আবার আরম্ভ করি, আমি তোমাকে বধ করব। আমি এখন কৌণ্ট ওলাফের স্থানীয়;—কৌণ্ট ওলাফ অসি-চালনায় অক্টেভের চেয়ে বেশী দক্ষ; আর তুমি এখন অক্টেভের শরীর ধারণ করে আছ, ঐ শরীরকে আমার এখন বিনাশ করতে হবে।"

কৌণ্ট উক্ত কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, এই নীরবতায় তাঁহার গূঢ় সম্মতি সূচিত হইল।

অক্টেভ আরও বলিলেন;—"তোমার নিজের ব্যক্তিত্ব ফিরে পাবার চেষ্টায় তুমি কখনই সফল হবে না। আমি তাতে বাধা দেব। তুমি ত দেখেছ, দু'বার চেষ্টা করে' কি ফল হ'ল। তুমি আরও যদি চেষ্টা কর, তা'হলে লোকে তোমাকে পাগল বলে ঠাওরাবে, তোমার কথা কেহই

বিশ্বাস করবে না। যদি তুমি বল তুমিই আসল কৌণ্ট-ওলাফ, লোকে তোমার মুখের সাম্‌নে হেসে উঠ্‌বে ;—তার প্রমাণ বোধ হয় আগেই পেয়েছ। তোমাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেবে, আর সেখানে তোমার মাথায় ডাক্তাররা যতই ঠাণ্ডা জল ঢাল্‌তে থাক্‌বে—তুমি ততই বল্‌বে, "আমি পাগল নই, আমি বাস্তবিকই কৌণ্টেস প্রাস্কোভির স্বামী"—এমনি করে' তোমার বাকি জীবনটা কেটে যাবে। তোমার কথা শুনে দয়ালু লোকেরা শুদ্ধ এই কথা বল্‌বে, "আহা, বেচারা অক্টেভ!"

এই কথাগুলা গণিতের মত এতই সত্য যে, কৌণ্ট হতাশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মস্তক বক্ষের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

"আপাততঃ তুমিই যখন অক্টেভ, তখন অবশ্য তুমি অক্টেভের দেরাজ হাতড়ে' তার কাগজপত্র দেখেছ, তুমি অবশ্য জানতে পেরেছ, অক্টেভ তিন বৎসর ধরে' কৌণ্টেসের প্রেমে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্চে ; কৌণ্টেসের হৃদয় পাবার সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়েছে। অক্টেভের সে প্রেমের উৎকট আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই যাবে না—সে প্রেমের আগুন আমরণ প্রজ্জলিত থাক্‌বে।"

ওষ্ঠাধর দংশন করিয়া কৌণ্ট বলিলেন ;—"হাঁ, আমি তা জানি।"

—"তার পর, আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবার জন্যে একটা ভয়ানক উপায়, একটা উৎকট উপায় অবলম্বন করলাম ; ডাক্তার শেরবোনো আমার জন্যে এমন একটা কাণ্ড করলেন, যা কোনও দেশের কোন কালের যাদুকর এপর্য্যন্ত করতে পারে নি। আমাদের দু'জনকে গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত করে' চৌম্বক শক্তির প্রক্রিয়ায় আত্মাকে আমাদের দেহ হতে স্থানান্তরিত করলেন। এই অলৌকিক কাণ্ড কোন কাজে এল না। নিষ্ফল হল। আমি তাই তোমার শরীর তোমাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি। প্রাস্কোভি আমাকে ভালবাসেন না। স্বামীর আকৃতির

মধ্যে তিনি প্রেমিকের আত্মাকে চিন্‌তে পেরেছেন। সেই বাগান-বাড়ীতে যে দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন, সেই প্রেমশূন্য উদাসীন দৃষ্টি দম্পতীর শয়ন-কক্ষের দ্বারদেশেও দেখ্‌তে পেলাম।”

অক্টেভের কণ্ঠস্বরে এমন একটা প্রকৃত দুঃখের ভাব ছিল যে, কৌণ্ট তার কথায় বিশ্বাস করিলেন।

অক্টেভ একটু মৃদু হাসিয়া আরও বলিলেন—“আমি একজন প্রেমিক, আমি চোর নই। এই পৃথিবীতে যে একমাত্র ধন আমি চেয়েছিলাম, তাই যখন আমার হতে পারবে না, তখন তোমার পদবী, তোমার প্রাসাদ, তোমার ভূসম্পত্তি, তোমার ধন-ঐশ্বর্য্য, তোমার ঘোড়া-গাড়ী, তোমার কুল-চিহ্ন—এ সবে আমার কি প্রয়োজন?—এসো, আমার হাতে তোমার হাত দাও—আমাদের বিবাদ সব মিটমাট হয়ে গেল—এখন সাক্ষীদের ধন্যবাদ দেওয়া যাক্। আমাদের সঙ্গে শেরবোনোকে নেওয়া যাক্,—আর তাঁকে নিয়ে যেখান থেকে আমরা রূপান্তরিত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম, সেই সম্মোহন প্রক্রিয়ার পরীক্ষাগারে আবার যাওয়া যাক্। ঐ বুড়া ব্রাহ্মণের দ্বারা যা সঙ্ঘটিত হয়েছে, তা আবার তাঁর দ্বারাই অঘটিত হতে পারবে।”

আরও কয়েক মিনিট কৌণ্ট ওলাফের ভূমিকাই বজায় রাখিয়া অক্টেভ বলিল:—“মহাশয়গণ, আমরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আমাদের গোপনীয় কথা প্রকাশ করে’ পরস্পরের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়েছি, এখন যুদ্ধ করা অনাবশ্যক। তবে কিনা শিষ্টসজ্জনের মধ্যে, একটু অসির ঘসাঘসি না হলেও মন সাফাই হয় না!”

জামোজ্‌কি ও সেপুলভেদা, এবং য়্যালফ্রেড ও রাম্বো তাদের নিজের নিজের গাড়ীতে আবার আরোহণ করিলেন। কৌণ্ট ওলাফ, অক্টেভ ও ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো একটা বড় গাড়ীতে উঠিয়া ডাক্তারের বাড়ীর রাস্তার দিকে যাত্রা করিলেন।

১২

যাত্রাকালে, অক্টেভ ডাক্তারকে বলিল :—

"দেখুন, ডাক্তার মশায়, আমি আর একবার আপনার বৈজ্ঞানিক শক্তির পরীক্ষা করতে চাই ; আমাদের দুজনের আত্মা আবার আমাদের নিজের নিজের শরীরে আপনাকে প্রবেশ করিয়ে দিতে হবে। এ কাজটা করা আপনার পক্ষে শক্ত হবে না ; আশা করি, কৌণ্ট লাবিন্স্কি তাঁর প্রাসাদের বদলে এই দীনের কুটীরে থাকতে চাবেন না ; আর, তাঁর বহুগুণালঙ্কৃত আত্মা আমার এই সামান্য দেহের মধ্যে বাস করতেও রাজি হবে না। তা' ছাড়া আপনার যেরূপ শক্তি, তা'তে আপনার কোন প্রকার প্রতিশোধের ভয় নেই।"

এই কথায় সায় দিবার ভাবে একটা ইঙ্গিত করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এইবার প্রক্রিয়াটা গতবারের চেয়ে আরো সহজ হবে। যে সব অদৃশ্য সূত্রে আত্মা শরীরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকে, সেগুলি তোমার মধ্যে ছিন্ন হয়ে গেছে ; আবার যুড়ে যেতে এখনো সময় পায়নি। আর, সম্মোহনের পাত্র সম্মোহনকারীর চেষ্টাকে স্বতই যেরূপ প্রতিরোধ করে, তোমার ইচ্ছাশক্তি সেরূপ বাধা দিতে পারবে না। আমার মত বুড়ো বৈজ্ঞানিক যে এইরূপ পরীক্ষার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারে নি, তজ্জন্য কৌণ্ট মহাশয় আমাকে মার্জ্জনা করবেন—কারণ এইরূপ পরীক্ষার পাত্র খুব কমই জোটে, তা'ছাড়া এইরূপ পরীক্ষা করতে করতে মনের এমন একটা সূক্ষ্ম অবস্থা হয় যে, তখন সেই পরীক্ষাকারী ভবিষ্যৎ ঘটনা বল্‌তে পারে ; যেখানে আর সবাই হার মানে, সে সেখানে জয়লাভ করে। আপনি এই ক্ষণিক রূপান্তরের ব্যাপারকে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন বলে ভাবতে পারেন :

আর কিছুকাল পরে, এই অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি আপনার হয়েছিল বলে আপনি বোধ হয় দুঃখিত হবেন না ; কেন না, দুই শরীরে বাস করবার অনুভূতি খুব কম লোকেরই হয়েছে। দেহান্তরগ্রহণ একটা নূতন মতবাদ নয়। কিন্তু দেহান্তর গ্রহণের পূর্ব্বে আত্মাদের বিস্মৃতি-মোহ-মদিরা পান করতে হয়। তবে, ট্রয়ের যুদ্ধে ছিলেন বলে পিথাগোরসের স্মরণ ছিল,—কিন্তু সেরূপ জাতিস্মর সবাই হতে পারে না।"

কৌণ্ট ভদ্রভাবে উত্তর করিলেন, "আমার ব্যক্তিত্ব আবার ফিরে পেলে আমার যে লাভ হবে, তা'তে অধিকারচ্যুত হওয়া প্রভৃতি সমস্ত অসুবিধারই ক্ষতিপূরণ হবে। অক্টেভ মহাশয় কিছু যেন মনে না করেন, আমি কোন কুমৎলবে এ কথাটা বলচি নে। আমিই ত এখন অক্টেভ,—একটু পরে আর আমি অক্টেভ থাক্‌ব না।"

এই কথায়, কৌণ্ট লাবিনস্কির ওষ্ঠাধরে অক্টেভের হাসির রেখা দেখা দিল; কেননা এই বাক্যটা এক ভিন্ন দেহরূপ আবরণের মধ্য দিয়া, অক্টেভের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল। এখন এই তিনজনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অসাধারণ অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলা কঠিন হইয়া উঠিল।

বেচারা অক্টেভের সমস্ত আশা অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং তার মন যে গোলাপ ফুলটির মত উৎফুল্ল নয়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রত্যাখ্যাত সমস্ত প্রেমিকের ন্যায়, সে মনে মনে এখনো ভাবিতেছিল, কৌণ্টেসের ভালবাসা সে কেন পাইল না—যেন ভালবাসার কোন 'কেন' আছে! যাই হোক, সে বুঝিল সে পরাভূত হইয়াছে। ডাক্তার শেরবোনো ক্ষণেকের জন্য তার জীবনের কল-কাঠিটা ঠিক্‌ঠাক করিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভূতলে নিক্ষিপ্ত হাত-ঘড়ির ন্যায় আবার তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। আত্মহত্যা করিয়া তার মার মনে কষ্ট দিতে

তার ইচ্ছা ছিল না ; সে মনে করিয়াছিল, কোন একটা বিজন স্থানে গিয়া নিস্তব্ধভাবে তার দুঃখানল নির্ব্বাপিত করিবে এবং এই অজ্ঞাত দুঃখের একটা বৈজ্ঞানিক নাম দিয়া লোকের নিকট একটা রোগ বলিয়া প্রচার করিবে। অক্টেভ যদি চিত্রকর হইত, কবি হইত কিংবা সঙ্গীত-গুণী হইত, তাহা হইলে তার দুঃখকষ্ট তার একটা উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে জমাট করিয়া রাখিতে পারিত ; তাহা হইলে প্রাস্কোভি ধবলবাসে সজ্জিত ও তারকা-মুকুট ভূষিত হইয়া, দান্তের বেয়াত্রিসের ন্যায়, ভাস্বর-দেহ এঞ্জেলের মত তাহার কবিত্ব-উচ্ছ্বাসের উপর উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেন। কিন্তু আমরা এই ইতিহাসের গোড়াতেই বলিয়াছি, সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট লোক হইলেও অক্টেভ সেই সব শ্রেষ্ঠ বাছা-লোকের অন্তর্ভূত ছিল না, যাঁহারা ধরাতলে তাঁহাদের পদচিহ্ন রাখিয়া যান। অক্টেভের একনিষ্ঠ দীন আত্মা ভালবাসা ছাড়া ও ভালবেসে মরা ছাড়া আর কিছুই জানিত না!

গাড়ী ডাক্তারের গৃহাঙ্গনে প্রবেশ করিল। পাথরে-বাঁধা অঙ্গনে সবুজ ঘাস বসানো ; সাক্ষাৎকারপ্রার্থী লোকদিগের অবিরাম পদবিক্ষেপে সেই ঘাসের উপর দিয়া একটা রাস্তা হইয়া গিয়াছে এবং অঙ্গনের ধূসরবর্ণ উচ্চ প্রাচীরের বিপুল ছায়ায় ভূতল পরিপ্লাবিত হইয়াছে। পণ্ডিতের ধ্যান-প্রবাহে বাধা না হয় এইজন্য অদৃশ্য প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় নিস্তব্ধতা ও নিশ্চলতা প্রহরীরূপে দ্বারদেশ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে।

অক্টেভ ও কৌণ্ট গাড়ী হইতে নামিলেন ; ডাক্তার টপ্ করিয়া পা-দানির উপর পা দিয়া সহিসের হস্তাবলম্বন না করিয়াই নামিয়া পড়িলেন—এরূপ ক্ষিপ্রতা তাঁহার বয়সে কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

তাঁরা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দ্বার রুদ্ধ হইল। ওলাফ ও অক্টেভের অনুভব হইল, যেন হঠাৎ একটা গরম বাতাসের আবরণে তাঁরা আবৃত

হইয়াছেন। এই গরম বাতাসে ডাক্তারের ভারতবর্ষ মনে পড়িল; এবং তিনি বেশ সহজে ও আরামে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ডাক্তারের ন্যায় কৌণ্ট ও অক্টেভ ত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রচণ্ড সূর্য্যের উত্তাপে অভ্যস্ত হন নাই, সুতরাং তাঁদের প্রায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। বিষ্ণুর অবতারেরা স্বীয় ফ্রেমের মধ্যে দন্তবিকাশ করিয়া হাসিতেছেন, নীলকণ্ঠ শিব তাঁর পাদ-বেদিকার উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অট্টহাস্য করিতেছেন। কালী তাঁর শোণিতাক্ত রসনা বাহির করিয়া আছেন। নৃমুণ্ডমালার আন্দোলনে যেন ঠকাঠক্ শব্দ শুনা যাইতেছে। ডাক্তারের এই আবাস-গৃহ একটা রহস্যময় ঐন্দ্রজালিক ভাব ধারণ করিয়াছিল। প্রথম রূপান্তর-প্রক্রিয়া যে ঘরে হইয়াছিল, ডাক্তার শের বোনো সেই ঘরে সম্মোহন-পাত্রদ্বয়কে লইয়া গেলেন। তিনি তাড়িৎ-যন্ত্রের কাচের চাক্‌তিটা ঘুরাইলেন, সম্মোহন-বাল্‌তির লোহার হাতল নাড়িলেন; গরম বাতাসের মুখ খুলিয়া দিলেন, তাহাতে ঘরের উত্তাপ শীঘ্রই বাড়িয়া গেল। ভূর্জ্জপত্রে লেখা দুই তিনটা মন্ত্র পাঠ করিলেন; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে, কৌণ্ট ও অক্টেভকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"এখন আমি তোমাদের কাজের জন্য প্রস্তুত। কি বল, আরম্ভ করব কি?" ডাক্তার যখন এই কথা বলিতেছিলেন, কৌণ্ট উৎকণ্ঠিত হইয়া এইরূপ ভাবিতেছিলেন:—

"আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ব, এই বুড়া যাদুকর না জানি আমার আত্মাকে নিয়ে কি করবে। বানর-মুখো এই ডাক্তারটা সাক্ষাৎ শয়তান হতে পারে না কি? আমাব আত্মাকে আমার শরীরে ফিরিয়ে দেবে,—না, ওর সঙ্গে আমাকে নরকে নিয়ে যাবে? আমার ব্যক্তিত্ব ফিরিয়ে দেওয়া—এটাও একটা নূতন ফাঁদ নয় ত? কি ওর উদ্দেশ্য জানি না, কিন্তু কোন্ বুজরুগি করবার জন্য এই সব শয়তানি আয়োজন

হচ্ছে না ত? যাই হোক, আমার এখন যে অবস্থা তার চেয়ে আর কি খারাপ হতে পারে? অক্টেভ আমার শরীর অধিকার করে আছে; আর সে আজ সকাল বেলায় ঠিক্ কথাই ত বলেছিল যে, আমার বর্ত্তমান শরীরে থেকে যদি আমি আমার কৌণ্ট নামের দাবি করি, তা'হলে লোকে আমাকে পাগল ঠাওরাবে। যদি আমাকে একেবারে সরিয়ে ফেলবার তার ইচ্ছা থাকৃত, তা' হলে আমার বুকে তার অসি বিঁধিয়ে দিলেই ত হ'ত। আমি নিরস্ত্র ছিলাম, আমার মরণ বাঁচন তারই হাতে ছিল। কোন রকম অন্যায় আচরণও হয় নি! দ্বন্দযুদ্ধের পদ্ধতি ঠিক রক্ষিত হয়েছিল, সবই দস্তর মত হয়েছিল। যাক্! এখন প্রাস্কোভির কথাই ভাবা যাক্, ছেলে-মানুষের মত মিছে কেন ভয় করচি? তার ভালবাসা ফিরে পাবার এই একমাত্র উপায়; এই উপায়টা একবার পরোখ করে দেখ্‌তে হবে।"

ডাক্তার শেরবোনো এখন সেই লোহার হাতলটা দুইজনকে ধরিতে বলিলেন, কৌণ্ট ও অক্টেভ দুজনেই হাতলটা ধরিল। চৌম্বক তরল-পদার্থে ঐ হাতলটা পূর্ণমাত্রায় ভরা ছিল,—ধরিবামাত্র দুজনেই অচেতন হইয়া পড়িল—দেখিলে মনে হয় যেন উহাদের মৃত্যু হইয়াছে। ডাক্তার হাতের 'ঝাড়া' দিতে লাগিলেন, নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিলেন, প্রথম বারের মত মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন; উচ্চারণ করিয়াই তাঁর সেই পিট্‌পিটে জ্বলজ্বলে চোখের দৃষ্টি দুইজনের উপর নিক্ষেপ করিলেন; তারপর ডাক্তার, কৌণ্ট ওলাফের আত্মাকে আবার তার নিজ আবাস দেহে লইয়া গেলেন; এই সময় ওলাফ, সম্মোহনকারীর অঙ্গভঙ্গিগুলা খুব আগ্রহের সহিত আড়চোখে দেখিতেছিলেন।

এদিকে, অক্টেভের আত্মা আস্তে আস্তে ওলাফের শরীর হইতে দূরে চলিয়া গেল; এবং নিজের শরীরে ফিরিয়া না গিয়া, মুক্তির আনন্দে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; মনে হইল যেন তার আত্মা শরীর-পিঞ্জরে আর

বদ্ধ হইতে চাহে না। এই আত্মা-পাখীটি ডানা নাড়িতেছে আর ভাবিতেছে—আবার তাহার পুরাতন দুঃখের আবাসে ফিরিয়া যাওয়া বাঞ্ছনীয় কি না—এইরূপ ইতস্ততঃ করিতে করিতে ক্রমাগত উৰ্দ্ধে উঠিতে লাগিল। শেরবোনো এই স্থলে কিংকর্ত্তব্য স্মরণ করিয়া, সেই সর্ব্ববিজয়ী দুর্নিবার মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক একটা বৈদ্যুতিক 'ঝাড়া' দিলেন; আত্মারূপ সেই কম্পমান ক্ষুদ্র আলোকটি ইতিপূর্ব্বেই আকর্ষণ মণ্ডলের বাহিরে গিয়া, জানলা-শাশির স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ডাক্তার, বাহুল্য মনে করিয়া অন্য চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন এবং কৌণ্টকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া তুলিলেন। কৌণ্ট একটা আয়নায় নিজের পূর্ব্বমুখশ্রী দেখিতে পাইয়া একটা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। তাহার পর ডাক্তারের হস্তমর্দ্দন করিয়া, অক্টেভের দেহাবরণ হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন কি না—এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য কৌণ্ট অক্টেভের নিশ্চল দেহের উপর একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কিয়ং মুহূর্ত্ত পরে, খিলান-মণ্ডলের নীচে গাড়ীর একটা চাপা ঘঘর শব্দ শুনা গেল; এখন ডাক্তার শেরবোনো একাকী অক্টেভের মৃতদেহের সম্মুখে। কৌণ্ট প্রস্থান করিলে, এলিফ্যাণ্টা-ব্রাহ্মণের শিষ্য শেরবোনো বলিয়া উঠিলেন, "রাম বল! এ যে এক মুস্কিলের ব্যাপার; আমি খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছি, পাখী উড়ে গেছে; এর মধ্যেই পৃথিবীর আকর্ষণ-মণ্ডলের বাহিরে এত দূরে চলে গেছে যে, এখন সন্ন্যাসী ব্রহ্ম-লোগমও তাকে ধরতে পারবে না। আমি একটা মৃত শরীর কোলে নিয়ে বসে আছি। আমি খুব একটা কড়া দ্রাবক-রসে ডুবিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিতে পারি কিংবা ঘণ্টা কয়েকেই মধ্যে প্রাচীন মিসরের

মমির মত আরকে জারিয়ে রাখ্‌তে পারি; কিন্তু তা'হলে খোঁজ হবে, খানাতল্লাসি হবে, আমার বাক্‌স সিন্দুক খোলা হবে, আর কত কি বিরক্তিকর প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করবে।" এইখানে ডাক্তারের মাথায় বেশ একটা মৎলব আসিয়া জুটিল; অমনি তিনি একটা কলম লইয়া তাড়াতাড়ি এক-তক্তা কাগজের উপর কয়েক ছত্র লিখিয়া ফেলিলেন। তাতে এই কথাগুলি ছিল:—

"আমার কোন আত্মীয় না থাকায়, কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি সাভিলের অক্টেভকে দিয়া যাইতেছি; আমি তা'কে বিশেষরূপে স্নেহ করি। নিম্নলিখিত টাকা শোধ করিয়া যাহা থাকিবে সমস্তই তাহার প্রাপ্য:—এক লক্ষ টাকা সিংহলের ব্রাহ্মণ-হাসপাতালে, শ্রান্ত বা পীড়িত বৃদ্ধ জীবজন্তুদের আতুরাশ্রমে দিলাম। আমার ভারতীয় ভৃত্যকে ও আমার ইংরেজ ভৃত্যকে বারো হাজার টাকা দিলাম। আর এক কথা, মনুর মানব ধর্ম্মের পুঁথিটা মাজারীণ পুস্তকালয়ে যেন ফেরৎ দেওয়া হয়।"

একজন জীবিত ব্যক্তি মৃতব্যক্তিকে উইলসূত্রে দানপত্র লিখিয়া দিতেছে, আমাদের এই বিস্ময়জনক অথচ বাস্তব ইতিহাসের মধ্যে ইহাও একটা কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের রহস্য এখনি উদ্ভাসিত হইবে।

অক্টেভের পরিত্যক্ত দেহে প্রাণের উত্তাপ এখনো ছিল। ডাক্তার অক্টেভের এই দেহ স্পর্শ করিলেন—স্পর্শ করিয়া অতীব ঘৃণার সহিত আয়নায় আপনার মুখ দেখিলেন; দেখিলেন, মুখ বলি-রেখায় আচ্ছন্ন, এবং কষ-লাগানো হাঙ্গর-চামড়ার মত শুষ্ক ও কর্কশ। দর্জি নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া দিলে পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগের সময় মনের যে ভাব হয়, সেই ভাবে ডাক্তার আপন মুখ দেখিয়া একটা মুখভঙ্গী করিলেন। তাহার পর, সন্ন্যাসী ব্রহ্মলোগমের মন্ত্রটা আওড়াইলেন।

অমনি, ডাক্তার বালথাজার শেরবোনোর শরীর বজ্রাহতের ন্যায় কার্পেটের উপর গড়াইয়া পড়িল; আর অক্টেভের শরীর সবল হইয়া, সজাগ হইয়া, জীবন্ত হইয়া আবার খাড়া হইয়া উঠিল।

অক্টেভ-দেহধারী শেরবোনো তাঁহার নিজের শীর্ণ, অস্থিময় ও নীলাভ পরিত্যক্ত নির্মোকের সম্মুখে কয়েক মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার এই পরিত্যক্ত দেহের মধ্যে শক্তিশালী আত্মা না থাকায়, সেই দেহে প্রায় তখনই জরার লক্ষণ প্রকাশ পাইল এবং অচিরাৎ ঐ দেহ শব আকার ধারণ করিল।

"বিদায়! ওরে অপদার্থ মাংসখণ্ড! বিদায়; ওরে আমার শতছিদ্র চিরবস্ত্রখানি! এই ৭০ বৎসর তোকে টেনে-টেনে পৃথিবীময় নিয়ে বেড়িয়েছি! তুই আমার অনেক সেবা করেছিস্, তাই তোকে ছেড়ে যেতে আমার একটু দুঃখ হচ্চে। কত দিন থেকে একসঙ্গে থাকা অভ্যাস আমাদের! কিন্তু এই যুবার দেহাবরণ ধারণ করে আমি এখন বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করতে পারব, শাস্ত্রানুশীলন করতে পারব, যথোচিত পরিশ্রম করতে পারব, সেই বৃহৎ পুঁথির আরও কতকগুলি মন্ত্র পাঠ করতে পারব; যে জায়গাটা খুব ভাল লাগবে সেই জায়গাটা পড়বার সময় মৃত্যু এসে সহসা বলতে পারবে না—"আর না, যথেষ্ট হয়েছে, পড়া বন্ধ কর্।"

আপনার কাছে আপনি এই অন্ত্যেষ্টি বক্তৃতা করিয়া, শেরবোনো তাঁহার নূতন অস্তিত্ব অধিকার করিবার জন্য ধীর পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিলেন।

এদিকে কৌণ্ট ওলাফ তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, কৌণ্টেসের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কি না।

ওলাফ দেখিলেন,—কৌণ্টেস উদ্ভিদ্-গৃহে শৈবাল-বেঞ্চের উপর বসিয়া

আছেন। শৈবাল-গৃহের পার্শ্বদেশের স্ফটিকের চৌকা শাশিগুলা একটু উপরে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া কবোষ্ণ জ্যোতির্ম্ময় বায়ু প্রবেশ করিতেছে—শৈবাল-গৃহের মধ্যস্থল বিদেশী ও গ্রীষ্মমণ্ডলের উদ্ভিজ্জে আচ্ছন্ন হইয়া যেন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। কৌণ্টেস, নোভালিসের গ্রন্থ পাঠ করিতে ছিলেন। যে সকল জর্ম্মাণ গ্রন্থকার প্রেতাত্মবাদ সম্বন্ধে অতীব সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে নোভালিস একজন। যে সকল গ্রন্থে খুব গাঢ় রং ঢালিয়া বাস্তব জীবন চিত্রিত হইয়াছে, কৌণ্টেস সেই সব গ্রন্থ পড়িতে ভাল বাসিতেন না। সৌখীনতা, প্রেম ও কবিতার জগতে চিরদিন বাস করিয়া আসায় জীবনটা তাঁর একটু স্থূল বলিয়া মনে হইত।

তিনি পুস্তকটা ফেলিয়া দিয়া আস্তে আস্তে চোখ তুলিয়া কৌণ্টের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কৌণ্টেস ভয় পাইতে ছিলেন, পাছে এখনো তাঁহার স্বামীর কালো চোখের তারার মধ্যে সেই আগ্রহপূর্ণ, গুহ্যভাবে-ভরা, ঝোড়ো-রকমের দৃষ্টি দেখিতে পান, যাহা দেখিয়া ইতিপূর্ব্বে তাঁর খুবই কষ্ট হইয়াছিল—এমন কি যা দেখিয়া (এটা মনে করা নিতান্ত আজগুবি যদিও) আর একজনের দৃষ্টি বলিয়া মনে হইয়াছিল!

ওলাফের নেত্র হইতে একটা প্রশান্ত আনন্দ ফুটিয়া বাহির হইতেছিল, এবং সেই চোখে একটা বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। যে অপরিচিত আত্মা তাঁর মুখের ভাব বদলাইয়া দিয়াছিল, সেই আত্মা এখন চিরকালের মত অন্তর্হিত হইয়াছে; প্রাস্কোভি এখন তাঁর হৃদয়ের আরাধ্য প্রিয়তমকে চিনিতে পারিলেন এবং তখনি তাঁহার স্বচ্ছ কপোলে একটা সুখের লালিমা ফুটিয়া উঠিল; যদিও ডাক্তার শেরবোনো-কৃত রূপান্তরের ব্যাপারটা তিনি জানিতেন না, তথাপি একপ্রকার অন্তর্গূঢ় সূক্ষ্ম অনুভূতি হইতে এই সকল পরিবর্ত্তন তিনি

উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যদিও তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন নাই। ওলাফ নীল মলাটের পুস্তকখানি শৈবাল-ভূমি হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিলেন :—

"তুমি কি বই পড়ছিলে প্রাস্কোভি ?—আ! এ যে দেখ্‌ছি হেন্‌রি অফ্‌টর ডিঞ্জেনের ইতিহাস—এ যে সেই বইখানা, যা তুমি একদিন দেখে কিন্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলে। সেই দিনই ঘোড়া ছুটিয়ে একজনের বাড়ীর টেবিলের উপর দুপুর রাত্রে ঐ বই তোমায় ল্যাম্পের পাশে এনে হাজির করে দিয়েছিলাম।—ঘোড়াটার দম বেরিয়ে যাবার যোত্র হয়েছিল।"

"তাই ত তোমাকে বলেছিলাম, আর কখনও আমার মনের কোন সাধ বা খেয়াল তোমার কাছে প্রকাশ করব না। তোমার চরিত্রটা কিরকম জান ?—স্পেনদেশের সেই বড় লোকের মত, যে তার প্রেয়সীকে বলেছিল,—"আকাশের তারার দিকে তাকিও না—কেননা তোমাকে তা' এনে দিতে পারব না।"

কৌণ্ট উত্তর করিলেন :—

"তুমি যদি কোন তারার দিকে তাকাও, প্রাস্কোভি, তা' হলে আমি আকাশে উঠ্‌বার চেষ্টা করব, আর ঈশ্বরের কাছে গিয়ে তারাটা চেয়ে নেব।"

যখন প্রাস্কোভি স্বামীর এই কথাগুলি শুনিতেছিলেন, সেই সময় তাঁর কেশ-বন্ধনের একটা ফিতা বিদ্রোহী হওয়ায়, সেই ফিতাটি ঠিক করিবার জন্য হাত উঠাইলেন,—তাঁহার জামার আস্তিনটা একটু সরিয়া গেল; আর অমনি তাঁর সুন্দর নগ্ন বাহু বাহির হইয়া পড়িল। তাঁর হস্ত-প্রকোষ্ঠে নীলা পাথর-বসানো একটা গির্গিটি কুণ্ডলী পাকাইয়া ছিল। "কেসিনে"তে তাঁহাকে দেখিয়া যেদিন অক্টেভের মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল,

সেই দিন তিনি এই অলঙ্কারটি হাতে পরিয়াছিলেন। কৌণ্ট বলিলেন ঃ—

"তোমাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় তুমি যেদিন প্রথমবার বাগানে নেমেছিলে, তখন একটা ছোট গির্গিটি দেখে তোমার কি ভয়ই হয়েছিল; গির্গিটিটাকে আমার ছড়ির এক ঘায়ে মেরে ফেল্লাম; তারপর, তার থেকে সোনার ছাঁচ তুলে কতকগুলি রত্ন দিয়ে সেই সোনার ছাঁচটাকে ভূষিত করলাম। কিন্তু গির্গিটিটা অলঙ্কারে পরিণত হলেও, তুমি দেখে ভয় পেতে; কিছু কাল পরে, যখন তোমার ভয় ভেঙ্গে গেল, তখন তুমি অলঙ্কারটা পরতে রাজি হলে।"

—"ওঃ! এখন আমার বেশ অভ্যাস হয়ে গেছে; সকল গহনার চেয়ে এই গহনাটাই আমি এখন পছন্দ করি; কারণ এর সঙ্গে আমার একটা সুখের স্মৃতি জড়ানো রয়েছে।"

কৌণ্ট বলিলেন ঃ—"সেই দিনই আমরা ঠিক করেছিলাম, তুমি তোমার খুড়োর কাছে আমাদের বিবাহ সম্বন্ধে রীতিমত প্রস্তাব করবে।"

কৌণ্টেস প্রকৃত ওলাফের পূর্ব্বেকার দৃষ্টি আবার দেখিতে পাইয়া, তাঁহার কণ্ঠস্বর আবার শুনিতে পাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং স্মিতমুখে তাঁহার পানে চাহিয়া, তাঁহার বাহু ধারণ করিয়া, উদ্ভিজ্জ-গৃহে দুই চার বার ঘোর-পাক দিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে,—যে হাতটি মুক্ত ছিল, সেই হাত দিয়া একটি ফুল ছিঁড়িয়া লইয়া তার পাপ্‌ড়িগুলা দাঁত দিয়া কাটিতে লাগিলেন। মুক্তা-দন্তে যে ফুলটি কাটিতেছিলেন, সেই ফুলটি ফেলিয়া দিয়া তিনি বলিলেন ঃ—

"আজ তোমার স্মরণশক্তির যে রকম পরিচয় পাচ্চি, তাতে বোধ হয় তোমার মাতৃভাষাও তোমার আবার মনে পড়েছে, মাতৃভাষায় তুমি বোধ

হয় এখন আবার কথা কইতে পার—কাল ত তোমার মাতৃভাষা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলে।”

কৌণ্ট পোলীয় ভাষায় উত্তর করিলেন ঃ—“ওঃ! যদি প্রেতাত্মারা স্বর্গের জন্য কোন এক মানব-ভাষা স্থির করে থাকেন, তাহলে আমি সেখানে গিয়ে পোলীয় ভাষাতেই তোমাকে বল্‌ব—“আমি তোমাকে ভালবাসি।”

প্রাস্কোভি চলিতে চলিতে, ওলাফের কাঁধের উপর আস্তে আস্তে তাঁহার মাথা নোয়াইলেন এবং গুন্ গুন্ স্বরে বলিলেন ঃ—

“প্রাণেশ্বর; এইত সেই তুমি—যাকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি। কাল আমাকে বড় ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে; অপরিচিত লোক ভেবে তোমার কাছ থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম।”

তার পরদিন, অক্টেভের দেহে বুড়া ডাক্তারের আত্মা প্রবেশ করায় অক্টেভ সজীব হইয়া উঠিল এবং একটু পরে কালো রেখার ঘের-দেওয়া একখানি পত্র পাইল। উহাতে বালথাজার শেরবোনো মহাশয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিবার জন্য অক্টেভকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

ডাক্তার তাহার নূতন দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার পরিত্যক্ত পুরাতন দেহের সঙ্গে সঙ্গে সমাধি-ভূমিতে গমন করিলেন, ঐ দেহ কবরস্থ হইল; গোর দিবার সময় যে বক্তৃতা হইল তাহা তিনি শোকগ্রস্তের ন্যায় দুঃখের ভাব ধারণ করিয়া মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিজ্ঞানের যে ক্ষতি হইল, সে ক্ষতিপূরণ হওয়া অসম্ভব ইত্যাদি সেই বক্তৃতায় অনেক কথা ছিল।

ঐ দিনই সায়াহ্ন-সংবাদপত্রের “বিবিধ সংবাদ”এর কোঠায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইল ঃ—

"ডাক্তার বালথাজার শেরবোনো—যিনি দীর্ঘকাল ভারতে বাস করিবার জন্য, শব্দবিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য, রোগ আরোগ্য করিবার অদ্ভুত ক্ষমতার জন্য বিখ্যাত, গতকল্য নিজ কর্ম্ম-কক্ষে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত দেহ তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে সপ্রমাণ হইয়াছে, কোন আততায়ীকৃত সাঙ্ঘাতিক অপরাধ অনুমান করিবার কোনও হেতু নাই। অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে কিংবা কোন অসমসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে গিয়াই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। শুনা যায়, ডাক্তারের দফ্তরখানায় তাঁর অন্তিম-দানপত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার বহুমূল্য পুঁথিগুলি মাজারীণ-পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন এবং সেভিলের অক্টেভ মহাশয়কে তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছেন।"

সমাপ্ত